শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
কলিকাতা গেজেট ৭ই মে, ১৯৪০ ;
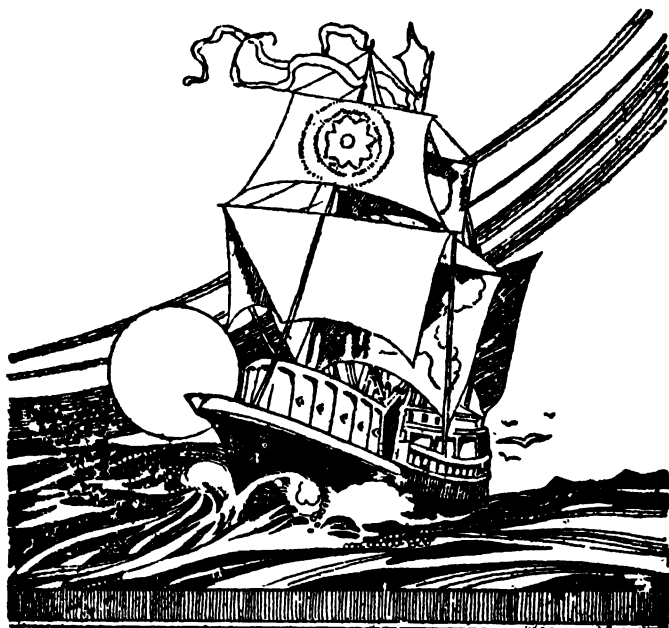
অজানা দেশে

[শিশু-উপন্যাস]

শিশু-ভারতী সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার

অজানা দেশে

এক

ইংল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী কর্ণওয়ালের একটি ছোট গ্রাম পেন্‌হেল্‌। এই গ্রামে ১৬৮৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের চারি মাস কাল পরে বাবার মৃত্যু হইয়াছিল। বাবা ও দাদামহাশয়ের নামের অনুরূপ আমার নামও রাখা হইয়াছিল— পিটার উইলকিন্‌স্‌ (peter Wilkins)। আমার দাদামহাশয়ের নিউপোর্ট নগরে একখানি দোকান ছিল। তিনি বেশ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী ছিলেন, কাজেই তিনি তাঁহার দোকানের আয় হইতে প্রায় তিন হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি এবং অনেক নগদ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর বাবাই সে সমুদয় ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। বাবাও খুব হিসাবী লোক ছিলেন, তাঁহার চেষ্টা যত্নে সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার মা তাঁহার সমস্ত স্নেহ ও আকর্ষণ আমার উপরই সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাবার মৃত্যুজনিত সমুদয় দুঃখ-কষ্ট তিনি আমাকে পাইয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য অতিশয় স্নেহ ও মমতার মধ্য দিয়া আমার জীবনের চৌদ্দটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। এ সময়টা আমি লেখাপড়ার দিকে একেবারেই মন দিতাম না, পাড়া প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটাছুটি দৌড়া-দৌড়ি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ভাবনা চিন্তা বলিয়া কোন কিছুই

আমার ছিল না। এইরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে আমি ষোল বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলাম।

এ সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হইল। এই ভদ্রলোকেরও ছোটখাট কিছু সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তির আয় তেমন কিছু হইত না, কেননা তাঁর বেশ ঋণ ছিল। সে ঋণ আমার মায়ের কাছে থাকার দরুণ, তিনি আমার প্রতি বেশ একটু স্নেহ ও যত্ন দেখাইয়া তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। আমার মা দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি সংসারের কাহারও সহিত মেলামেশা করিতেন না। আপনার মনে সেলাইয়ের কাজ করিয়া যাইতেন, ঘর গৃহস্থালী দেখিতেন, দাসদাসীর কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং জমিদারীর হিসাব নিকাশ ও আদায় উশুল নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আমার মায়ের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে, বাহিরের কোন লোক তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু এই ভদ্রলোকটি আমাদের পাশের গ্রামে বাস করিতেন এবং সর্ব্বদা আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিয়া মাতার মনের উপরও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে মাও ইঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন। একদিন এই ভদ্রলোক মাকে বলিলেন—"প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য, সন্তানের উন্নতির জন্য মনোযোগী হওয়া, আপনারও পিটারকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করা উচিত। এখন ইহাকে বাড়ীতে মিছামিছি বসাইয়া রাখিয়া ইহার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নহে।" মার কাছে তাঁহার এই পরামর্শ ভাল লাগিল, তিনিও আমাকে একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে

পাঠাইয়া মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এই হিতৈষী বন্ধুটির একমাত্র উদ্দেশ্য ষোল বৎসর বয়সের কিশোরকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করা। এ সময়ে আমার বয়স ষোল বৎসর হইলেও আমি কিন্তু বাইবেলের দুইটি পৃষ্ঠাও ভাল করিয়া পড়িতে পারিতাম না। যে মা আমাকে একদিনের জন্য নয়, একবেলা আমাকে না দেখিলেই পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন, সেই মা আমাকে দূর করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং ঐ ভদ্রলোকের সাহায্যে আমাকে দূরবর্ত্তী একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। আমি অবশ্য সমুদয় সংবাদ জানিতে পারি নাই, আর সেদিকে আমি বড় একটা খোঁজও করি নাই, আমার শুধু মনে হইত যদি দূরের স্কুলে যাইয়া পড়িয়া শুনিয়া মানুষ হইতে পারি—লেখাপড়া শিখিতে পারি, তাহা হইলে সকলেই আমাকে আদর করিবে—এ সময়ে লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমার প্রাণেও একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু চেষ্টা সেরূপ ছিল না, এইরূপ কথা বলিতে পারি না।

একদিন প্রত্যূষে আমাদের বাড়ীর দরজায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সেই বন্ধু ভদ্রলোকটিও চলিলেন। মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আমাকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি তুমি মানুষ হও।" এই কথা বলিয়া তিনি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আমাদের যাত্রা দেখিলেন। গাড়ী চলিল। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে গ্রামের পথ-ঘাট, লোকজন, বাড়ী-ঘর আমার পরিচিত

ছিল, যে মায়ের স্নেহছায়ায় আমি বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলাম, আজ হইতে —আমি সে অঞ্চল-ছায়া হইতে দূরে চলিলাম। আমার চোখেও জল আসিল। মার জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি জানি না। সেখানকার লোকেরা কে কি ভাবে আমাকে গ্রহণ করিবে জানি না, কাজেই শঙ্কিতচিত্তেই যাইতেছিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন—তুমি বালকের মত কাঁদিতেছ কেন? তোমার বয়স হইয়াছে, আজ হইতে তুমি স্বাধীন হইলে; আজ হইতে ইচ্ছামত টাকাকড়ি খরচ করিতে পারিবে। তোমার মা তোমার খরচ চালাইবার জন্য যে টাকা দিয়াছেন সে টাকাতে তোমার কোনও অসুবিধা হইবে না। আমিও ভাবিলাম, তাইত আমি কি করিতেছি? আমি সত্যসত্যই ত আর ছেলে মানুষ নই! আমি আর কাঁদিলাম না। এ সময়ে গাড়ীও আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের পথ ধরিয়াছিল। চারিদিকের শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সেদিন রাত্রিতে আমরা একটা সরাইয়ে রাত্রি কাটাইলাম। পরের দিন অতি প্রত্যূষে আমি নির্দ্দিষ্ট বোর্ডিং স্কুলে যাইয়া পৌঁছিলাম। ভদ্রলোকটি বিদায়ের সময় আমাকে একটি গিনি দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার এইরূপ সদাশয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আমাকে আমার সহপাঠীরা কিভাবে গ্রহণ করিলেন এবং শিক্ষক মহাশয়েরাও কি মনে করিলেন, সে সব কথা বিস্তারিত ভাবে আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অলস-জীবন কাটাইয়া—বিশেষ্য ও বিশেষণের সূত্র মুখস্থ করিবার দিকে আমার বড় একটা আগ্রহ

হইল না। কাজেই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্র ও শিক্ষকদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আমার লেখাপড়ার দিকে মন একেবারেই নাই, পয়সা খরচ করিয়া, বাবুগিরি করিয়া সময় কাটাইবার দিকেই ঝোঁকটা আমার বেশী। অল্প কথায় শুধু এইটুকু বলিলাম যে, আমি এখানে আসিয়া লেখাপড়ার দিক্ দিয়া আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিলাম না।

দুই

তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমি নিয়মিত ভাবে খরচ-পত্র পাইতেছি এবং মা আমাকে প্রত্যেক পত্রেই উৎসাহ দিয়া লিখিতেছেন যে,—"তুমি বেশ মন দিয়া পড়াশুনা করিবে, যাহাতে মানুষ হইতে পার।" কিন্তু কে মানুষ হইবে? যাহার প্রাণে মানুষ হইবার মত আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাকে কেহই মানুষ করিতে পারে না।

এই তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমি বেশ নিয়মমত খরচ-পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহার পর হইতেই আর খরচ পাইতেছি না। বার বার পত্র লিখিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর নাই। এ সময়ে শিক্ষকদের বদান্যতায় আমার দিন যাইতেছিল। আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না যে, আমার মা আমার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কিরূপে করিতে পারেন? কিন্তু অভাগা আমি জানিতাম না যে, তিনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হন নাই, বিধাতাই আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন—একদিন বিকেল বেলা একখানা চিঠি পাইলাম, তাহাতে আমাদের পরিবারের সেই আত্মীয় বন্ধু লিখিয়াছেন—"বৎস, পিটার, তুমি

শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে, আজ কয়েক মাস হইল তোমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি অনেকদিন যাবতই পীড়িতা ছিলেন, তোমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া আমি এতদিন সে সংবাদ দেই নাই। তুমি এইজন্য শোকে মর্ম্মাহত হইও না। মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। এ জন্য দুঃখ না করিয়া তোমার পড়াশুনার দিকেই মন দেওয়া উচিত। মৃত্যু সময়ে তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন !"

আমার বয়স এখন ঊনিশ বৎসর হইয়াছে। বিদ্যালয়ে তিন বৎসরকাল থাকার দরুণ আমি মনোযোগী বা মেধাবী ছাত্র না হইলেও ছেলেদের পড়া শুনিয়া, তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া মোটামুটি ভাবে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলাম। এবং একটু একটু করিয়া আমার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগও জন্মিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই পত্রখানা পাইয়া আমি কি করিব, কোন্ পথে যাইব, তাহাই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

একজন শিক্ষক আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি প্রায়ই আমার নিকট আসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আমাকে অনেক সদুপদেশ দিতেন। আমি তাঁহার নিকট এই পত্রখানা দেখাইলে তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"দেখ পিটার, আমার বিশ্বাস এই লোকটার কোন না কোন চক্রান্তে পড়িয়াই এইরূপ আকস্মিক ভাবে তোমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। আমার মনে হয় এখন আর সময় নষ্ট না করিয়া তোমার বাড়ী যাওয়া উচিত।" আমার নিকট তাঁহার এই উপদেশ বেশ ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, "এখন ত

বড়দিন উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য স্কুল ছুটি হইয়াছে, আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তাহা হইলে আমি ঐ ভদ্রলোকটির সহিত একটা বোঝাপড়াও করিতে পারি।” এই ভদ্রলোকটির নাম ছিল জর্জ্জ ডগলাস্। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“পিটার, আমি ছুটিতে কোথাও না কোথাও বেড়াইতে যাইয়া থাকি, বেশ কথা, আমি তোমার সঙ্গে তোমার গ্রামে যাইব, এ সময়ে যদি তোমার কোনও উপকার করিতে পারি তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।”

আমরা দু’জনে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। বাবার সমস্ত সম্পত্তি এখন আমার হাতে আসিবে, আমার কোনও অভাব অভিযোগ থাকিবে না, এইরূপ আনন্দে উৎসাহিত হইয়া চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে—প্রায় তিন বৎসরকাল পরে পুনরায় নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। মা বাঁচিয়া থাকিতে যদি আসিতাম তাহা হইলে তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিতেন, আজ আর কেহ আসিল না। আপনার বাড়ীতে আপনার গৃহে অপরিচিতের মত আসিলাম। মিঃ জর্জ্জ আমাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“তোমার আসার বিষয়ে ত তুমি আমাকে পূর্ব্বে কোন কথা লিখিয়া জানাও নাই—হাঁ, ইনি কে ?”

আমি আমার শিক্ষকের পরিচয় দিলাম। আমার শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“মিঃ পিটার তাঁহার মাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি জানিতে চান, আপনি কবে তাঁর পিতৃ-সম্পত্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবেন।”

মিঃ জর্জ্জ বলিলেন—“কি বলিতেছেন ? আপনি কি পিটারের

মুখে শোনেন নাই যে, তাঁহার বাবা—তাঁহার সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি সকলই তাঁহার স্ত্রীকে আইন সঙ্গত ভাবে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এবং তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, সেই সম্পত্তি পিটারের মাতা যেরূপ ইচ্ছা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পিটারের মাতার কঠিন পীড়ার সময়ে আমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিতাম এবং প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছি, সেজন্য তিনি গ্রামের দশজনের সম্মুখে এবং স্বয়ং পাদ্রী মহাশয়ের সাক্ষাতে সে সমুদয়ই আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি পিটারের দুর্ব্ব্যবহারেই এইরূপ করিয়া গিয়াছেন।" আমার শিক্ষক মহাশয় জর্জ্জের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

জর্জ্জ বলিলেন—"আমি অকৃতজ্ঞ নই, আমি পিটারের শিক্ষার ব্যয় আর এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত বহন করিতে পারি, ইহার বেশী নহে।"

আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল। এই পৃথিবী! মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, এ যে আমার কল্পনাতীত! আমি বলিলাম—"আমার ন্যায্য দাবী যখন উপেক্ষিত হইল, তখন আমি আপনার নিকট ভিখারীর ন্যায় কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসি নাই। আমি আপনার নিকট হইতে সামান্য অনুগ্রহও চাহি না!" এই কথা বলিয়া নিজের বাড়ী হইতেই চলিয়া আসিলাম। হায় রে পৃথিবীর মানুষ, এতদূর অকৃতজ্ঞতা কিরূপে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধিতে পারে? এইরূপ বিশ্বাসঘাতক মানুষের শঠতাপূর্ণ ব্যবহারেই পৃথিবী আজ নরকে পরিণত হইয়াছে।

আমরা আর সেখানে এক মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিলাম না। সে রাত্রিতে গ্রামের ছোট সরাইটিতে থাকিয়া পরদিন ভোরের

বেলা আমার এই সহৃদয় শিক্ষকের বাড়ী আসিলাম। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত সমাদরের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—"বৎস! তুমি যতদিন ইচ্ছা আমার এখানে থাকিয়া মন স্থির কর। তুমি যদি আমার আবশ্যকীয় ছোটখাট কাজ করিয়া দেও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিনাব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিব।" শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে উহা সহৃদয়তার পরিচায়ক হইলেও আমার কাছে তাঁহার এই কথা অপমানজনক বলিয়া মনে হইল—একদিন আমি ধনীর সন্তান ছিলাম। এখনও ত আমি তাহাই আছি, শুধু প্রবঞ্চকের হাতে পড়িয়াই ত আমার আজ এই দুর্দ্দশা। এ সময়ে আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। মনের ভাব গোপন করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে বলিলাম—"আপনার কথা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

আমি যে কয়দিন তাঁহার ওখানে ছিলাম, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"মানুষ যখন যে অবস্থায় পড়ে সে অবস্থায়ই তাহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ঈশ্বর মানুষের উপর কিভাবে কি বিচার করেন তাহা মানুষ বুঝিতে পারে না। অনেক সময় পিতামাতার অন্যায়ের সাজা পুত্রকে ভুগিতে হয়। বিধাতার এই যে পাপপুণ্যের বিচার ও বিধান তাহা মানুষ বুঝিতে পারে না। তুমি অতীতের দিকে না তাকাইয়া এখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি কর। মনে করিও কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় করিয়া বাঁচিতে পারে না। মিঃ জর্জ্জ তোমার প্রতি যে অন্যায় করিলেন, তাহার উপযুক্ত সাজা হয়ত একদিন তাঁহাকে ভুগিতে হইবে। এখন তোমার এ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া নূতন ভাবে জীবনের পথ চলা উচিত।"

তিন

আমার জীবন এইবার নূতন পথে চলিল। প্রাণে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলাম না। আমার মনের যত কিছু অশান্তি ও উপদ্রব তাঁহার উপদেশে দূর হইল। মনে মনে স্থির করিলাম দেশ ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু কোথায় যাইব জানি না। কাহাকেও না জানাইয়া রাত্রি শেষে শিক্ষক মহাশয়ের বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। আমি খুব জোরে হাঁটিতে লাগিলাম, কি জানি পাছে শিক্ষক মহাশয় আমাকে ধরিয়া ফেলেন, সত্যসত্যই তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্নেহ ও উপদেশে আমার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

পথে যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল, ঈশ্বরের বিধান বোঝা কঠিন। কে জানিত আজ আমাকে ছন্নছাড়ার মত একান্ত অভাগা ও নিরাশ্রয়ের মত পথে বাহির হইতে হইবে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এইরূপ মনে করিয়া আমি ঈশ্বরের নিকট মনের বেদনা জানাইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় চারিটার সময় আমি ব্রিস্টল নগরীতে আসিয়া পৌছিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে মনে স্থির করিলাম যে, আমি কোন জাহাজের নাবিক হইয়া সমুদ্রযাত্রা করিব।

ব্রিস্টলে পৌছিয়া আমি প্রথমেই যাইয়া খোঁজ লইলাম, বন্দরে কতখানি জাহাজ আছে এবং কোন্ জাহাজ কবে ছাড়িবে। আমার ন্যায় একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে কেই বা খবর দেয়। বিশেষতঃ কাজের খোঁজ করিতে গেলে। সেদিন সন্ধ্যার সময় কাহারও নিকট

কোনও সন্ধান পাইলাম না। রাত্রিবেলা একজন গরীবের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। রাত্রিকালে প্রার্থনা করিলাম···ভগবান আমাকে নূতন দেশে লইয়া যাও।

পরদিন ভোরের বেলা আবার বন্দরে গেলাম। যাহাকে দেখি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কোন জাহাজে কি কোন কাজ খালি আছে? কেহ উত্তর দিল, কেহ দিল না। ঐ সব লোকদের মধ্যে অনেকেই আসিয়াছিলেন—নানাদেশের বিভিন্ন যাত্রী। কোন্ জাহাজ কোথায় যাইবে, জাহাজে যাত্রী লইবে কি না তাহারই খোঁজ লইতে আসিয়াছিলাম। কাজেই আমি কাহারও নিকট হইতেই কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইতেছিলাম না। অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি এইরূপ সময় দেখিতে পাইলাম যে. দুইজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া কয়েকজন নাবিক একখানা জাহাজ হইতে নামিয়া আসিতেছে। আমি নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি বলিতে পারে, কোন জাহাজে কাজ খালি আছে কি না। একজন ভদ্রলোক, পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি একখানা জাহাজের মালিক, তাঁহার জাহাজখানা আফ্রিকায় যাইবে,—আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"যুবক! তুমি কি জাহাজে কোন কাজ করিতে চাও?"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" তখন আকাশ মেঘে ঢাকিয়াছিল, ঝড় বহিতেছিল এবং বৃষ্টি পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন, এই ঝড় বাদলার মধ্যে দাঁড়াইয়া কোন কথা হইতে পারে না, তুমি আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে চল, সেখানে তোমার কথা শুনিব।

একটু দূরেই সুন্দর একখানা ছোট বাড়ী ছিল, সেখানে গেলে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পূর্ব্বে কোন জাহাজে কাজ করিয়াছ ?"

আমি বলিলাম—"না। তবে আমার বিশ্বাস যে, আমি শীঘ্রই উত্তম নাবিক হইতে পারিব।"

তিনি এই কথা শুনিয়া আমার হাতখানা ধরিয়া বলিলেন—তোমার নাবিকের কাজ পোষাবে না, তোমার হাত যে নরম ! আমি বলিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, নাবিক হইব, কাজ করিতে করিতেই হাত শক্ত হইয়া যাইবে। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার মত সুশ্রী যুবককে নাবিকের কাজে লাগানো ঠিক্ হবে না। বেশ কথা, তুমি কি হিসাবপত্র রাখিতে জান ? যদি তোমার হাতের লেখা ভাল হয় এবং মোটামুটি হিসাবপত্র করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার কেরাণী করিয়া রাখিতাম।"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে, আমি লিখিতে পড়িতে জানি এবং হিসাবপত্র করিতেও একেবারে অনভিজ্ঞ নহি।"

তোমার বাক্স পেটারা কোথায় ?

আমার সে সব বালাই কিছুই নাই।

কাপ্তান হাসিয়া বলিলেন,—"যুবক, আমি দেখিতেছি তুমি একেবারে আনাড়ি, আমার জাহাজের একজন সামান্য নাবিকেরও একটি পেটারা থাকে। সে যাক্, তোমাকে দেখিয়া মনে হয় তুমি পরিশ্রমী ও সৎ হইবে। যারা শ্রমী হয় এবং ভাল ভাবে কাজ করে, তাদের একদিন না একদিন উন্নতি হইবেই। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতেছি—এ টাকাটা পরে তোমার বেতন হইতে কাটিয়া লইব।"

ভূপতিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম অতি সুন্দর একটি গৌর যুবক
অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে

এই বলিয়া তিনি তাঁহার টাকার বাক্স বাহির করিয়া আমাকে কিছু টাকা দিলেন এবং বলিলেন যে, জাহাজে যাইতে হইলে যে সব জিনিষের দরকার সেগুলি তুমি তোমার কোন একজন জানাশুনা লোকের সাহায্যে কিনিয়া লও, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমিই সব কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি!—তুমি জাহাজে যাও। এই বলিয়া তিনি জাহাজে যাইবার নৌকায় চড়িবার জন্য একখানি ছাড়পত্র দিলেন। আমি পারে যাইয়া দেখিলাম—জাহাজে যাইবার নৌকাখানি অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে। আমি ছাড়পত্রখানি দেখাইয়া চীৎকার করিবামাত্র নাবিকেরা নৌকা ফিরাইয়া আনিল। আমি নিরাপদে জাহাজে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। দয়াময় ভগবান—আমাকে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন।

চার

জাহাজে আসিয়া মনে হইল—আজ আমি বাস্তবিকই একজন সুখী মানুষ। জাহাজের নাবিকেরা আমার চেহারা ও সাজপোষাক দেখিয়া আমাকে একজন যাত্রী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। কাজেই তাহারা আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল—শেষটায় আমাদের জাহাজে একজন যাত্রী আসিয়াছেন। আমি তাহাদের একজনকে বলিলাম—"তোমরা ভুল করিয়াছ, আমি যাত্রী নই, আমি কাপ্তেন সাহেবের খাস কেরাণী।" সেই লোকটা বলিল—মিছে কথা বলো না ছোক্‌রা, আমি জানি কাপ্তেন সাহেবের খাস কেরাণীর কাজ ভাল লোকের হাতেই ন্যস্ত আছে। সরে পড়ো—বেশী দিন এ জাহাজে থাক্‌তে হবে না।

এই লোকটার এইরূপ ঔদ্ধত্যে আমি ভীত হইলাম, বেশ সাবধানের সহিত অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে একজন দীর্ঘকায়, গম্ভীর প্রকৃতির লোক আমার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং প্রথমবার এই ভাবে কথা আরম্ভ করিলেন,—"দেখ্‌ছেন আজ দিনটা কি বিশ্রী, দিনরাত ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে—একটুও বিশ্রাম নেই। জাহাজ থেকে নীচে নাব্‌তেই পারলাম না।"

আমি বললাম, তাইত দেখছি। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখুন ঐ লোকটি কে? আমি জাহাজে আসিবার পর হইতেই আমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেছেন। "ঐ লোকটা—? একটা সামান্য লোক। কাপ্তেন সাহেবের খাস কেরাণী। লোকটা ঐ এক রকম। বিশ্রী মেজাজের লোক। জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান জাহাজ থেকে নাব্‌বার পরেই বেশ ভাল রকমের একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। বাছাধন যদি আমার সঙ্গে লাগতেন, তা হলে ওর মাথা ভেঙ্গে দিতাম। কাপ্তেন সাহেব এই লোকটাকে কাজে বাহাল রাখবেন বলে ত মনে হয় না।"

রাত্রিকালে কাপ্তান সাহেব জাহাজে আসিলেন। জাহাজে আসিয়াই তিনি ঐ লোকটার কাছ হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া আমার হাতে দিলেন এবং উহাকে পারে পাঠাইয়া দিলেন।

পরের দিন প্রত্যূষে কাপ্তান সাহেব জাহাজ হইতে তীরে নামিয়া গেলেন। মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতেছিল। দুপুরবেলা আকাশ একেবারে মেঘশূন্য হইল। বিকেলের দিকে কাপ্তেন সাহেব আমার জন্য একটি পেটরা লইয়া জাহাজে আসিলেন।

এবং সন্ধ্যার আগেই জাহাজ অনুকূল পবনে ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। জাহাজ সমুদ্রের বুকে নাচিতে নাচিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

প্রথম চৌদ্দ দিন জাহাজ কি ভাবে চলিল, সে খবর আমি জানি না, কেননা আমি সামুদ্রিক পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলাম। আরও সাত দিন কাটিল, এ সময়ে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলাম। কাপ্তেন সাহেব আমার প্রতি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিতেন, আমাকে কোনও কঠিন কাজ করিতে দিতেন না। তাঁহার এইরূপ অনুগ্রহে আমার দিনগুলি বেশ আরামে কাটিতেছিল। একদিন সন্ধ্যার সময়, তখন আমরা পামিস্ অন্তরীপের কাছাকাছি আসিয়াছি, আমাদের সামান্য বিরুদ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। জাহাজের একজন নাবিক দূরে একখানি পাল দেখিতে পাইল। সে কাপ্তেনকে উহা দেখাইল। কাপ্তেন কোনও আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া মনে করিলেন না, কাজেই ঐ দিকে কোনও লক্ষ্য না করিয়া আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল, এ সময়ে দেখা গেল উহা একখানি ফরাসী জাহাজ। সে সময়ে অনেক ফরাসী জাহাজ এইভাবে সমুদ্রপথে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। কাপ্তেন বুঝিলেন যে, এ জাহাজখানা ঐরূপ ফরাসী জল-দস্যুদের। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি জাহাজের নাবিকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে, কিছুতেই দস্যুদের হাতে জাহাজ ছাড়িয়া দিবে না।" সকলে বলিল—"প্রাণ থাকিতে আমরা আমাদের জাহাজ শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব না।"

কাপ্তেনের আদেশে ডেকের উপর সমুদয় বন্দুক আনা হইল।

নাবিকেরা সকলে বন্দুক হস্তে দস্যু-জাহাজের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। জলদস্যুদের জাহাজখানা আকারে ছোট থাকায় নাচিতে নাচিতে আমাদের জাহাজের কাছে আসিয়া পড়িল। আমরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। বন্দুক ও পিস্তলের গুলির নিশানার মধ্যে যেমন আসিল, অমনি আমরা সকলে কাপ্তেনের আদেশের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। প্রথমে ফরাসীরা গুলি করিল। আমরাও গুলি ছাড়িতে লাগিলাম। যদি জলদস্যুর সাহায্যের জন্য আর একখানি জাহাজ আসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে প্রথম জাহাজখানাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আর হইল না। তাহাদের দুই দলের আক্রমণে আমরা হতবল হইয়া পড়িলাম,—আমরা পরাজিত ও বন্দী হইলাম। আমাদের জাহাজে উঠিয়া তাহারা সব লুটিয়া লইল। কাপ্তেন সাহেব প্রথমেই বিপক্ষদলের একটা গুলির আঘাতে মারা গিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছিল। আমরা যাহারা বাঁচিয়াছিলাম, তাহাদের দুইজন দুইজন করিয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া ফরাসী জাহাজে লইয়া গেল। এইরূপ বন্দী অবস্থায় আমি এবং আমার সঙ্গী চৌদ্দজন নাবিক প্রায় দেড়মাসকাল শুইয়াছিলাম। লোহার শিকলের আঘাতে আমাদের পায়ের হাড়ে পর্য্যন্ত দাগ লাগিয়াছিল।

আমরা যে জাহাজে বন্দী ছিলাম—সে জাহাজখানি ক্রমাগত এক মাসকাল উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল—এই পাঁচ সপ্তাহকাল মধ্যে অন্য কোন জাহাজের সহিত আমাদের দেখা হয় নাই। পাঁচ সপ্তাহকাল পরে এই ফরাসী দস্যু-জাহাজ একখানি বেশ বড় রকমের বাণিজ্য-জাহাজ আক্রমণ করিল এবং সমুদয় জিনিষপত্র লুণ্ঠন

করিল। ঐ জাহাজে যাত্রীসহ আটত্রিশজন লোক ছিল—তাহারা সকলেই বন্দী হইয়া আসিল। এই বাণিজ্য-জাহাজখানি লুটিয়া আমাদের জাহাজের কাপ্তেন খুব খুসী হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু ঐ লুণ্ঠিত জাহাজখানিতে কি জানি কিভাবে একটা ছিদ্রপথ দিয়া জল উঠিতে লাগিল। কাপ্তেন বন্দীদের ও নাবিকদের দিয়া এবং অনান্য নানা উপায়ে ছিদ্রটা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই ছিদ্র খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জাহাজখানা হইতে যতটা সম্ভব মালপত্র এই ছোট জাহাজে তুলিয়া আনা হইল। কিন্তু সব মালপত্র তুলিয়া আনিবার আগেই জাহাজখানা ডুবিয়া গেল।

এদিকে ফরাসী কাপ্তেন আমাদের সেই লুণ্ঠিত জাহাজখানার উপর আমাদিগকে দুই দিনের উপযোগী খাদ্য দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এতগুলি বন্দীকে খাওয়ান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। আর ফরাসী দস্যু-জাহাজের অনেক লোকও দুই দুইবার লড়াই করিতে যাইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া—ভিন্ন পথে তাহাদের জাহাজ চালাইয়া দিল। আমরা আমাদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম।

পাঁচ

আমরা এইবার আমাদের শোচনীয় অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। প্রথম ভাবিয়াছিলাম, এইরূপ বন্ধনদশা হইতে যখন মুক্তি পাইলাম, তখন আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব। জাহাজ আপনার মনে চলিতে লাগিল,—কেননা আমরা দেখিলাম জাহাজে

পাল নাই, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নাই—জাহাজ চলিতে লাগিল। জাহাজে যে দুই দিনের খাদ্য ছিল, তাহাই আমরা প্রায় নয় দিন ভাগাভাগি করিয়া খাইলাম। এভাবে কয়দিন চলে? চৌদ্দ দিনের দিন রাত্রিতে আমাদের দলের পাঁচজনের মৃত্যু হইল। আমাদের কাহারও এমন শক্তি ছিল না যে, এই সব মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দেই।

জাহাজ আপনার মনে চলিতেছে, মৃতদেহের দুর্গন্ধ, জলের অভাব, খাদ্যের অভাব এইরূপ ভাবে মানুষ কি বাঁচিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ কয়দিনের মধ্যে সমুদ্রের বুকে আর একখানা জাহাজও দেখিতে পাইলাম না। আমরা যে কয়জন বাঁচিয়াছিলাম, সকলেই যখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি, এইরূপ সময় দেখিতে পাইলাম—সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম দিকে একখানা জাহাজের পাল দেখা যাইতেছে। আমরা আমাদের জাহাজের কাপড় জামা জড় করিয়া জাহাজের মাস্তুলের ধারে বাঁধিয়া রাখিলাম, যদি দূরের ঐ জাহাজের লোকের নজর পড়ে।—বেলা যাইতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেখিতে পাইলাম যে, ঐ জাহাজখানা আমাদের অনেক কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, মাত্র তিন মাইল দূরে হইবে।

আমাদের জাহাজের মিস্ত্রী (সূত্রধর) লোকটি এত বিপদে পড়িয়াও ধৈর্য্য হারায় নাই। সে তাড়াতাড়ি একটি বন্দুক ছুড়িল, বন্দুকের শব্দ করিবার আধ ঘণ্টা পরে সে জাহাজখানি গতি ফিরাইয়া আমাদের কাছাকাছি আসিল এবং আমাদিগকে সে জাহাজে তুলিয়া লইল। জাহাজখানা ছিল পর্ত্তুগীজদের। আমরা মাত্র সাতজন লোক জীবিত অবস্থায় পর্ত্তুগীজদের জাহাজে উঠিলাম। এই জাহাজখানা সেণ্ট সালভাডোরের দিকে যাইতেছিল। আমরা কাপ্তেনকে

কহিলাম—"দেখুন, আমরা আপনার জাহাজে অলসের মত বসিয়া যাইতে চাই না, আপনি আমাদিগকে জাহাজের কাজে লাগাইয়া দিন।" কাপ্তেন তাহাই করিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার জাহাজে কাজ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিলাম। তিনিও আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। তাঁহার জাহাজের কয়েকজন নাবিক জ্বরে মারা যাওয়ায়, আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার কাজের সুবিধাই হইল।

আমরা নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিলাম। কয়েকদিন পরে কাপ্তেন আমাদিগকে অন্য কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিকের সহিত পারে পাঠাইয়া দিলেন। আমি পর্তুগীজ ভাষা জানিতাম না, কাজেই কেন পারে যাইতেছি, কি কাজের জন্য যাইতেছি, সে বিষয়ে কোন-রূপ অভিজ্ঞতা আমার একেবারেই ছিল না। আমরা পারে পৌঁছিবার পর অনেকখানি পথ হাঁটিয়া চলিলাম এবং এক স্থানে যাইয়া বন্দী হইলাম। সেখান হইতে আমাদিগকে আদোলা নামক স্থানে লইয়া চলিল।

কেনই বা তীরে আসিলাম, কেনই বা এই ভাবে বন্দী হইলাম তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমাদের প্রহরী একদিন বলিল যে, আমাদের আরও অনেক দূরে যাইতে হইবে। তারপর আমাদের দু'জন দু'জন করিয়া সারবন্দী করিয়া একজন প্রহরীর তত্ত্বাবধানে কোথায় কোন্ দেশে লইয়া চলিল জানি না। আমরা যাইবার পথে একটা বড় নদী পার হইলাম। বড় নদীর অপর তীরে একটা পুরাণো দুর্গ। দুর্গটির অবস্থা শোচনীয়। শুনিলাম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। প্রহরীর আদেশে আমরা সেখানকার ইট, পাথর, বালি, চূণ এই সব সরাইতে লাগিলাম। এই

কাজ আমাদের প্রায় পাঁচ মাস কাল করিতে হইয়াছিল। এ সময়ে আমরা নামে মাত্র খাবার খাইতাম।

পূর্ব্বে যে অন্ধকূপে বন্দী অবস্থায় ছিলাম, তাহার তুলনায় এ স্থান স্বর্গ বলিয়া মনে হইতেছিল। খোলা জায়গায় প্রচুর আলো ও বাতাস। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকলে মিলিয়া মিশিয়া গল্পসল্প করিয়া বেশ কাটাইতেছিলাম। প্রায় তিন শত লোক এখানে কাজ করিত। কে কোন্ দেশের লোক তাহা বোঝা ছিল বড় কঠিন কথা।

এই ভাবে আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমাদের প্রহরী এখন আর আমাদের সম্বন্ধে ততটা সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না। আমার সহিত এদেশীয় একজন লোকের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এ লোকটি ছিল অন্য রাজ্যের, সেও আমাদের মত একজন অসহায় বন্দী ছিল। আমরা দুইজনে কোনরূপে পরস্পরে বাক্য বিনিময় করিতাম। একদিন সে বলিল—"ভাই, অনেকদিন যাবৎ বাড়ী ঘরের কোনও খবর রাখি না, ইচ্ছা করে আপনার আত্মীয়স্বজন স্ত্রীপুত্র পরিবারের সহিত একবার দেখা করিয়া আসি। সে আজ সাত বৎসরের উপর আমাদের দেশের রাজার পক্ষ লইয়া এই রাজ্যের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া আজ আমি বন্দী ও অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছি। এখন ত ভাই আমাদের এখানকার কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমাদের দিকে এখন আর তেমন কড়া নজরও নাই। কিন্তু ভাই এরা একাজ শেষ হইলেই আবার আমাদিগকে আর এক কাজে লাগাইয়া দিবে। সারাজীবন ক্রীতদাস হওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করাই কি কর্ত্তব্য নহে?"

তাহার এ কথা আমার ভালই মনে হইল। তারপর সে বলিল,

এ দেশের নানাস্থানে সে বেড়াইয়াছে কাজেই এখানকার পথ-ঘাটের সহিত তাহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সেদিন কাজ শেষ হইলে পর আমরা অন্যান্য দিনের মত হাজিরা দিতে গেলাম। আমরা একদিনও হাজিরা দিতে কসুর করি নাই, কাজেই শেষটায় আমাদের দিকে আর কোনও নজর করা হইত না। এমন কি অনেকদিন আমাদের নামই ডাকা হইত না।

এইরূপ নানাদিক দিয়া নিরাপদ মনে করিয়া একদিন রাত্রিকালে আমি ও আমার ঐদেশী বন্ধু ঐ অজানা দেশ হইতে পলায়ন করিলাম। আমরা অতি দ্রুত চলিতে লাগিলাম এবং এমন ভাবে চলিতে লাগিলাম যে, রাত্রির মধ্যেই এমন এক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া পৌঁছিতে পারি, কেহই যেন সে পথ ধরিয়া শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে না পারে।

ছয়

আমার বন্ধুর নাম গ্লেন্ লেপ্‌জি। গ্লেন্ লেপ্‌জি ও আমি চলিতে লাগিলাম। অন্ধকার রাত্রি। আমার বন্ধু যেমন দ্রুতপদে চলিতেছিল আমি তেমন দ্রুতপদে চলিতে পারিতেছিলাম না। তাহার এ অঞ্চলের পথঘাট সমুদয়ই চেনা, আমার ত তাহা নয়। আকাশে মিট্ মিট্ করিয়া তারা জ্বলিতেছিল। কতকদূর পর্য্যন্ত পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, কিন্তু যেমন অগ্রসর হইতেছিলাম, তেমনি ভয় ভীতি হ্রাস পাইতেছিল। মুক্তির আনন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। সে আনন্দে, সেই বন্ধুর অজানা পথে চলিতে প্রাণে এতটুকু নিরাশার সঞ্চার হয় নাই। প্রথম দুইদিন দিনরাত্রি চলিতে কোনও ক্লেশ হয় নাই।

প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক প্রভাব জীবজন্তুর সকলের উপরই বিস্তার করিয়া থাকে। আমরাও বিশ্রাম ও খাদ্য এই দুইটির জন্য অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কি দুর্গম পথ! এ পথে না চলিলে না দেখিলে শুধু কল্পনার দ্বারা এ পথের দুর্গমতা বোঝান যাইতে পারে না। চারিদিকে বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী। গাছপালা একটিও নাই। শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি মাথা তুলিয়া আছে। পথে আমাদের জলের জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে একটি পাহাড়িয়া নদীর ধারে আসিলাম। নদীর নির্ম্মল জল পান করিয়া প্রাণে নববল লাভ করিলাম। আবার চলিতে লাগিলাম। আসিবার সময় যে সামান্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম তাহা এ দুইদিনে ফুরাইয়া গিয়াছিল।

আট দিনের দিন প্রত্যুষে আমার সঙ্গী গ্লেন্ লেপ্‌জি বলিল,—"ভাই আমরা কঙ্গো দেশের কাছাকাছি আসিয়াছি। এখনো আদোলা দেশের সীমা পার হই নাই, এখান হইতে অল্প দূরে একটি গ্রাম আছে, যদি সে গ্রামটি নিরাপদে পার হইতে পারি তাহা হইলে আমাদের আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। গ্রাম হইতে আমরা খাদ্য সংগ্রহও করিয়া লইতে পারিব।" আমি বলিলাম,—"আমি ত ভাই অজানা দেশের যাত্রী, আমি কিছুই জানি না, তুমি আমাকে যে পথে চালাইবে সেই পথেই যাইব।"

গ্লেন্ লেপ্‌জি কহিল,—তোমার সঙ্গে কি ছুরি আছে? আমি কহিলাম,—হ্যাঁ।

সে আমার নিকট হইতে ছুরি লইয়া পথের পাশের ঝোপঝাড় হইতে একটি গাছের ডাল কাটিয়া দুইখানি বেশ ভাল লাঠি প্রস্তুত

করিয়া লইল। তারপর কহিল--তুমি ভয় করিও না। আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।

আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। প্রায় এক ক্রোশ পথ যাইয়া আমরা একটি গ্রামের সীমানায় পৌঁছিলাম। গ্রামটি ছোট। গ্রামপ্রান্তে—একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর। আফ্রিকা দেশের কঙ্গো অঞ্চলের কুটির যেমন হয় এও সেই রকমের। আমার সঙ্গী কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র একজন বৃদ্ধ পলাইতে চেষ্টা করিল। সে যেমন পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, গ্লেন্ লেপ্‌জি অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং ঘরের ভিতরকার এক কোণে যে সব দড়িদড়া পড়িয়াছিল তাহা দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। এই লোকটা হাউ হাউ করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিবামাত্র আমার সঙ্গী বলিল—"সাবধান! যদি একটা কথাও বলিস্ তাহা হইলে, এই ছুরি দেখিতেছিস? এই ছুরি দিয়া তোর গলা কাটিয়া ফেলিব।" আমার সঙ্গী বুদ্ধিমান বলিয়াই এই কাজ করিয়াছিল। যদি সে এইভাবে এই লোকটার হাত-পা বাঁধিয়া ভয় না দেখাইত, তাহা হইলে সে গ্রামের লোক ডাকিয়া আনিয়া একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। আমরা ত কারোও অনিষ্ট করিতে আসি নাই, আমরা আসিয়াছি শুধু আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিবার জন্য। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ দেখিতে পাইলাম যে, ঘরের এক কোণে একটা ছাগলের ঠ্যাং ঝুলান রহিয়াছে। এ সময়ে সেই ঘরে একজন স্ত্রীলোক আসিল। স্ত্রীলোকটির বয়স পঁচিশের কাছাকাছি—তাহার সঙ্গে ছোট ছোট দুইটি শিশু সন্তান ছিল। সে যেমন ঘরে ঢুকিল আমার সঙ্গী অমনি তাহাকেও বৃদ্ধের ন্যায় হাত-পা বাঁধিয়া বৃদ্ধের পাশে

শোয়াইয়া রাখিল। শিশু সন্তান দুইটিকে বাঁধিবার কোন আবশ্যক মনে করিলাম না। স্ত্রীলোক বলিল—এই বৃদ্ধটি তাহার পিতা। তাহার স্বামী কাল রাত্রিতে এই ছাগলটাকে কাটিয়া কতক নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকীটা তাহার ভগ্নীর জন্য ভগ্নীর বাড়ীতে আজ অতি ভোরে লইয়া গিয়াছে।

আমার সঙ্গীর কথায় সে বলিল যে, তাহাদের ঘরে গম ইত্যাদি কিছুই নাই, মাটির একটা পাত্র আছে, জ্বালানি কাঠ আছে, ইচ্ছা করিলে আমরা কিছু মাংস রান্না করিয়া খাইতে পারি।

আমরা কিন্তু বুদ্ধিমানের মত কাজ করিলাম। ওখানে থাকিয়া রান্নাবান্না করিয়া খাওয়াদাওয়া করিতে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হইবে, কাজেই সেদিকে কোনও খেয়াল না করিয়া মাটির হাঁড়ি এবং ছাগলের ঐ ঠ্যাং ও খুঁজিয়া পাতিয়া ঘরের কোণের একটা জায়গার মধ্য হইতে যে ময়দা পাইলাম, তাহা আমাদের থলির মধ্যে পুরিয়া লইয়া আমরা আবার চলিলাম।

আমরা গ্রামখানি ছাড়িয়া অতি দ্রুত চলিতে লাগিলাম। সারাদিন চলিতে লাগিলাম—ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম সম্মুখে এক গভীর বন। বনের পাশ দিয়া চাহিয়া দেখিলাম নিম্নে বিস্তৃত সমতল ভূমি। এই বনভূমি উত্তীর্ণ হইলেই আমরা সমতল ভূমিতে পড়িব। সমতল ভূমি সবুজ ঘাসে ভরা—পশুদের গোচারণ ভূমি। জ্যোৎস্না রাত্রিতে বেশ ধীরে ধীরে প্রফুল্ল মনে চলিতে লাগিলাম। মনে অনেকটা শান্তি এই জন্য যে, সঙ্গে সংগৃহীত খাদ্য আছে।

বন পার হইয়া সমতল ভূমিতে আসিলাম। সমতল ভূমির

পাশে কয়েকটি বড় বড় গাছের ছায়ায় আমরা ঐ বৃদ্ধের কুটির হইতে যে মাতুরখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, সেখানা বিছাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। সম্মুখেই বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছিল। আমরা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইলাম, তারপর মাংস রাঁধিলাম এবং রুটি প্রস্তুত করিলাম। এ কয় মাসের মধ্যে আমরা এমন সুখাদ্য কখনও খাই নাই। পরম আনন্দের সহিত খাওয়া দাওয়ার পর আমরা গাছের তলায় মুক্ত আকাশের নীচে শুইয়া একঘুমে রাত কাটাইয়া দিলাম।

পথের যাত্রী আমরা আবার পরদিন প্রত্যূষে আমাদের জিনিষ-পত্র গুছাইয়া পথ ধরিলাম। দুপুরবেলা আমরা একটা বেশ বড় নদীর পারে আসিয়া পৌঁছিলাম। নদীতে বেশ জল আছে, এই নদী দেখিয়া আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। গ্লেন্ লেপ্‌জি বলিল—আমাদের এই নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে হইবে। ঐ নদীর পারেই তাহার বাড়ী। আমি বলিলাম—আমি কি করিয়া সাঁতরাইয়া পার হইব, আমি ত সাঁতার জানি না। গ্লেন্ লেপ্‌জি হাসিয়া কহিল—সে ভয় তোমার নাই, আমি তোমাকে নদী পার করিয়া দিব। জল সব জায়গায়ই ত আর গভীর নহে। অনেকটা জায়গা হাঁটিয়াই পার হইতে পারিবে। তাহার কথায় একটি গাছ হইতে দু'খানা শক্ত ডাল কাটিয়া লইয়া দুইজনে বেশ লম্বা বড় বড় লাঠি করিয়া লইলাম। দুইজনে ঐ দু'খানা শক্ত ও লম্বা লাঠি হাতে করিয়া জলে নামিলাম। নদীর পাড়ে অনেক বড় বড় গাছ পড়িয়াছিল। পাড় ধসিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। নদীর বুকে কতকদূর জল, পরে আবার বালির চর,

আবার জল, এইভাবে প্রায় এক মাইল প্রশস্ত নদী পার হইয়া চলিলাম।

অনেকটা দূর পর্য্যন্ত মাত্র হাঁটু জল ছিল। যখন পারের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় মনে হইল যেন একটা কাঠের উপর আমার পা পড়িয়াছে। কিন্তু একি কাঠটা নড়ে কেন? আমি পা বাড়াইতেছি, কাঠটাও নড়িতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিলেন, তাড়াতাড়ি পারে লাফাইয়া পড়। আমি পলক মধ্যে পারে লাফাইয়া পড়িলাম। গ্লেন্ লেপ্‌জি আমার পূর্ব্বেই তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আমি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমাকে বলিল—নিশ্চয়ই তুমি কুমীরের উপর পা দিয়াছিলে। সত্যিই তাই, আমি দেখিলাম এই সময়ে ভীষণ শব্দে জল আলোড়িত করিয়া একটা প্রকাণ্ড কুমীর বালির চরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

আমার গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। আমি জীবনে কখনও কুমীর দেখি নাই। কি কুৎসিত ও ভীষণাকার প্রাণী। এমন দেশেও মানুষ আসে। আমি তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিলাম।

আমার বন্ধু বলিলেন—ঐ দেখ, কুমীরটা আবার আমাদের দিকেই আসিতেছে। কোন ভয় করিও না, আমি এ কুমীরটাকে বাঁধিয়া ফেলিব। দেখনা মজা!

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। সে এ কি কথা বলিতেছে! এমন সময় কুমীরটা অতিদ্রুত আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। আমাকে আবার বন্ধু বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি যাইয়া ঐ উঁচু পাড়ের পাশে যে গাছটা আছে সেখানে দাঁড়াও। আমি বাছাধনকে

আচ্ছা রকমে জব্দ করিতেছি। এই বলিয়া সে কুমীরের দিকে দড়ি ও লাঠি দু'খানা লইয়া চলিল। কুমীরটা দুই পা দিয়া বালি ছড়াইতে ছড়াইতে যেমন কাছে আসিতে লাগিল—আমার বন্ধু অমনি তাহার মুখের দিকে লাঠিটা ছুড়িয়া দিল। কুমীর খুব জোরে লাঠিটাকে কামড়াইয়া ধরিল। আর সে তাড়াতাড়ি দড়িটা ছুড়িয়া ফেলিয়া কুমীরের গলায় ফাঁস আটকাইয়া দিল, ফাঁস আটকাইয়া সে কুমীরের গলা ধরিয়া এত জোরে টানিতে লাগিল যে, বেচারা কুমীর প্রাণের দায়ে হাঁস-ফাঁস করিতে লাগিল। আমার বন্ধু বলিল—"পিটার, তুমি তোমার ছুরিটা লইয়া আইস।" আমি এত বড় একটা ভীষণ জন্তুর কাছে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু বন্ধুর কথায় নিঃশঙ্কচিত্তে নিকটে গেলাম। সে আমার নিকট হইতে ছুরিখানা লইয়া সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে কুমীরের চক্ষু দুইটাতে বিদ্ধ করিয়া দিল। কুমীরটার হাত পা বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া ওখানে রাখিয়া দিলাম। তারপর আমরা আবার পথ ধরিলাম। অনেকদিন যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় নদী অগভীর ছিল বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের কৃপায় সহজে ও একপ্রকার নিরাপদে নদী পার হইতে পারিয়াছিলাম।

নদী পার হইয়া প্রায় তিন মাইল দূরে আমরা একটা নিরিবিলি ছায়াশীতল স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে বনভূমি। জনমানবের কোনও বসতি আছে কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু এ স্থানে কয়েকটি বেশ বড় গাছ। গাছের তলাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়। নদীর একটি ছোট শাখাও পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কাজেই জলের অভাবও ছিল না, আমরা এ কয়দিন অনাহারে থাকিয়া

সঞ্চয়ী হইতে শিখিয়াছিলাম। তখনও আমাদের কাছে ছাগলের আর একটা ঠ্যাং ছিল, আর গ্লেন্ লেপ্‌জি নদী হইতে একটা বড় মাছও শিকার করিয়াছিল। আমরা গাছের ডালে মাংস ও মাছ ঝুলাইয়া রাখিলাম। তারপর শুইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। এখানে দিনের বেলা যেমন গ্রীষ্ম অনুভূত হয় রাত্রিতে আবার তেমনি ঠাণ্ডা থাকে। আমরা কেবল শুইয়া পড়িয়াছি এমন সময় পাশের ঝোপ হইতে একটা বিকট গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। ক্রমেই যেন শব্দটা কাছে শুনিতে পাইলাম। গ্লেন্ লেপ্‌জি তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়া গেল এবং বলিল—পিটার, তাড়াতাড়ি উঠ, আগুন জ্বালাও, ঐ দেখ একটা সিংহী তার তিনটা বাচ্চা লইয়া এদিকে আসিতেছে। বোধ হয় সিংহীটা মাংসের গন্ধ পাইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিলাম। আমার সঙ্গী দুইটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া সিংহীর দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র সিংহীটা ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। আঃ বাঁচিলাম।

গ্লেন্ লেপ্‌জি কহিল—ভাই পিটার, ভেবেছিলাম যে এখানেই রাতটা কাটাইয়া দিব, কিন্তু এস্থান নিরাপদ নয়, কাছেই সিংহের বাসা আছে। যদি দল বাঁধিয়া সিংহ আসে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কাজেই আমরা আরও তিন মাইল দূরে যাইয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া লইয়া আরামে নিদ্রা গেলাম।

আমি আমার শিক্ষক মহাশয়ের বাড়ী হইতে ব্রিষ্টল যাইবার পথে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছি। প্রার্থনার ভিতর যে বি শক্তি আছে তাহা অনুভব করিয়াছি এবং ঈশ্বরের কৃপায়ই যে নান অযাচিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছি তাহাও বুঝিয়াছি কিন্তু হায়রে মানুষের মন, এখন একদিনের জন্যও ঈশ্বরে

নিকট প্রার্থনা জানাই নাই। আজ মনে মনে ভাবিলাম, কুমীরের হাত হইতে কে আমাকে বাঁচাইলেন? সিংহীর আক্রমণ হইতে কে আমাকে রক্ষা করিলেন? আজ আমি প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া আমার প্রাণে শান্তি আসিল। আমি নির্ভীক ভাবে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেলাম।

পরে আর যে দুই একটি সামান্য বিপদ হইয়াছে, সে কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। একটা পাথরের গায়ে হুঁচোট খাইয়া বেচারা গ্লেন্ লেপ্‌জির পা কাটিয়া গিয়াছিল। সেজন্য তাহার পায়ে একটি গভীর ক্ষত হইয়াছিল, এমন কি সে বাঁচিবে কিনা তাহাই সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় ঔষধ পাইব? বনের লতাপাতার রস দিয়া পাতা দিয়া পা'টি বাঁধিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসায়ই গ্লেন্ লেপ্‌জি আরোগ্য লাভ করিল। সে বাড়ী যাইয়া পৌঁছিবে সেই আনন্দে অতিকষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছিল।

অবশেষে আমরা কোয়ামি নামক গ্রামের কাছে পৌঁছিলাম। কোয়ামি নদীর নামে এই গ্রামটির নামও কোয়ামি হইয়াছে। এই ছোট গ্রামখানিতেই গ্লেন্ লেপ্‌জির বাড়ী। গ্লেন্ লেপ্‌জি বলিল, "ভাই, আমি বরাবর বাড়ী যাইব না। তুমি আমার বাড়ীতে যাও। যদি দেখ যে, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বাঁচিয়া আছে এবং আমার স্ত্রী এখনও আমাকে ভুলে নাই, তাহা হইলে আমি বাড়ী যাইব, নতুবা যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সেদিকে চলিয়া যাইব।" একথা বলিয়া সে গ্রামের অল্পদূরে একটি গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আমি তাহার নির্দ্দেশমত তাহার বাড়ী আসিলাম। বাড়ীখানি ছোট কিন্তু চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুটীরখানি খুব ছোট নয়। আমি সেই ঘরখানির দরজায় লাঠি দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কয়েকবার আঘাত করিবামাত্র, একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া দিল।

আমি তাহাকে তাহার দেশীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি গ্লেন্ লেপ্‌জি নামে কোন লোককে জান?" স্ত্রীলোকটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—হ্যাঁ!

সে কোথায় আছে জান?

সে বলিল—"গ্লেন্ লেপ্‌জি ছিলেন এ অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। রাজার হইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, যদি যুদ্ধে মারা না গিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া আছেন।"

আমি বলিলাম—"তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন এবং শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া আছেন। যদি তুমি কিছু টাকা আমার সঙ্গে দিতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে পারি।"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল—কহিল, কি বল, আমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন? তুমি কি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিতে পার? কিন্তু টাকা ত আমার কাছে একটিও নাই। আমার স্বামী চলিয়া যাইবার পর আমি অতি ক্লেশে আমার শিশুসন্তানদের লইয়া বাঁচিয়া আছি। তবে দেখ এক কথা—শুনিয়াছি আজকাল দাস ব্যবসা চলিতেছে। আমার এই পাঁচটি ছেলেকে বিক্রয় করিয়া টাকা

সংগ্রহ করিতে পারি, তুমি সেই টাকা লইয়া যাও এবং আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া আন।

আমি বন্দী হই নাই জুলিকা, এইরূপ বলিয়া গ্লেন্ লেপ্‌জি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার স্ত্রীর এইরূপ ভক্তি ও ভালবাসায় সে মুগ্ধ হইয়াছিল। সে বলিতে লাগিল—আমি বন্দী বা ক্রীতদাস হই নাই জুলিকা, তোমার ছেলেদের বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে মুক্ত করিতে হইবে না। দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে না থাকিয়া বাহিরে আসিলাম। কিছুকাল পরে—প্রায় আধ ঘণ্টা হইবে—আমার বন্ধু আমাকে ডাকিলে পর আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমার মনে অনেক কথাই জাগিতেছিল। আজ এই পরিবারের মিলনের মধ্যে কিসের জন্য এত আনন্দ? কেন এই আনন্দ? আমার বন্ধু ত ধনরত্ন লইয়া আসে নাই, আমার বন্ধু ত রাজ্য জয় করিয়া আসে নাই, সে অনাহারে শূন্য হস্তে জীর্ণ দেহে চলিয়া আসিয়াছে! তবু আজ এই পরিবারের ছেলেমেয়ে ও গৃহকর্ত্রীর কতই না আনন্দ। আর আমি? কে আমি? এখানে ত কেহ নাই, কেহ ত আমার আপনার জন নাই, এত ক্লেশ সহিয়া কেনই বা এখানে আসিলাম। আমাকে স্নেহ করিবার, আদর করিবার কেই বা আমার আছে। তবে কি দাসত্বের হাত হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়ই আমি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি? কে জানে কেন? আমি যখন এইরূপ ভাবে বিবিধ চিন্তা করিতেছিলাম, সে সময়ে বন্ধুর আহ্বানে তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

একে একে গ্লেন্ লেপ্‌জির ছেলেমেয়েরা আসিতে লাগিল। কেহ

ঘুমাইয়াছিল, কেহ জাগিয়াছিল। কেহ হাসিতে হাসিতে আসিল, কেহ একটু দূরে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল। একদিন দু'দিন নয়, সাত বৎসর পরে পিতার সহিত সন্তানের পরিচয় হইল। আমি ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী পরম সমাদরে আমাকে তাহাদের গৃহে গ্রহণ করিলেন।

সাত

দুই বৎসর হইল গ্লেন্ লেপ্জির বাড়ী আসিয়াছি। তাহারা স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই আমাকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ্ করিয়াছে। কোন ক্লেশ আমার নাই। খাই-দাই ঘুমাই। আমাদের কাজ ছিল শুধু জমি চাষ করা, ফসল লাগান অর্থাৎ পরিবারের খাদ্যোপযোগী খাদ্য শস্য সংগ্রহ করিয়া, বাকী উদ্বৃত্ত শস্য বাজারে বিক্রয় করিয়া আসা। আমরা মাঝে মাঝে নদীতে মাছ শিকার করিতে যাইতাম, সিংহ শিকার করিতে যাইতাম। সে দেশে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকে লোক সংগ্রহ করিয়া দাস বিক্রয়ের হাটে বিক্রয় করিয়া আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। গ্লেন্ লেপ্জি যদি তাহা করিত তাহা হইলে সে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিত কিন্তু তাহার স্বাধীন চিত্ত কোনরূপ অধীনতাকেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না, কাজেই সে আপনার জমাজমি চাষবাস করিয়া, শিকার করিয়া, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেশ আনন্দের সহিত দিন অতিবাহিত করিতেছিল।

আমার যদিও বেশ আরামেই দিন যাইতেছিল তবু আমার দেশের কথা মনে পড়িতেছিল। আমার দেশ ইংল্যাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া

আমার চক্ষে জল আসিত। দেশের কথা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছিল। সারাদিনের কাজ সারিয়া যখন রাত্রিতে বিশ্রাম করিতাম, তখন মনে পড়িত দেশের কথা। কিভাবে আমি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি, ইহাই এখন হইল আমার একমাত্র চিন্তা।

একদিন শুনিলাম যে, কোয়ামির কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে পর্ত্তুগীজদের একটি দুর্গ আছে, সেখানে কয়েকজন ইংরাজ নাবিক বন্দী অবস্থায় আছে। আমি এ সংবাদ পাইয়া সেখানে গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে, সেখানে দুইজন ওলন্দাজ, তিনজন আইরিস্ এবং পাঁচজন ইংরাজ নাবিক আছে। তাহারা যে বাণিজ্য-জাহাজের নাবিক ছিল, সেই জাহাজের নাবিক জাতিতে ওলন্দাজ হইলেও বেশ ইংরাজী বলিতে পারিত। পর্ত্তুগীজেরা ওলন্দাজ কাপ্তেনের এই জাহাজখানা কোনও ইংরাজ বণিকের জাহাজ মনে করিয়া, নাবিকেরা তীরে নামিবামাত্র সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

আমি প্রায়ই ইহাদের সহিত দেখা করিতে যাইতাম। এইরূপ যাওয়া আসার ফলে তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বন্দী অবস্থায় এই নাবিকদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন একজন নাবিক বলিল যে, তাহাদের দলের একজন নাবিক কাপ্তেনের সহিত পর্ত্তুগীজদের শাসনকর্ত্তার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিল কিন্তু পথে পীড়িত হইয়া পড়ায় সে ফিরিয়া আসিতেছে। এই নাবিক যুবক অতি সুন্দর ভাবে পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা বলিতে পারে, এজন্য তাহাকে কেহ কোন সন্দেহ করে না এবং পর্ত্তুগীজেরা তাহাকে পর্ত্তুগীজ বলিয়াই মনে করিতেছে।

আমি সেই নাবিকটির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। সে আসিলে গোপনে তাহার সহিত নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? এবং তোমাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি কি না? আমি তাহাকে আমার জীবনের এ কয়েক মাসের ঘটনার কথা বলিয়া বলিলাম যে, আমি একজন কর্ণিস্ অর্থাৎ কর্ণওয়াল অঞ্চলের অধিবাসী। এইবার সে চুপি চুপি সকলকে বলিতে লাগিল, তোমরা নিরাশ হইও না, আমরা শীঘ্রই বিপদ হইতে মুক্ত হইব। আমি অনেক দিন পর্ত্তুগীজ জাহাজে কাজ করিয়াছি এবং পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছি। আমি জানিতে পারিলাম যে, পর্ত্তুগীজ জাহাজ 'দেলক্রুজ' শীঘ্রই বন্দর ছাড়িয়া যাইবে। সেই জাহাজে তেমন বেশী মাল বোঝাই নাই। আমি জাহাজের কাপ্তেনের সহিত আলাপ করিয়াছি। যদি তোমরা মুক্তি পাইতে চাও তাহা হইলে পরশুদিন রাত্রিতে এ বন্দরে যাইয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইও, আমরা ঐ জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিব। আমার প্রাণে উৎসাহ জাগিয়া উঠিল।

বন্দী নাবিকগণ কিন্তু তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তাহারা বলিল যে, আমাদের পরিচয় পাইলে পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন না জানি আমাদের প্রতি কি দুর্ব্ব্যবহার করেন। সেদিনকার মত কথাবার্ত্তা সেখানেই শেষ হইল। সেই নাবিক সুস্থ হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি কোয়ামিতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে বলিলাম যে, এই সুযোগ কোনমতেই আমাদের পক্ষে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি বলিলাম, আমরা একদেশের লোক, প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিপদে আপদে সাহায্য করিব। আমার কথায় তাহাদের মনের

মধ্যে যে একটু আতঙ্ক ছিল, যে একটু নিরাশার ভাব ছিল, তাহাও দূর হইল। আমরা পলায়নের সেই শুভ রজনীর প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নাবিকেরা পর্ত্তুগীজদের যে দুর্গে বন্দী ছিল, এই দুর্গটি অনেক দিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। নদীর অন্য পারে পর্ত্তুগীজেরা আর একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দুর্গের চারিদিকে পুরু প্রাচীর। বন্দীদিগকে প্রতিদিন একটি কক্ষে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাতে তালাবন্দী করিয়া রাখিত এবং দুইজন প্রহরী রাত্রিতে পাহারা দিত। বাহিরের লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে কোনদিন প্রহরীরা কোনও বাধা দিত না। এমন কি শাসনকর্ত্তারও সেদিকে কড়া হুকুম ছিল না। এজন্যই আমি নিরাপদে সদাসর্ব্বদা বন্দীশালায় যাইয়া বন্দীদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম।

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি আসিল। সেদিন দুপুর রাত্রিতে একজন বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল—আগুন লাগিয়াছে এবং তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। দুইজন প্রহরীর মধ্যে একজন ঘুমাইয়াছিল, আর একজন জাগিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বন্দীদের দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হইয়াছে? সেই বন্দী কহিল—জল আন, জল আন, আমার শরীর পুড়িয়া যাইতেছে।

এই প্রহরী কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তাড়াতাড়ি একটি বালতিতে জল ভরিয়া দরজার তালা খুলিয়া যেমন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, অমনি সব বন্দীরা জোর করিয়া তাহার হাত হইতে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল এবং অতি দ্রুত তাহার হাত দু'খানি পেছনের দিকে নিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার মুখ বাঁধিল, তাহার

পা বাঁধিল এবং তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দুর্গের পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বন্দরের দিকে গেল। আমি অনেকটা দূরে পথে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। এইবার সকলে মিলিত হইলাম এবং নিরাপদে জাহাজে উঠিলাম।

আমাদের সেই বন্ধু নাবিকটি তাহার সঙ্গে কৌশলে কিছু উগ্র মদ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি সেই মদ জাহাজের যে ক'জন খালাসী ছিল তাহাদিগকে খাইতে দিলেন, তাহারা মদ খাইয়া একরূপ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। আমরা জাহাজ হইতে দু'খানা নৌকা নামাইয়া লইয়া চুপি চুপি জাহাজের নঙ্গর তুলিলাম এবং ধীরে ধীরে জাহাজখানাকে চালনা করিতে করিতে বাহির সমুদ্রে লইয়া আসিলাম। জাহাজের কাপ্তান রাত্রিকালে তীরে থাকিতেন, কাজেই এদিকের কোন সংবাদ তিনি জানিতে পারিলেন না। আমরা এইবার জাহাজের খালাসীদিগকে নৌকার উপর লইয়া যাইয়া সেই নৌকাগুলি বন্দরের দিকের জলস্রোতে ভাসাইয়া দিলাম। তাহারা এইরূপ মত্ত অবস্থায় ছিল যে, কি যে হইল, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিল না।

আমাদের জাহাজ অনুকূল পবনে দূর সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া চলিল। তীরের চিহ্নও আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে দূর হইল।

আমরা দূরে অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে আসিয়া যখন আপনা-দিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলাম, তখন পরামর্শ করিতে লাগিলাম আমরা কোথায় যাইব। জাহাজের মধ্যে অনেক মূল্যবান পণ্যদ্রব্যাদি ছিল। কতক পর্তুগাল হইতে জাহাজ বোঝাই করা

হইয়াছে, কতক অন্যান্য দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিল—চল ভাই আমরা ভারতবর্ষের দিকে যাই। ভারতবর্ষে গেলে সেখান হইতে কোন না কোন ইংরাজের বাণিজ্য-জাহাজ ধরিয়া দেশে ফিরিতে পারিব। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে মত দিলেন না। অনেকে বলিলেন, চল আমরা বরাবর ইংলণ্ডে যাই। আমি বলিলাম, অতশত কল্পনা জল্পনা করিয়া কাজ নাই, আমরা যদি বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যাই তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিব।

আমার এই প্রস্তাবে সকলেই রাজী হইলেন। আমরা দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়া জাহাজে পাল তুলিয়া দিলাম। এইবার আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সকলের আগে জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে কি খাদ্য আছে তাহার সন্ধান করিতে গেলাম। দেখিলাম, জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে প্রচুর পরিমাণ ময়দা, মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য আছে। শুধু জল ও কাঠের অভাব। এজন্য আমরা একটু চিন্তিত হইলাম। এদিকে আমাদের মধ্যে আমরা একজনও পাকা নাবিক ছিলাম না। কাজেই অদৃষ্টের উপর এবং অনুকূল বায়ুর উপর নির্ভর করিয়াই আমরা চলিতেছিলাম, আমরা এখন সকলেই কাপ্তেন সাহেব! আমাদের একমাত্র প্রার্থনা ছিল, যেন আমরা আফ্রিকার তীরদেশে আবার না যাইয়া পড়ি।

আমরা কখনও পূর্ব্বদিকে কখনও পশ্চিমদিকে চলিয়া প্রায় নয় দিন কাটিয়া গেলে পর অতি দূরে মেঘের মত একটা নীলবর্ণ জিনিষ দেখিতে পাইলাম। আমাদের মনে হইল উহা নিশ্চয়ই স্থল হইবে। আমরা এইবার ঐ দিক লক্ষ্য করিয়াই জাহাজ চালাইতে লাগিলাম।

ক্রমে কাছে যাইতে যাইতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের অনুমান সত্য। এইভাবে আমরা একটি অজানা দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই দ্বীপের নাম কি? এই দ্বীপে কোন লোক আছে কিনা কিছুই জানিতাম না। আমরা দ্বীপের প্রায় দুই মাইল দূরে নোঙর করিলাম। জাহাজের উপর হইতে দ্বীপের উপর কোনও জনপ্রাণী আছে কিনা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা একখানা নৌকা করিয়া কয়েকজন সাহসী নাবিককে দ্বীপ হইতে জ্বালানী কাঠ ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। রাত্রিকালে দুইজন নাবিক জালা ভরিয়া মিষ্ট জল ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। তাহারা পারে চারিজন নাবিককে কাঠ কাটিয়া আনিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিল। পরের দিন আবার কয়েকজন নাবিক পারে কাঠ কাটিতে গেল। এই ভাবে তিন চারদিন পর্য্যন্ত জাহাজে ও পারে লোকজন যাতায়াত করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিনের দিন কেবল মাত্র আমাকে এবং জন্ এডামস্ নামক একজন নাবিককে জাহাজে রাখিয়া অন্যান্য সকলেই তীরে চলিয়া গেল।

নৌকা দু'খানা তীরে যাইয়া মাত্র পৌঁছিয়াছে—তখন পর্য্যন্তও আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, জোরে ঝড় বহিতে লাগিল। সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিতে লাগিল। হঠাৎ জাহাজের নোঙর ছিঁড়িয়া গেল এবং সেই প্রবল বাতাস ও ঝড়ের মধ্যে আমাদের জাহাজ বেগে ছুটিয়া চলিল, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার গতিবেগ রোধ করিতে পারিলাম না। এই ঝড় ক্রমান্বয়ে এক

পক্ষকাল চলিয়াছিল। আমরা দুইজনে জাহাজের হাল ধরিয়া জাহাজের গতিপথেই তাহাকে চালাইতেছিলাম, পাছে কোন বিপদ না ঘটে ইহাই ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তা। ক্রমে ক্রমে ঝড় থামিল, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। জানি না আমরা পৃথিবীর কোন্ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ঝড়ের সময় জাহাজ যেমন বেগে চলিয়াছিল শান্ত স্থির সমুদ্র জলেও জাহাজ তেমনি বেগে ছুটিয়া চলিল, আমরা মনে করিলাম ঝড়ের সেই গতিবেগ এখনও হ্রাস পায় নাই। সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা জাগিয়াছিল যে, আমরা ঐ অজানা দ্বীপে যে বন্ধুদিগকে ফেলিয়া আসিলাম, বোধ হয় এ জীবনে আর তাহাদের সহিত দেখা হইবে না।

আমাদের জাহাজ পূর্ব্বাপেক্ষাও অতি দ্রুত চলিতে লাগিল। এডামস্ বলিল, ঐ দেখ দূরে কি একটা কালো চিহ্ন দেখা যাইতেছে, বোধ হয় কোন দ্বীপ হইবে, তাহাদের কথায় আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু জাহাজ আরও দ্রুত ছুটিয়া চলিল, এইবার আমরা অদূরে একটা কালো পাহাড়ের চূড়া দেখিতে পাইলাম। এসময়ে জাহাজ ঐ পাহাড়ের দিকে এত বেগে ধাবিত হইতেছিল যে, আমরা ভাবিতেছিলাম জাহাজ উহার গায়ে লাগিয়া একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

এডামস্ বলিল যে আমি জাহাজের আগার দিকে থাকিব, জাহাজ যেমন পাহাড়ের গায়ে যাইয়া ঠেকিবে অমনি পাহাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িব। আমি দেখিলাম যে, জাহাজ যেরূপ দ্রুত ঐ কালো পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই উহার গায়ে লাগিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমি এডামসের নিকট

হইতে বিদায় লইয়া এবং নীচে জাহাজের খোপের ভিতর যাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। আমি নীচে আসিবার কিছুকাল পরেই খুব জোরে একটা ধাক্কা খাইলাম। মনে হইল যেন সারাটা পাহাড় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আসিয়া জাহাজের উপর পড়িয়াছে।

এই ভাবে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমি ভাবিতেছিলাম জাহাজের তলা দিয়া জল উঠিয়া এখনি জাহাজ ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু জাহাজের গতিও অনুভব করিলাম না কিংবা জল উঠিয়া ডুবিবার মত অবস্থাও আর দেখিলাম না। আমি সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া জাহাজের উপর উঠিলাম। এ কি—জাহাজের মাস্তুল কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। পাটাতনের উপরকার সব জিনিষপত্র ওলোট-পালট হইয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আমি এডামসের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনও সাড়া পাইলাম না।

আট

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। জাহাজের পাটাতনের উপর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সম্মুখে প্রকাণ্ড কালো পাহাড় সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এমন হইল? জাহাজটা সম্পূর্ণ ভাবে পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে।

আমার এখন মনে হইল এডামস্ মরিয়া বাঁচিয়াছে অর্থাৎ তাহাকে আর এই বিপদের দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না। কি করিব? কিছুই

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অনেক দিন পরে আবার পরম পিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমি বলিতে লাগিলাম —হে দয়াল ভগবান, দরিদ্র ও অসহায় পিটারকে তুমি নানা বিপদের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছ, আজ আবার এই কি বিপদে ফেলিলে প্রভু! আমি তোমার নিকট নানা অপরাধে অপরাধী, সে জন্যই কি তুমি আমাকে এত শাস্তি দিতেছ? আমাকে তুমি সমুদয় অন্যায়ের হাত হইতে মুক্ত কর, বিপদ হইতে উদ্ধার কর আর আমাকে অন্তরে সাহস দাও। এই ভাবে প্রার্থনা করিবার পর আমার প্রাণে শান্তি আসিল। আমি হৃদয়ে বল পাইলাম, আমি এইবার জাহাজের এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এখন এই জাহাজের মালিক বল, কাপ্তেন বল সবই আমি। কেন জাহাজখানা এই পাহাড়ের গায়ে অটুট ভাবে আঁটিয়া গেল, এইবার তাহার কারণ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া জাহাজের খোলের ভিতরটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। জাহাজ আমাদের অধিকারে আসিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত আর কোথায় কি আছে তাহার কোনও খোঁজ খবর করি নাই।

জাহাজের খোলের ভিতর অনেকগুলি লৌহদণ্ড দেখিলাম। সেগুলি সব এক সঙ্গে জড় হইয়া আছে এবং পাহাড়ের মুখো হইয়া রহিয়াছে, আর একটা লৌহদণ্ড এক পাশে পড়িয়াছিল, তাহার অগ্রভাগও পাহাড়ের দিকে ছিল, এইটা হাতে করিবামাত্র আমার হাত হইতে বেগে ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে যাইয়া আটকাইয়া গেল। কিন্তু আমার শরীরে কোনরূপ আঘাত বা বেদনা লাগিল না। আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি পাটাতনের উপরে চলিয়া আসিলাম।

ভয়ে ও আতঙ্কে আমার মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল, এ রকম কেন হইল? নিশ্চয়ই কোন অশরীরী প্রেতের কাজ!

এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমি এই এক সপ্তাহ-কাল সময়ের মধ্যে নিজের গায়ের কাপড় জামা পর্য্যন্ত বদলাই নাই। আমার জুতা একেবারেই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহা পায়ে দিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজের একটি কক্ষে কয়েক জোড়া নূতন জুতা পড়িয়াছিল। লোহার বক্‌লস্ আঁটা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া যেমন আমি হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছি, অমনি অতি বেগে সেই জুতার উপরের লৌহ বক্‌লস্ তীরের মত ছুটিয়া যাইয়া পাহাড়ের গায়ে আবদ্ধ হইল। এই ভাবে আমি জাহাজের ছোট-খাট অনেক জিনিষ লইয়া পরীক্ষা করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে, প্রত্যেকটি লোহার জিনিষই ঐ ভাবে ছুটিয়া পাহাড়ের গায়ে আটকাইয়া থাকে। এইবার আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা ভূত প্রেতের কাজ নহে, ইহা প্রকৃতির খেয়াল এবং এই পাহাড়টি চুম্বক পাথরের পাহাড়।

আমি ভাবিলাম পাহাড়ের উপরে উঠিলে হয় না? কিন্তু আমাদের জাহাজ পাহাড়ের যে স্থানে আট্‌কাইয়া গিয়াছে সে স্থানে পাহাড়ের গা এত উঁচু ও খাড়া যে, উঠিবার কোনই উপায় নাই। এই ভাবে তিন মাসকাল জাহাজের উপর কাটিয়া গেল। দিনগুলি ক্রমেই ছোট হইতেও ছোট হইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সূর্য্যও যেন চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল। দিন-রাত্রির মধ্যে আর কোনও প্রভেদ রহিল না। একটু বেশি পরিষ্কার আলো দেখিয়া বুঝিতাম দিন এবং আলোর স্বল্পতা দেখিয়া বুঝিতাম যে রাত্রি

হইয়াছে, কিন্তু সবই বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পারিতাম। এখন আমার প্রাণে আবার শক্তি ও সাহস ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সকলের চেয়ে অসুবিধা হইল জল লইয়া। জাহাজে প্রচুর পরিমাণে জল ছিল, কিন্তু এ কয়মাসে ঐ জল পান করিবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও কোনরূপে ঐ জল পান করিয়াই আরও কয়েকদিন কাটাইয়া দিলাম।

ক্রমে শীত পড়িতে লাগিল। শীত ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। জাহাজে গরম কাপড়ের অভাব ছিল না, কাজেই আমি শীতে তেমন কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম না। জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে অনেকগুলি পনীর, মাখন এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদির সংস্থান ছিল। যে মাংস ছিল তাহাও শীতের দরুণ নষ্ট হয় নাই, এজন্য খাওয়া দাওয়ার পক্ষে আমার কোনও ক্লেশ হইতেছিল না।

এদিকে জল একেবারে পচিয়া গিয়াছিল। কি করিব ইহা ভাবিতে ভাবিতে একদিন ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে প্রচুর পরিমাণ ফরাসী দেশীয় এক প্রকার উৎকৃষ্ট পানীয় রহিয়াছে, তাহার বোতল সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। আমি ঐগুলি দেখিয়া ঈশ্বরকে শত শতবার ধন্যবাদ দিলাম। দয়াল ভগবান এমন করিয়াই আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল। এই বোতলের পানীয় ফুরাইয়া গেলে পর আমি বরফ গলাইয়া জল সংগ্রহ করিয়া জলের অভাব দূর করিতে লাগিলাম।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেলে পর আবার দিনের আলো দেখা দিল। দিনের আলো দেখিয়া প্রাণে আবার উৎসাহ জাগিল।

আমি ভাবিতাম, আমার এ বিপদ কাটিয়া যাইবে, শীঘ্রই কোন না কোন জাহাজ এই পথে আসিয়া আমাকে বিপন্মুক্ত করিবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হইত যে, কাহারা যেন ক্ষীণ আলোকে পাহাড়ের পথ ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িয়াছি কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাই নাই।

পূর্ব্বে যেমন দিনগুলি ছোট ছিল, এখন আবার দিনগুলি বাড়িয়া চলিল। আবার নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া একখানা ছোট নৌকায় করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির চারিদিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। একেবারে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া থাকা অপেক্ষা, মৎস্য-শিকার, পশু-শিকার এই সব কোন না কোন শিকার ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, শুধু জাহাজে একটি মাত্র বিড়াল আমার সঙ্গী। জলের ভিতর নানা প্রাণী আছে কিন্তু তাহারা ত আমার দৃষ্টির বাহিরে। কিছুদিন পরে যেমন দিনের আলো একটু একটু করিয়া প্রখর হইতে আরম্ভ করিল, নানাজাতীয় পাখী, কীটপতঙ্গও তেমনি আকাশের গায়ে উড়িতে দেখিতে পাইলাম।

না, আর ত এই ভাবে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া থাকা যায় না! একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। জাহাজ হইতে একখানা ছোট 'বোট' নীচে নামাইয়া লইলাম এবং ছোট দাঁড় বাহিয়া যাইতে লাগিলাম। নৌকা নামাইয়া দেখিলাম যে উহাতে জল চুয়াইয়া উঠিতেছে, ক্রমে জল চুয়ান কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া নৌকার উপর আমার বন্দুকটি, দুই বোতল পানীয় জল, এবং এক সপ্তাহের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য

এইবার আবার নূতন গৃহস্থালী আরম্ভ হইল।

লইয়া সমুদ্রের বুকে আমার ছোট নৌকাখানা ভাসাইয়া দিলাম। পাহাড়ের নিশানা যেন হারাইয়া না ফেলি সেদিকে নজর রাখিয়া আমি নৌকা বাহিয়া চলিলাম।

আমি খানিকটা দূর অগ্রসর হইবার পরেই সম্মুখে একটি ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। দ্বীপটি আমার ডানদিকে এবং পাহাড় হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে হইবে। আমি দ্বীপটি লক্ষ্য করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিলাম। সমুদ্র বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আমি কাছে গিয়া দেখিলাম আমি দূর হইতে যাহা দ্বীপ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা দ্বীপ নহে, একটি বৃহদাকারের হিমশীল। সমুদ্রের জল হইতে উহার উচ্চতা প্রায় একশত গজ হইবে। আমি নিরাশ হইলাম, দ্বীপ সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল, আবার জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। জাহাজে ফিরিয়া আসিবার সময় আমি একটি বড় রকমের সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করিয়াছিলাম। এই রকমের মাছ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

পরের দিন আবার শিকারে বাহির হইলাম এবং এবারও একটি বড় রকমের সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করিয়া আনিলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম যে, পাহাড়ের উপর খরগোসের মত একটি ছোট জন্তু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। আমি ঐ প্রাণীটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম, জন্তুটি আহত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে ঠিক আমার নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। আমার বন্দুকের মাত্র একটিই গুলি ছিল, সেই গুলির সাহায্যে খরগোসের মত সেই জন্তুটিকে মারিয়া আমি বেশ আনন্দ পাইলাম। মাছ ও মাংস রাঁধিয়া, রুটি তৈয়ারী করিয়া, দিব্যি রান্নাবান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া

বেশ আরামে এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিলাম। এই এক সপ্তাহকাল প্রচুর পরিমাণে রুটি তৈয়ারী করিলাম, দুই জালা জল সংগ্রহ করিলাম এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, আবার নূতন পথের যাত্রী হইব।

নয়

আমি অনেকদিন হইতেই পাহাড়ের অপর দিকটা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম, নিশ্চয়ই পাহাড়ের একটা দিকে নৌকা ভিড়াইবার মত জায়গা আছে, সেখান হইতে অনায়াসেই পাহাড়ের উপরে উঠিতে পারিব। আমি এইরূপ মনে করিয়া একমাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, বাসন-কোষণ, যন্ত্রপাতি, জল, লবণ, জ্বালানি কাঠ, লণ্ঠন, দুইটি বন্দুক, পোষাক-পরিচ্ছদ, কুড়াল, করাত, তেল এই সব সংগ্রহ করিয়া লইয়া নৌকা ভাসাইলাম।

ঈশ্বর মানুষকে অলস করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তিনি মানুষকে সর্ব্বদা নানা কাজের ভিতর দিয়া খাটাইয়া লইতে চাহেন। মানুষ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমি আস্তে আস্তে নৌকা চালাইতে লাগিলাম, কখনও মাছ ধরিতাম, আর সেই মাছে লবণ মাখাইয়া শুকাইয়া লইতাম, এই ভাবে পাহাড়ের তিনদিক ঘুরিতে প্রায় তিন সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল, কিন্তু তিনদিকেই পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, উঠিবার উপায় নাই। আমি নিরাশ হইলাম না, আবার চলিতে লাগিলাম, এই ভাবে আরও তিনদিন কাটিয়া গেল। একদিন পাহাড়ের অন্য

একটা দিক দিয়া যাইতেছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম যেন কোথাও ভীষণ শব্দে জল পড়িতেছে। আমি সেখানে পাহাড়ের কাছে নৌকাটা বাঁধিলাম, দেখি কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। কিন্তু আমার নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিবার অবস্থা রহিল না, আবার নৌকা বেগে সম্মুখের দিকে ভীষণ স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল, যেন কোনও উচ্চস্থান হইতে নীচে নামিতেছে এইভাবে নৌকাখানি অতি বেগে যাইতে লাগিল, আমি প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও নৌকার গতি রোধ করিতে পারিলাম না। আমার নৌকাখানি ঘুরিতে ঘুরিতে কেবলই নীচে যাইতে লাগিল। আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম, এই বুঝি নৌকা উল্‌টাইয়া পড়িবে,—এই বুঝি কোনও জলমগ্ন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া আমার নৌকাখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে আর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য আমার চক্ষের উপর হইতেও দিনের আলো নিবিয়া যাইবে। কিন্তু কিছুকাল পরে, জলের এই গতিবেগ হ্রাস পাইতে লাগিল, শান্ত জলের বুকে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চারিদিক অন্ধকার। আমি একটি আলো জ্বালিলাম। ক্ষীণ আলোতে দেখিতে পাইলাম যে, আমার মাথার উপরে প্রকাণ্ড পাথরের খিলান। দুইদিকে কাল পাথরের দেয়াল, একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া এই জলধারা চলিয়াছে। এই জলধারা প্রায় ষাট হাত প্রশস্ত। কোথাও ইহার চেয়ে বেশী চওড়া, কোথাও অত্যন্ত কম চওড়া। এই জলধারা সোজাসুজি ভাবে যায় নাই, আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে আর স্রোতের বেগ কোথাও প্রবল, কোথাও কম। আমি দেখিলাম যে, নৌকাখানি যদি জলের

মধ্যভাগ দিয়া না চালাই, তাহা হইলে শক্ত পাহাড়ের দেয়ালে লাগিয়া উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

আমি আমার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৈল লইয়াছিলাম, তাই রক্ষা নতুবা আমার যে কি দশা হইত তাহা বলিয়া বুঝান সম্ভবপর নহে, কেননা আমি যদি দিনরাত্রি আলো জ্বালিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে যে কোন মুহূর্ত্তেই আমার নৌকাখানি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অন্ধকারের শেষ নাই, কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছি, এ নিরুদ্দেশ যাত্রার কি শেষ হইবে না। আমি দেখিলাম যে, এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও উপায় নাই। ভাবিলাম যদি ভগবানের দয়া না পাই তাহা হইলে কোনরূপেই উদ্ধার পাইব না। কাজেই ঈশ্বরের উপরই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে আমার খাদ্য, জল, সবই ফুরাইয়া আসিয়াছিল। বাতির পলিতা নিঃশেষিত হইয়াছিল, তেলও ছিল না। যে সামান্য তেল ছিল তাহা দিয়া হয়ত বা আর একদিন মাত্র বাতি জ্বালাইয়া রাখিতে পারিব। আমার জামা ছিঁড়িয়া পলিতা তৈয়ারী করিলাম। আর ভাবিলাম—দয়াময় ঈশ্বর যিনি নানা বিপদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

এই ভাবে পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ আমার নৌকাখানি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত এই স্রোতধারার বাহিরে আসিয়া পড়িল। আবার আর একটি খিলানের মধ্যদিয়া বাহিরে আসিলাম। উজ্জ্বল দিবালোকে চারিদিক ঝলসিত হইল। দেখিলাম,

আমি একটি বৃহদাকারের হ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। হ্রদের চারিদিকে সবুজ শ্যামল বনানী আর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত সমতল ভূমি। সমতল ভূমির পশ্চাতে বনের পর বন চলিয়াছে —তারপর কালো পাহাড়ের চূড়া একটির পর একটি উঁচু হইতেও উঁচু হইয়া আকাশের শেষ সীমায় যাইয়া মিশিয়াছে। মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া দিনের আলো এবং সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া আপনা হইতেই আমার মুখ হইতে বাহির হইল—জগদীশ্বর তুমিই ধন্য !

দশ

এইরূপ সুন্দর ভূখণ্ড দেখিয়া আমার প্রাণে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমার সাধ্য নাই যে, ভাষার দ্বারা বুঝাইয়া বলিতে পারি। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না, তাড়াতাড়ি তীরে নামিলাম। আমি আমার নৌকাখানি উপরে টানিয়া তুলিয়া লইয়া সঙ্গের সমুদয় জিনিষ-পত্রের উপর নৌকাখানি উল্টাইয়া দিয়া ঐ সব জিনিষ-পত্রের ঢাক্‌নির মত করিয়া রাখিলাম।

আমি সবুজ মাঠের উপর দিয়া বনের দিকে হাঁটিয়া চলিলাম। সঙ্গে পিস্তল লইয়াছিলাম এবং সামান্য খাদ্য ও জল একটি থলির ভিতর পুরিয়া পিঠে ঝুলাইয়া লইয়াছিলাম। আমি উচ্চ বনভূমির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলাম এখানকার শোভা অতি মনোরম। কে যেন একখানি সবুজ গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। এমন সুন্দর স্থানে জনপ্রাণীর বসতি নাই, একি কখনও সম্ভব হইতে পারে ?— কিন্তু কোথাও বাড়ীঘর বা লোকজনের সামান্য চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না।

আমি বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই উহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু ভাবিলাম আমার এই নূতন স্থানে বেশীদূর যাওয়া উচিত হইবে না। সম্মুখেই রাত্রি, তখন বনের ভিতর যদি পথ হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।

বনের প্রথম দিকটা ঝোপজঙ্গলে ঘেরা। ঝোপে ঝাপে অতি সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আর ঝোপঝাড়গুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে বলিয়া যাতায়াতের পক্ষে কোনও অসুবিধা নাই। ঝোপ-ঝাড়ের পরেই অতি উচ্চ তরুশ্রেণী। গাছগুলি শাখা-প্রশাখায় চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। নীচে সামান্য জঙ্গলও নাই। শাখায় শাখায় অনেক ফল ঝুলিতেছে। এই তরুশ্রেণীর পর আবার আর এক শ্রেণী তরু সার বাঁধিয়া চলিয়াছে, মনে হয় কে যেন যত্ন করিয়া সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া এই গাছের সারি লাগাইয়া দিয়াছিল। ঐ পথের মধ্যদিয়া অনায়াসে গাড়ী চালান যাইতে পারে।

আমি ঐ পথ ধরিয়া অনেক দূর চলিলাম, লক্ষ্য রাখিতেছিলাম, যেন পথ হারাইয়া না ফেলি। এই ভাবে খানিকটা দূর হাঁটিতে হাঁটিতে পাহাড়ের কাছে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম পাহাড়ের নীচে একটি ছোট গুহা রহিয়াছে। গুহাটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অনায়াসে একজন লোক উহার মধ্যে থাকিতে পারে। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, নৌকার কাছে ফিরিয়া যাই, কিন্তু চলিতে চলিতে মনে হইল যে, আজ রাত্রি এই গুহার মধ্যেই কাটাইয়া দিব। আমি কতকগুলি গাছের ডাল কাটিয়া গুহার মুখটা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং তাহার পর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে উহার মধ্যে

ঘুমাইয়া পড়িলাম, অনেকদিন আমি এইরূপ আরামের সহিত ঘুমাই নাই।

পরের দিন ভোরে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া নৌকার কাছে ফিরিয়া আসিলাম এবং পেট ভরিয়া খাইয়া লইলাম, এবং স্ফটিকের মত নির্ম্মল হ্রদের জল পান করিতে যাইয়া দেখিলাম—জল লবণাক্ত। মুখ হইতে ঐ বিস্বাদ জল ফেলিয়া দিলাম। আমারই বুদ্ধির ভুল হইয়াছিল, এই হ্রদের সহিত সমুদ্রের যোগ রহিয়াছে, কাজেই ইহার জল কোনরূপেই মিষ্টি হইতে পারে না। সে যাহা হউক আমি আমার সঙ্গে যে জল ছিল সেই জল পান করিয়া পিপাসা মিটাইলাম। এখন আমার প্রধান কথা হইল যে, এই হ্রদের চারি-দিক ঘুরিয়া দেখা আবশ্যক। নিশ্চয়ই ইহার সহিত কোনও নদী বা ঝরণার সংযোগ আছে, তাহা হইলেই আমার জলের অভাব ঘুচিবে, নতুবা জল ব্যতীত কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এইরূপ কল্পনা-জল্পনা করিয়া সেই রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। পরের দিন প্রত্যূষে আমি হ্রদের তীরে তীরে চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে প্রায় চারি ক্রোশ হাঁটিবার পর দেখিতে পাইলাম যে, এক যায়গায় সবুজ তৃণমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া ছোট একটি খালের মত ঝরণা বহিয়া আসিয়াছে। সেই ঝরণার সম্মুখে যাইয়া দেখিলাম অদূরের একটি পাহাড়ের গা হইতে উহা নামিয়া আসিয়াছে। আমি জলের ধারে যাইয়া খানিকটা জল পান করিলাম, কি মিষ্টি জল! আমি সঙ্গে যে থলি ভরিয়া খাবার আনিয়াছিলাম উহা পেট ভরিয়া খাইয়া ঐ মিষ্টি জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। আমি ভাবিলাম যে, এই মিষ্ট জলের নির্ঝরিণীর নিকট আমার থাকিবার

ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এইজন্য পাহাড়ের দিকে যাইতে লাগিলাম। ঝরণার পাড় ধরিয়া প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর দেখিলাম যে, এক স্থানে একটি বড় রকমের শিলাখণ্ড উহার উপর পড়িয়া, একটি স্বাভাবিক প্রস্তর-সেতু প্রস্তুত করিয়াছে। এখানে জলের বেগ বেশ প্রবল। অদূরের একটি পাহাড়ের গা বাহিয়া বেগে প্রপাতের মত জল পড়িতেছে। আমি ঐ পুলটি পার হইয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটি বড় পাহাড়ের নীচে অনেকটা সমতল ভূমি। সেই সমতল ভূমির পাশে বেশ একটি বড় রকমের গুহা। আমি প্রথম রাত্রি যে গুহার ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলাম, এই গুহাটি তাহার চেয়ে অনেক বড়। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম যে, ইহার ভিতরে ঘর-গৃহস্থালী গুছাইয়া লইবার পক্ষেও কোন অসুবিধা নাই। আমি এখানে থাকিবার সঙ্কল্প করিলাম এবং এজন্য হ্রদের তীরে তীরে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার নৌকার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। নৌকার ভিতর সমুদয় জিনিষপত্র তুলিয়া নৌকাখানি হ্রদের জলে ভাসাইয়া দিলাম এবং উহা বাহিয়া—ঠিক ঐ নির্ঝরিণী যেখানে হ্রদের বুকে আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানে লইয়া আসিলাম। নৌকাখানিকে তুলিয়া জঙ্গলের ভিতর একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিলাম এবং উহার ভিতরকার সমুদয় জিনিষপত্র দুইটি থলির ভিতর পুরিয়া ঐ থলি দুইটি দুই কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া আবার সেই গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি এ কয়দিনে হ্রদের চারিদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এ স্থানের সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। এইবার আবার নূতন গৃহস্থালী আরম্ভ হইল।

এগারো

যতদিন এইখানে থাকিতে হইবে, এই গুহাতেই থাকিব স্থির করিলাম। আমার এই নূতন গুহা-গৃহের কথা এইবার বলিতেছি। আমার এই গুহাটি হ্রদের পাড় হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূর হইবে। গুহার প্রবেশমুখ চার হাতের বেশী চওড়া নহে। উচ্চতায় সাত ফিট হইতে নয় ফিট পর্য্যন্ত। ভিতরের দিকে দৈর্ঘ্য প্রায় পনের ফিট এবং প্রশস্ততা হইবে পাঁচ ফিট। আমি ভিতরে এক পাশে আমার শুইবার জন্য স্থান করিয়া লইলাম। আর একদিকের অংশে আমার ভাঁড়ার ঘর করিলাম।

আমি নৌকার ভিতরে বসিবার জন্য যে কাঠের বাক্সটি আনিয়াছিলাম এইবার সেই বাক্সটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, বাক্সটি ভাঙ্গিয়া দেখিলাম যে, উহার ভিতরে দুইটি মাদুর, কয়েকটি জামা, তিন জোড়া জুতা, কয়েক জোড়া মোজা এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রহিয়াছে। আর কতকগুলি শুক্‌না লোণামাছ। এই লোণামাছগুলি আমি শুকাইয়া লইয়াছিলাম।

আমার এই গুহা-গৃহটি বেশ ভাল লাগিল। বাহিরের জলবায়ুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই আশ্রয়টি ঈশ্বর আমাকে মিলাইয়া দিয়া আমার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। এখন দেখিলাম যে, আমার জিনিষপত্রে এই ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। আমার বাসগৃহের আয়তন বাড়াইবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি যদি বাহিরের দিকে আর একটি ঘর করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার স্থানাভাব দূর হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে আমি গুহার বাহিরের এদিক-ওদিক পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, গুহার সম্মুখেই বড় বড় গাছ। আমি ভাবিলাম যদি গাছ কাটিয়া খুঁটি তৈয়ার করি এবং চারিদিক দিয়া প্রাচীর গড়িয়া তুলি, তাহা হইলে অনায়াসেই আমার মনের মত একটি ঘর তৈয়ারী হইতে পারে। উপরে কাঠের ছাউনি দিলেই ত চলিতে পারে। দেখিলাম যে, মেজের মত যে একটা বড় পাথর পড়িয়া আছে তাহার চারিদিকের নরম মাটিতে খুঁটি পুতিয়া প্রথমটায় বেশ শক্ত করিয়া বেড়া দিলেই ভাল হইবে। আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম, প্রত্যহ গাছ কাটিতে আরম্ভ করিলাম, এই ভাবে এক মাস শুধু কাঠ কাটিয়া কাঠের দেওয়াল গড়িতেই কাটিয়া গেল। তারপর ঘরের উপর লম্বালম্বি-ভাবে কাঠ বিছাইলাম, তাহার উপর বনের নানা গাছের লতাপাতা কুড়াইয়া আনিয়া উপরে ছাউনি করিলাম। ছাউনি নানা বড় ও ছোট পাতা জড় করিয়া এমন ঘন করিয়া দিলাম এবং তাহার চারি-দিকে আবার গাছের ডাল বিছাইয়া দিয়া বন্যলতা দিয়া এমন শক্ত-করিয়া বাঁধিয়া দিলাম যে, উহা নষ্ট হইবার আর কোন উপায় রহিল না। এখন ঘরের ছাদ হইল, বেড়াও হইল, কিন্তু দরজার সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা হইল না। আমি আমার সেই বড় বাক্সটার দুইদিকের দুইটা ডালা খুলিয়া ঘরের দরজা প্রস্তুত করিলাম। হ্রদের কিনারা হইতে কাদামাটি আনিয়া বেড়ার গায়ে ভিতরে ও বাহিরে খুব পুরু করিয়া লেপিয়া দিলাম; তাহাতে এই হইল যে, ভিতরের কাঠ ও ডালপালা এই সব ঢাকা পড়িয়া গেল। বাহির হইতে দেখিতেও বেশ হইল। রৌদ্রে কাদামাটি শুকাইয়া যাওয়ায় উহার এক নূতন শ্রী হইল।

এখন সকলের চেয়ে প্রধান সমস্যা হইল জল। এই ঝরণার কিনারা হইতে জল ভরিয়া অতবড় জালা টানিয়া আনা ত বড় সহজ নয়, কাজেই আমি আমার সেই কাঠের বাক্সের দুইখানা কাঠ লইয়া গোল করিয়া কাটিয়া চাকা তৈয়ারী করিলাম, এবং তাহার মধ্যদিয়া দণ্ড বসাইয়া আমার জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য একটা গাড়ী তৈয়ারী করিয়া লইলাম। এখন গাড়ী টানে কে? আমি এখন এই নূতন যায়গার একমাত্র রাজা একথা বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি হয় না। আমি এখানে আসিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ ত দূরের কথা একটা জানোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না। এ সময় যদি একটি পশু পাইতাম তাহা হইলে আমার গাড়ী টানিবার সুবিধা হইত। যাক্, সে ভাবনা ভাবিয়া আর কি হইবে? এখন নিজেই গাড়ীর উপর জলের জালা বসাইয়া জল লইয়া আসিলাম, আমাকে জল আনার জন্যই কেবল দূরে যাইতে হইত।

আমার এখন প্রধান ভাবিবার বিষয় হইল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা। আমার সংগৃহীত দ্রব্যাদি বসিয়া বসিয়া খাইলে আর কতদিনই বা চলিতে পারে? এজন্য চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এখানে গাছপালা, লতা, পাতা, ফুল, ফলের অভাব নাই। বনের ভিতর ছোট-বড় নানা জাতীয় ফল ও শাকসব্জী দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কোন্‌টি সুখাদ্য হইবে, কোন্‌টি অপকারী হইবে তাহা বোঝা কঠিন। এজন্য আমি কয়েকদিন বনে বনে ঘুরিয়া-ফিরিয়া অনেক শাকসব্জী ও ফল এই সব সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। তারপর একদিন আমার কাৎলিতে ঐগুলিকে সিদ্ধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাদের স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

দেখিলাম যে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ সুখাদ্য। এই ভাবে যে সব শাকসব্জী ও ফলমূল সুখাদ্য বলিয়া অনুভব করিলাম, তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম এবং যাহাতে তাহাদের চিনিতে পারি সেজন্য তাহাদের পাতাগুলিও আলাদা করিয়া রাখিলাম, তাহা হইলে আর আমার পক্ষে গাছ চিনিয়া ঐগুলি সংগ্রহ করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না।

হ্রদের এ পাশের বনজঙ্গল দেখা শেষ হইলে পর আমি উহার অপর দিকটার বনজঙ্গলগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইলাম।

আজ আমার মনে হইল—সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ যেদিন পৃথিবীতে আসিল, সেদিন হইতেই তাহার এই জীবন-সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে। খাদ্য সংগ্রহই হইতেছে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। আমি এই বিজন দ্বীপে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব শুধু সেইজন্যই ত উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছি। হ্রদের এদিকেও শাকসব্জী ও ফলমূলের প্রাচুর্য্য দেখিলাম। এখানে তরমুজ ও কুমড়ার ন্যায় একজাতীয় বড় বড় ফল দেখিলাম। এই ফলগুলির গাছ লতাইয়া লতাইয়া বড় বড় গাছের উঁচু ডাল পর্য্যন্ত যাইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের আকার কোনটির পীত, কোনটির সবুজ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এই দুই জাতীয় ফলই বেশ সুস্বাদু। এইবার নিশ্চিন্ত হইলাম, ভাবিলাম এই নির্জ্জন দ্বীপে না খাইয়া মরিব না। আমি বনজঙ্গল ঘুরিয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। আমার কোন কাজ ছিল না। আমি কখনও সময় নষ্ট করিতাম না। এই দ্বীপের কোথায় কি আছে, এই সব

খুঁজিতাম। খাদ্যদ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে পর—রোজই আর বাহিরে যাইতাম না। পাছে পীড়িত হইয়া পড়ি, এজন্য বিশেষ সতর্ক ভাবে দিন কাটাইতাম।

আমার এইখানে ছয় মাস কাটিয়া গেল। আবার সূর্য্য ছয় মাসের জন্য অন্তর্হিত হইল। আবার চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। এ সময়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইত। প্রথম কিছুদিন এই দ্বীপের দিনরাত্রির পার্থক্যটা বড় বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু ক্রমশঃ দিন ও রাত্রির আলোর তারতম্য বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই দিন-রাত্রির ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমি দক্ষিণ মেরুর কোনও দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই বিজন অজানা দেশে বিধাতা আমাকে কেন আনিলেন কে জানে ?

বারো

আমি শীতের দুর্দ্দিনের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কাজেই যেমন শীত বাড়িয়া চলিল এবং একেবারে গভীর অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল, তখন আমি ঘরের বাহিরে বড় একটা যাইতাম না। শীত দিন দিনই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি ঘরের মেঝেয় প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কাষ্ঠ বিছাইয়া তাহার উপর মাদুর বিছাইলাম এবং জাহাজ হইতে সেই বড় বাক্সটির মধ্য হইতে যে সকল গরম কাপড়-চোপড় পাইয়াছিলাম, সেই সকল গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করিতে লাগিলাম। ঘরের কোণে আগুণ জ্বালিয়া রাখিতাম।

একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছি, আমি বেশ

পরিষ্কার ভাবে বাহিরে মানুষের স্বর শুনিতে পাইলাম, কখনও আস্তে আস্তে শব্দ শোনা যাইতেছিল, কখনও বা বেশ জোরে কথা হইতেছিল। আমি এইরূপ স্বর পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। স্বর অতি সুমিষ্ট, মনে হইতেছিল যেন কাহারা এক সঙ্গে গান গাহিতেছে। আমি চুপ্ করিয়া কাণ পাতিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার একটি বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম এবং তাড়াতাড়ি পিস্তলটি হাতে করিয়া পাশের নূতন তৈয়ারী কাঠের ঘরটিতে আসিলাম। এখান হইতে আমি স্পষ্টভাবে স্বর শুনিতে পাইলাম—বুঝিলাম নিশ্চয়ই মানুষের স্বর। আস্তে আস্তে সেই স্বর অস্পষ্ট হইতেও অস্পষ্টতর হইয়া কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। আমি তবুও সেই ঘরে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু সে শব্দ আর শুনা গেল না। আমি আবার গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। একবার মনে হইয়াছিল, আমার বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া খোলা যায়গায় দাঁড়াই, কিন্তু মনে করিলাম যে বাহিরের ঘন অন্ধকার, তারপর ঘন বনের গায়ে গায়ে ঘেঁষা গাছের সারি, এই ভীষণ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কিছুই ত দেখা যাইবে না। কাজেই আমি ঘরের বাহিরে যাই নাই, সত্য কথা বলিতে কি, আমার মনে যে বেশ একটু ভয়ও হইয়াছিল, সে কথাও সত্য।

আমার রাজ্যে কে আসিল? কোথা হইতে কোন্ মানুষ আসিল? আমি ত হ্রদের চারিপারের বনজঙ্গল সব ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়াছি, কোথাও ত জনপ্রাণীর বাসের সামান্য চিহ্নও দেখি নাই। আজকাল আমি এই হ্রদের চারিদিকের ভূখণ্ডকে আমার রাজ্য

বলিয়া বলিতাম। আমি ভাবিলাম বনের ওপারে, পাহাড়ের পর হয়ত এ ধরণের অনেক গুহা-গৃহ আছে, সেখানে মানুষের বাস থাকা অসম্ভব নয়। আমার মনে হইল যদি কোনও জীব ওই-সব পাহাড়ের ওপারে বাস করে, তাহা হইলে তাহারা দিনের বেলা বাহিরে আসে না কেন? রাত্রিতে যখন বাহির হইয়া থাকে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দৈত্যদানা বা রাক্ষস জাতীয় প্রাণী হইবে, রাত্রি-কালে শিকারের সন্ধানে ফিরে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া আমি আরও ভীত হইয়া পড়িলাম এবং স্থির করিলাম যে, জল সংগ্রহের প্রয়োজন না হইলে এবং শিকারের দরকার না হইলে আর কখনও ঘরের বাহির হইব না। দিন যাইতে লাগিল, অবশ্য দিনরাত্রি বুঝিবার শক্তি আর ছিল না, ক্রমে আমার মন হইতে এই আশঙ্কা দূর হইতে লাগিল। আর কোনদিন এরূপ অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনি নাই। কাজেই আমি মনে করিলাম যে, ওসব আমার মনের দুর্ব্বলতা মাত্র।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কোনও সাড়াশব্দ নাই, আবার আর একদিন রাত্রিতে ঐরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। একবার নয়, দুই দুইবার। এই কাছে এই দূরে, কিন্তু তাহাদের সন্ধান মিলিল না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, যদি ইহারা আমার গুহা-গৃহের কাছে আসে, তাহা হইলে আমি আমার বন্দুক লইয়া দাঁড়াইব এবং অনায়াসেই কুড়ি-পঁচিশজনকে মারিয়া ফেলিতে পারিব, অবশ্য যদি জঙ্গলী মানুষ হয় তবেই এইভাবে আত্মরক্ষা করিব। আর যদি দেখিতে পাই বুদ্ধিমান মানুষ, তাহা হইলে আমিও ইহাদের সহিত মিলিত হইব। মানুষ কি আর একা থাকিতে পারে! আমি এইরূপ

নানা কল্পনা করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলাম, কিন্তু আর কোনও সন্ধান মিলিল না।

আবার দিন ফিরিয়া আসিল। আলোর সহিত মানুষের জীবনের যেন সমুদয় আনন্দ জড়াইয়া আছে। আমরা অন্ধকার দেখিলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠি আর আলো দেখিলে আনন্দিত হই। দীর্ঘ অন্ধকার রজনীর শেষে যখন দিনের প্রফুল্ল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল তখন আমার প্রাণে আবার নূতন আশা ও উৎসাহ জাগরিত হইল। ভাবিলাম নিশ্চয়ই ঐ পাহাড়ের অপর পারে অন্য কোনও দেশ আছে, বোধ হয় ঐ সব দেশ হইতে চলাচলের পথ রহিয়াছে। একবার পাহাড়ের অন্য দিক্‌টা ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিলে হয় না?

দিন যেমন বাড়িতে লাগিল, আমার মনও অজানার সন্ধান জানিবার জন্য তেমনি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম ঐ পাহাড়ের অপর দিকে কোন্ দেশ আছে, একবার তাহা দেখিয়া আসিব। মায়া, হাঁ, এই নিরাপদ আশ্রয়টুকু ছাড়িয়া যাইতে যে মায়া হইয়াছিল বৈ কি! কিন্তু কতকাল এই ভাবেই বা পড়িয়া থাকিব? দেখি কোথায় কোন্ পথে ঈশ্বর আমাকে লইয়া যান।

একদিন আমার গাড়ীতে যতদূর সাধ্য খাদ্যদ্রব্যাদি ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া পাহাড়ের দিকে চলিলাম। পথ উঁচু-নীচু, বনজঙ্গল, শিল ও পাথর কাজেই গাড়ীখানা টানিয়া লইতে যথেষ্ট ক্লেশ হইয়াছিল। আমি ক্রমে পাহাড়ের কাছে আসিলাম, ভাল করিয়া পাহাড়ের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলাম, কিন্তু কোথাও পথ দেখিতে পাইলাম না। এক স্থানে পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মত পথ দেখিয়া যেমন খানিকটা অগ্রসর হইলাম,—দেখিলাম যে, মাত্র পঞ্চাশ-ষাট হাত

বেচারী কুমীর প্রাণের দায়ে হাস-ফাঁস করিতে লাগিল।

পর্য্যন্ত ঐ সুড়ঙ্গ পথটি রহিয়াছে, তাহার পরই লোহার মত পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, পথঘাট কিছুই নাই। সুড়ঙ্গ পথ হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

আবার চলিতে লাগিলাম। পথ নাই, কাঁটাগুল্মে পরিপূর্ণ, কাজেই গাড়ীর চাকা আটকাইয়া যাইতেছিল। কোথাও পথ পাইতেছিলাম না। তবু অতি ক্লেশে গাড়ীখানা টানিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। এক যায়গায় গাড়ীখানা কতকগুলি দীর্ঘ লতার মধ্যে আটকাইয়া গেল। কিছুতেই সেই লতার কবল হইতে গাড়ীখানাকে সহজে মুক্ত করিতে না পারিয়া, আমার ছুরিখানা দিয়া লতার গোড়াটি কাটিয়া ফেলিয়া উহা টানিতে লাগিলাম। যতই টানিতেছি, কিন্তু কিছুতেই তাহা শেষ করিতে পারিতেছিলাম না, অনেকক্ষণ টানাটানির পর উহা ছিঁড়িয়া আসিল। এই দীর্ঘ লতাটি প্রায় এক শত কি দেড় শত হাত লম্বা হইবে, আর উহা সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম ও শক্ত তন্তুতে পরিপূর্ণ। আমি কয়েকটি লতা সংগ্রহ করিয়া আমার সেই গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পথের সন্ধান না পাইয়াই আমাকে ফিরিতে হইয়াছিল।

আমি সংগৃহীত লতা বেশ ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহার সূত্র দ্বারা আমি অনায়াসেই জাল বুনিয়া লইতে পারি। মানুষ যখন অসহায় হইয়া পড়ে তখনই তাহার প্রাণে শক্তি ও সাহস আসে। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমি ঐ লতা হইতে সূতা পৃথক করিয়া লইয়া জাল বুনিতে লাগিলাম। ছোট ছোট নুড়ি জালের গোড়ায় বাঁধিলাম এবং সামনের দিকে একটা দীর্ঘ লতা এমন করিয়া বাঁধিয়া দিলাম, যাহাতে জলের

ভিতর জাল ফেলিয়া আবার তাহা অনায়াসেই টানিয়া পারে তুলিতে পারি।

এই ভাবে আমার বেশ একখানি সুন্দর ও মজবুত জাল প্রস্তুত হইল। আমি এখন জাল ফেলিয়া প্রয়োজন মত নানাজাতীয় মাছ ধরিতে লাগিলাম। কখনও নৌকায় করিয়া হ্রদের মধ্যে যাইতাম, কখনও পার হইতেই মাছ ধরিতাম। কত রকমের ছোট ও বড় মাছ যে ধরিয়াছি তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। এই সকল মৎস্য হইতে আমি তেল সংগ্রহ করিতাম, বড় মাছের চামড়া শুকাইয়া লইয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতাম। একবার একটা অতি অদ্ভুত ধরণের মাছ ধরিয়াছিলাম, সেই মাছটার আকার যেমন বৃহৎ দেখিতেও ছিল তেমনি অদ্ভুত। ব্যাংয়ের মত ছিল তার ঠ্যাং কিন্তু সে ঠ্যাং চওড়ায় ছিল প্রায় এক হাত। ঐরূপ চারিটি ঠ্যাংয়ের উপর এই মাছের গোলাকার বিরাট দেহ, কতকটা কচ্ছপের মত। এই মাছটিকে আমার গুহা-গৃহে আনিতে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, কিন্তু এই মাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে তেল পাইয়াছিলাম, সেই তেল দিয়া বাতি জ্বালিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে প্রদীপের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়।

এই মাছের চামড়া দিয়া আমি বসিবার আসন তৈয়ারী করিয়াছিলাম। পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি কত কথাই না কল্পনা করিতাম। কে জানে ঐ পাহাড়ের গায়ে কোন্ দেশ! যখন প্রায় দশ দিন ঘুরিয়া পথের সন্ধান মিলিল না, তখনই স্থির করিয়াছিলাম যে, বিধাতা যদি আমাকে এই অজানা দেশেই জীবিত-কাল পর্য্যন্ত রাখিতে চাহেন, পৃথিবীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ

ছেদন করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি আর কি করিতে পারি ?

কে জানিত যে, আমার মধ্যে এতখানি কষ্ট সহিবার মত শক্তি আছে। আজ আমি নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগে জীবন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছি। আমি একদিনের জন্যও ঈশ্বরকে ভুলি নাই, ভুলি নাই বলিয়াই বুঝি তাঁহার কৃপায় এই নূতন অজানা জগতে আসিয়া পড়িয়াছি।

তেরো

আমি দিনের আলো কাটাইয়া দিলাম। আমার সময় নানা কাজের ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইত। আমি এ সময়ে কাদা-মাটি দিয়া ইট তৈয়ারী করিলাম এবং আমার পাশের ঘরটি আরও মজবুত করিয়া সেখানে একটি চিম্‌নি তৈয়ারী করিয়া লইলাম। ঘরের দুই দিকে দুইটি জানালাও করিলাম। যেন বাহিরের আলো ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। মাটি দিয়া তিন চারিটি আলোকাধারও তৈয়ারী করিলাম। এই বিচিত্র দেশে সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখা যাইত না। আমার গৃহে শুক্‌না মাছ, মাংস, ফল, তেল এ সকলের অভাব ছিল না। মানুষ অভাবে পড়িলেই অভাবের হাত এড়াইতে চাহে, আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমি দিনরাত্রি চেষ্টা করিয়া একে একে আমার মত একজন লোকের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সে সমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং সে সকল সংগ্রহ করিতে কোনরূপ আলস্য করিতাম না।

যেমন দিনের পর সন্ধ্যা আসে তেমনি এখানে আলোকোজ্জ্বল দিনগুলি চলিয়া গেলে পর আবার দারুণ শীত আসে। এবার শীতে আমার পূর্ব্বের ন্যায় ক্লেশ হয় নাই। আমার শিকারে সংগৃহীত জীবজন্তুর চামড়া দিয়া গায়ে দিবার আবরণী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোর অভাবও ছিল না, এখন দিনরাত্রি আমার ঘরে আলো জ্বালিতাম। আগের বৎসর আমি শীতের দিনগুলি অলস ভাবে শুইয়া কাটাইতাম, এখন আমার আর সেই অসুবিধা ছিল না।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তোমার আর কি চাই? তুমি ত বেশ আছ। আশ্রয় পাইয়াছ, খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, তবু কি তোমার আশার নিবৃত্তি হইবে না? মনের ভিতর কি তৃপ্তি আসিবে না? হাঁ আসিবে, কিন্তু ভাই মানুষ একা কতদিন থাকিতে পারে? তোমরা শুনিয়া হয়ত হাসিবে, তোমরা মনে মনে ভাব বা চিন্তা কর, প্রয়োজন না হইলে কথা বল না; কিন্তু আমার মনে মনে ভাবিবার কিছু ছিল না, আমি সর্ব্বদা কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতাম।

শীতের ঋতু চলিতেছে, আমি আমার গুহা-গৃহে কখনও কাজ করি, কখনও শুইয়া কাটাই, এই ভাবে সময় যাইতেছে। আবার একদিন রাত্রিকালে সেই স্বর শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, কখনও একজনে কথা বলিতেছে, কখনও দুইজন আর কখনও অনেক বেশী লোকের স্বর শুনিতে পাইলাম। আমি আমার ঘরের জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিলাম—যদি কোথাও কিছু দেখিতে পাই। কিন্তু কাহাকে দেখিব? কোথায় দেখিব?

কিছু কি দেখা যায়? বাহিরে সেই ভীষণ অন্ধকার। তারপর তরুশ্রেণী দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই অন্ধকারকে আরও ভীষণতর করিয়া ফেলিয়াছে। আমি মূর্খের মত বৃথাই বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিলাম।

এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই স্বর পশুপক্ষী কিংবা কোন অজানিত মাছের নয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যাহাদের বাক্‌শক্তি আছে এই স্বর সেইরূপ কোন প্রাণীর।

একদিন—দিন কি রাত্রি কোন্ সময় বলিতে পারি না, আমি খুব স্পষ্টভাবে সেই স্বর শুনিতে পাইলাম। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া মনে খুব সাহস করিলাম এবং বন্দুকটি লইয়া সাহসে ভর করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নির্জ্জন নিবিড় সেই বন-পথে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, শব্দ যেন আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে বন পার হইলাম, শব্দ আরও সুন্দর আরও স্পষ্ট। অদূরে হ্রদের জল ঝক্‌মক্ করিতেছে। এমন সময় আমার দৃষ্টি হ্রদের যেদিক হইতে শব্দ স্পষ্টতর হইয়া আসিতে-ছিল, সেইদিকে পড়িল। দেখিলাম কয়েকখানা নৌকার মত কি যেন হ্রদের জলে ভাসিতেছে, আর কাহারা যেন নৌকার উপর হইতে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। তাহাদের হাসিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই নৌকা-যাত্রীরা কোন্ পথে আসিল? আমার মনে হইল, আমি যে সুড়ঙ্গ-পথে জলস্রোতের টানে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, ইহারাও হয়ত বা সেই পথে আসিয়াছে। আমি অনেকটা দূরে ছিলাম, কাজেই তাহাদের কথা বেশ স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইতেছিলাম না। আমি আপনার মনে ইহাদের সম্বন্ধে

নানারূপ জল্পনাকল্পনা করিয়া এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কিছুকালের জন্য হ্রদের দিকে তাকাই নাই। হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, হ্রদের জলে একখানিও নৌকা নাই। হ্রদের অন্য পার হইতে দলে দলে লোক এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম, কি করিব? আমার গুহা-গৃহে ফিরিয়া যাইব? না সে কি কখনও হয়। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহারা আবার এই দিকে হ্রদের পারে আসিয়া দলে দলে হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, এক দলের পর আর এক দল জলে নাবিয়া সাঁতরাইতে লাগিল, তারপর দলে দলে পাখীর মত উড়িতে উড়িতে আকাশের উপর দিয়া চলিয়া গেল। যেমন আকাশের গায়ে পাখীরা সারি বাঁধিয়া উড়িয়া যায়, এই অজানিত দেশের অজানা প্রাণীরাও তেমনি করিয়া দলে দলে সারি বাঁধিয়া উড়িয়া গেল। তাহারা দেখিতে কিরূপ, পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ, কিরূপ তাহাদের কথা আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কোথায় গেল নৌকার সারি, কোথায় শব্দ, সঙ্গীত ও হাসি, সব নীরব হইয়া গেল।

আমি গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি ভাবিলাম, আমার কল্পনা ও অনুমান সত্য নহে, আমার মনে হইয়াছিল এখানে মানুষ নাই, কিংবা মানুষের ন্যায় অন্য কোনও প্রাণী নাই। কিন্তু এখন দেখিলাম, আমার অনুমান সত্য নয়। এখানে দেবতা বা পরী ঐরূপ শ্রেণীর কোনও শক্তিশালী অজ্ঞাত জীবের অস্তিত্ব আছে। আমি এই ঘরে ফিরিয়া এই বিছানায় শুইয়া যাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছি, হয়ত সে কথা তাহারা জানিতে পারিয়াছে।

আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম—ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, যেন এই বিপদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমি এই দ্বীপে এখন পর্য্যন্ত কোনও হিংস্র প্রাণীর সন্ধান পাই নাই, জীবনের কোনও আশঙ্কা আমার হয় নাই। কিন্তু কাল যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার প্রাণে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইল, বুঝিলাম আমার সম্মুখে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। জানি না কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিব।

এই ভাবে কয়েকদিনই অনবরত ঐরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা কোন দিন আমার গুহা-গৃহের দিকে আসে নাই।

একদিন আপনার মনে নানা কথা ভাবিতেছি। বিশেষ করিয়া আমার স্বদেশের কথা মনে হইতেছিল। কোথায় ইংলণ্ডের অন্তর্ভূত আমার সেই সুন্দর দেশ কর্ণওয়াল, আর কোথায় আমি? কে জানে এ জীবনে আর কখনও দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব কি না! এমন সময়ে মনে হইল কি যেন একটা অতি কঠিন পদার্থ আমার কাঠের ঘরের ছাদের উপর পড়িয়াছে। ছাদ দুলিতেছে। আমি সাহসে ভর করিয়া বাহিরে আসিলাম। জানালার ভিতর দিয়া আমার ঘরের ক্ষীণ আলো বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোতে দেখিলাম যে, মানুষের মত কি একটা জীব আমার ঘরের কিনারায় মাটিতে পড়িয়া আছে। আমি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—বল, কে তুমি? কোনও উত্তর নাই।

আমি নীরবে প্রস্তরমূর্ত্তির মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর সাহসে ভর করিয়া ঐ ভূপতিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—একটি অতি সুন্দর গৌর যুবক মাটিতে অজ্ঞান হইয়া

পড়িয়াছে। পেছনে পাখার মত কি যেন একটা ঝুলিতেছে, আমি সেই মূর্চ্ছাহত যুবককে তুলিয়া লইয়া ঘরে আসিলাম এবং আমার বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলাম।

এইবার প্রদীপের পল্‌তেটা একটু উস্‌কাইয়া দিয়া আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া নিকটে আনিয়া দেখিলাম, যুবক একটু একটু করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে। আমি বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, বুক একটু একটু করিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে, বুঝিলাম কোনও উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া এই যুবক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আমি আমার নিকট ফরাসী দেশের সেই উৎকৃষ্ট পানীয় যাহা অতি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা একটু একটু করিয়া পান করাইতে লাগিলাম। এই ভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে যুবক কি জানি কি ভাষায় কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিল, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

আমি তাহাকে আমার ভাষায় অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর না দিয়া আবার চক্ষু বুজিয়া রহিল।

আমি তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার পাশের ঘরটিতে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

চোদ্দ

আমার গৃহের এই অজানিত তরুণ অতিথি ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব, চাহনির ভিতর দিয়া অনেক কথাই প্রকাশ পাইত, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতাম না। সে কথা বলিত, বুঝিতাম না। এমনিভাবে প্রায় একপক্ষকাল কাটিয়া

গেল। এই নির্জ্জন প্রদেশে যদিই বা একজন সঙ্গী পাইলাম, তাহার সহিত কথা বলিব, তাহার কথা শুনিব এইরূপ অনেক কল্পনাই আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার সেই কল্পনা দূর হইল।

এদিকে আমার জল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ভয় হইল আমার জল লইয়া ফিরিতে বিলম্ব হইবে, যদি সেই সুযোগে আমার সঙ্গী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়! কি জানি কেন আমার মনে ইহার উপর একটা মায়া হইয়া গিয়াছিল। পাছে সে পলাইয়া যায় এই আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত থাকিতাম। আমরা যদিও কেহ কাহারও কথা বুঝিতাম না, তবে এইটুকু হইয়াছিল যে, আকারে ইঙ্গিতে আমরা পরস্পরে অনেক কথাই বলিতে পারিতাম।

আমি জল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময়ও ইঙ্গিত করিয়া আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দিলাম, সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, না, সে আমাকে ছাড়িয়া কোথাও পলাইয়া যাইবে না। তবুও আমি যাইবার সময় বাহির হইতে দরজাটা টানিয়া দড়ি দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলাম। তারপর আমি জলের জালা ও জাল সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হ্রদের কাছে গিয়া জলে নৌকা ভাসাইলাম এবং আজ অনেক ছোট ছোট মাছ ধরিলাম। তারপর গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, না সে ত কোথাও পলাইয়া যায় নাই, সে তেমনি ভাবে দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এখন আমরা দু'জনেই দু'জনের ভাষা বুঝিতে শিখিয়াছিলাম। সেও যেমন ইংরাজী বুঝিতে শিখিয়াছিল আমিও তেমনি তাহার ভাষা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আবার আলোর দিন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এক দিনের জন্যও সে ঘরের বাহির হইত না। তবে প্রত্যেকটি গৃহস্থালীর ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করিত, এজন্য আমারও অনেকটা উপকার হইতেছিল। সে আমাকে অনেক কথাই বলিত, কিন্তু সে কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, কে তাহার আছে, এই ছয় মাস-কাল এক সঙ্গে থাকিয়াও এই সব কথা সে আমাকে বলে নাই !

একদিন বলিলাম, চল দুই জনে একসঙ্গে হ্রদের ধারে বেড়াইয়া আসি। সে আমার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া কহিল, চল বেড়াইতে যাই, কিন্তু আমি কখনও বনের বাহিরে যাইব না। এখানে এই যুবকের পোষাকের কথা একটু বলিতেছি,—তাহার পোষাক রেশমের তৈয়ারী এবং সারা দেহের সহিত আঁটা। আমি হাঁটিতে হাঁটিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছ ?

সে কহিল,—হাঁ।

তুমি কোন্ দেশ হইতে এখানে আসিলে এবং কিভাবে তোমার এইরূপ অবস্থা হইল ?

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমিই বা কিরূপে এই অজানা দেশে আসিলে ?

আমি তখন ধীরে ধীরে আমার জীবনের সমস্ত কথা তাহাকে বলিয়া যাইতে লাগিলাম।

সে শুনিয়া কহিল,—তুমি এত কষ্ট সহিয়া এখানে রহিলে কেন ? তোমার দেশে ফিরিয়া গেলেই-ত হয়।

আমি বলিলাম,—তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে কি এই

ভাবে দিনের পর দিন কাটাইতাম, কবেই ত ফিরিয়া যাইতাম। জানি না কিভাবে কোন্ পথে এ দেশ হইতে বাহির হইবার পথ আছে! আমি ত এ দেশের পথঘাট, বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ত পথের সন্ধান মিলিল না। আমার মনে হয়, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন এই নির্জ্জন দ্বীপেই নির্ব্বাসিত অবস্থায় জীবন কাটাইতে হইবে।

সে কহিল, কেন? তুমি ত সহজেই দেশে ফিরিতে পার। স্বীকার করি, নদী, নালা, পর্ব্বত, বনজঙ্গল তোমার পথ রুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ঐ নীল আকাশের অনন্ত বিস্তার ত তোমার জন্য কেহ রোধ করে নাই। আমার মনে হয়, তুমি কি জানি কোন্ অপরাধ করিয়াছ, সে জন্যই তোমার উড়িবার শক্তি হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। কিন্তু ভাই, তোমাকে দেখিয়া ত বেশ ভাল মানুষ বলিয়াই মনে হয়, তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহার করিতেছ যে, আমি কখনও কল্পনাও করিতে পারিতেছি না যে তুমি কোন দোষ করিতে পার। তোমার ব্যবহারে আমি এমন মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমার তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেই কষ্ট হয়।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এ কি বলিতেছে! আবার সে বলিতে লাগিল,—তুমি কোন্ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছ? ঐ উঁচু চূড়া হইতে কি?

আমি ত তোমাকে আগেই বলিয়াছি যে আমি কোন পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসি নাই। আমি সমুদ্রের বুকে ভাসিতে ভাসিতে হ্রদের ঐ দক্ষিণ দিকে যে সুড়ঙ্গটি দেখা যাইতেছে, যে সুড়ঙ্গ-পথে সমুদ্রের জল আসিয়া হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে, আমি সেই পথ দিয়া

আমার ঐ ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া আসিয়াছি। চল আমি তোমাকে আমার সেই নৌকাখানি ও পথটি দেখাইয়া আনি।

আমরা দুইজনে চলিতে চলিতে হ্রদের কিনারায় আসিলাম এবং আমি তাহাকে আমার সেই ছোট নৌকাখানা দেখাইলাম। সে হাসিতে লাগিল, কি বল অসম্ভব! আমি নৌকার উপর চাপিয়া বসিলাম এবং নৌকাখানি হ্রদের ভিতর খানিকটা বাহিয়া লইয়া গেলাম। আমাকে এই ভাবে নৌকা চালাইতে দেখিয়া সে কহিল,—আমাকেও তোমার নৌকায় তুলিয়া লও। আমি তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া হ্রদে চলিয়া গেলাম এবং কিভাবে আমি আমার খাবার জল নেই, কিভাবে আমি মাছ ধরি, একে একে সে সব দেখাইতে লাগিলাম। শিশু যেমন সব জিনিষের উপরই একটা কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমার সঙ্গীও তেমনি ভাবে সব দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমার এই নৌকাখানি অনেক দূর দেশে তৈয়ারী হইয়াছে, এখান হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে। এই ছোট নৌকাখানিতে চড়িয়া সে আমি এত দূর দেশে আসিব, এমন কল্পনা কোনদিন আমার মনে হয় নাই। এমনি ভাবে নানা গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল—রাত্রি আসিল, আজ সঙ্গে বন্দুক নাই, কাজেই আমি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাছে ফিরিবার সময় পথে কোনও বিপদ ঘটে! এইবার আমরা তীরে নামিলাম। এ কয়দিন আমি আমার সঙ্গীকে তেমন প্রফুল্ল দেখি নাই, আজ দেখিলাম, সে বেশ প্রফুল্ল। তীরে তরী ভিড়াইলাম এবং দুইজনে গুহা-গৃহের দিকে চলিতে লাগিলাম, তখন সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া গিয়া অস্পষ্ট আলোকে চারিদিক একটু উজ্জ্বল হইয়া

উঠিয়াছে। দুইজনে একসঙ্গে যাইতে লাগিলাম, কিন্তু সহসা সে আমার নিকট হইতে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া খানিকটা শূন্যে উঠিয়া পড়িল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, আবার সে নামিয়া আসিল। আমি ঐরূপ ভীত ও চমকিত ভাবে চাহিয়া আছি দেখিয়া, সে হাসিয়া কহিল, তুমি অমন ভীত হইয়াছ কেন? তুমি যেমন নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতেছিলে আমিও তেমনি আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। তোমার এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে অনেক দিন লাগিয়াছে, আমার কিন্তু বেশী সময় লাগে না। আমার মনে হয়, তোমাতে ও আমাতে অনেক দিক্ দিয়াই যেন পার্থক্য আছে। মনে হয় আমরা ও তোমরা ভিন্ন জগতের লোক। আমি যেমন উড়িতে পারি, তুমি তেমন ভাবে উড়িতে পার না। এই কথা বলিতে বলিতে সহসা সে হ্রদের দিকে উড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষীণ আলোর ভিতর দিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, জীবনে এমন দৃশ্য কখনও দেখিব এমন কল্পনাও ত করিতে পারি নাই। মানুষ কি কখনও উড়িতে পারে? ছেলেবেলায় শুনিতাম, আকাশে পরীরা উড়িয়া বেড়ায়। এও কি তাই! কিন্তু সেদিন সে যখন আমার বাড়ীর পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল, তখনও ত তাহাকে ঠিক আমাদেরই মত রক্তমাংসে গড়া মানুষ বলিয়াই অনুভব করিয়াছিলাম। এ কয়দিন একসঙ্গে থাকিতে থাকিতে অজানা দেশের এই তরুণ অতিথির প্রতি আমার একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল। আজ তাহাকে হারাইয়া সত্যসত্যই আমি প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিলাম।

আমি মনে মনে এইরূপ ভাবে নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সে আবার ফিরিয়া আসিল।

সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি হয়ত ভাবিয়াছিলে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া গেলাম, কিন্তু তা নয়, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তারপরে এ কয়দিন যেরূপ আদর ও যত্নের সহিত সমুদয় সুব্যবস্থা করিয়াছ, সেজন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়াটা ভাল মনে করিলাম না। এই নির্জ্জন দ্বীপে তুমি একা পড়িয়া আছ, আমি তোমার সঙ্গী হইব, আমি তোমাকে সাহায্য করিব। জানি না তোমার দেশ কেমন? জানি না তোমাদের জীবন কি ভাবে চলে, তবু আমি তোমার কাছে থাকিব।

আমি আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলাম, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না সে কেমন করিয়া আকাশে উড়িল। তবে কি তাহার দেহের গঠনের সহিত আমাদের দেহের গঠন ও প্রকৃতির অনেক কিছু প্রভেদ,—জানি না।

পনেরো

পরদিন প্রত্যূষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা পরস্পরের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। আজ যদি তুমি তোমার দেশের কথা আমাকে বল, তোমার আত্মীয়স্বজনের কথা বল, তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইব।

সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি ঘরের কোণে আমাদের দু'জনের খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছিলাম,—তুমি কেমন করিয়া আমার এই গুহা-গৃহের

কাছে আসিয়া পৌঁছিলে, সে কথা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।

এইবার সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার নাম ইউওয়ারকি। তুমি ভাবিতেছ পাহাড়ের ওপারে বুঝি আমাদের দেশ, একথা কিন্তু সত্য নয়। আমার দেশ যে অনেক—অনেক দূর। দেশের কথা, পরিবার পরিজনের কথা আজ নাই বলিলাম। আমি তোমার এখানে আসিয়া কেমন করিয়া আহত হইয়া পড়িলাম, আজ সে ইতিহাস শোনো,—বৎসরের একটা বিশেষ দিনে আমাদের দেশের সকল তরুণের দল, এই হ্রদের জলে, এই শ্যামল বনের ধারে, এই খোলা তৃণাচ্ছাদিত বনভূমিতে আসিয়া খেলাধূলা করি, শিকার করি, জলখেলা করি, কেহ কাহারো পেছনে ছুটিয়া চলি, কে কাহাকে কখন ছুটিয়া যাইয়া ধরিব। এমনি ভাবে শিকার, ছুটা-ছুটি, লুকোচুরি এবং আনন্দ কৌতুকের মধ্য দিয়া আমাদের দিন যায়।

সেদিন আমাকে ধরিবার জন্য আমার একজন সঙ্গী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছিল, আমি তাহাকে ধরা দিব না, সেও আমাকে ধরিবে এই ভাবে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ নীচে নামিয়া আসিলাম। সে হঠাৎ আমার পাখার উপর জোরে এমন এক ঝাপ্‌টা দিল যে, আমি সে আঘাতে নীচে পড়িয়া গেলাম। ঐ যে বড় গাছটি দেখিতেছ, ঝাপ্‌টার আঘাতে আমি আহত হইয়া সেই বড় গাছটার উপর পড়িয়া গেলাম, আমার পাখা তাহাতে আটকাইয়া গেল, আমার উড়িবার পোষাক যাহাকে আমরা গ্রৌন্দি বলি, তাহার দ্বারা আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, নিজে জ্ঞানহারা হইয়া তোমার গুহার কাছে পড়িয়া গেলাম। আমি পড়িবার সময় কোনরূপ সাহায্য

চাহিয়াছিলাম কিনা মনে নাই, যদিই বা চাহিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সঙ্গী শুনিতে পায় নাই, শুনিতে পাইলে নিশ্চয়ই সে ছুটিয়া আসিত। জানি না তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করিতে, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা পাইত কি না !

আমি বলিলাম,—তুমি কথায় কথায় তোমাদিগকে "সোয়ান্ গিন্" বলিয়া পরিচয় দেও, তোমাদের 'সোয়ান্ গিন্' বলো কেন ? কোথায় তুমি ত তোমার দেশের লোকের কোন কথা বলিলে না ?

ইউওয়ারকি কহিল,--সে আজ নয়, আর একদিন তোমাকে বলিব।

তোমরা কেমন করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াও ?

ইউওয়ারকি তাহার শরীরের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি জিনিষ দেখাইল। উহা বিস্তার করিলে ঠিক পাখার মত ছয় হাত পরিমাণ বিস্তৃত হয়। উহা এমনি কৌশলে তৈয়ারী যে, পাখীরা যেমন ইচ্ছা করিলেই পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়, সেও তেমনি ভাবে উহা বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে পারে। পরে আমরা বিস্তারিত ভাবে পাখার কথা বলিব।

দুইজনে দিনের পর দিন গল্প কৌতুকের ভিতর দিয়া কাটাই। এখন 'আলোর' দিন আসিয়াছে। আমার কাজকর্ম্মেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। ইউওয়ারকি কিন্তু আমার সঙ্গে বাহিরে আসিত না। আমি যখন বাহিরে কাজ করিতে যাইতাম, তখনও সে ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এজন্য আমি তাহার প্রতি একটু অসন্তুষ্টও যে মনে মনে না হইয়াছি তাহা নহে। আমি চাহিতাম সেও যেন আমার সহিত কাজেকর্ম্মে যোগ দেয়।

অজানা দেশে—

আমার চুল দাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, ইহা কি তোমার স্বাভাবিক ?

একদিন ইউওয়ারকি বোধ হয় আমার মনের এই ভাবটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সে কহিল, পিটার, তুমি হয়ত মনে করিতেছ যে, আমি অলসের মত বাড়ী বসিয়া থাকি, তোমাকে কোন কাজে সাহায্য করি না, কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের আলো মৃদু, কিন্তু এখানকার আলো আমাদের দেশের আলোর তুলনায় এত প্রখর যে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না বলিয়াই বাহিরে যাই না। তুমি বোধ হয় জান না যে, আমাদের দেশের লোকেরা আলোর দিনে কখনও এদেশে আসে না। যখন অন্ধকারের দিন আসে তখনই তাহারা এখানে আসে, নতুবা এখানে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান কোথায় ?

ইউওয়ারকি মাঝে মাঝে নর্মস্থট্ নামে একটি দেশের কথা বলিত। বলিত, এমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই, সে এক মস্ত বড় দেশ, সে দেশের রাজধানী দেখিতে অতি সুন্দর, সেখানকার রাজ-দরবারে কত লোকজন, রাজা অতি ভাল লোক, এই সব অনেক কথা সে বলিত।

তাহার কাছেই জানিতে পারিলাম, আমি যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, এ দেশের নাম গ্রৌন্দিভোল্।

ইউওয়ারকি সর্ব্বদা দু:খ করিয়া বলিত, তাহার চক্ষুর সহিত আমার চক্ষুর কত তফাৎ ! আমি প্রখর আলোর তেজ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সে তা পারে না।

আমি তাহাকে বলিলাম,—আমার দেশের আলো এদেশের আলো হইতে অনেক প্রখর। সেখানে প্রতিদিন সূর্য্য আকাশে উদিত হয়। সূর্য্যের সেই তীব্র তেজ আমাদেরই সময় সময় অসহ্য হইয়া উঠে।

ইউওয়ারকি হাসিয়া কহিল,—আমার সৌভাগ্য যে, আমি অমন

দুর্ভাগা দেশে জন্মি নাই, তাহা হইলে ত মরিয়াই যাইতাম। আমার দেশের ন্যায় দেশ কি আর কোথাও আছে?

ইউওয়ারকি এদেশের এই ক্ষীণ আলোই সহ্য করিতে পারিতেছিল না, বেচারা বাহিরে যাইতে পারে না। কি করিয়া তাহার এই ক্লেশ দূর করিতে পারি। যদি একটা চশ্‌মা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত সুবিধা হইতে পারিত। অবশেষে তাহাই করিলাম, আমার পুরাণো জিনিষপত্র খুঁজিতে খুঁজিতে দু' টুক্‌রা নীল কাঁচ পাইলাম। আমার সঙ্গে যে সরু তার ছিল, তাহা দিয়া ঐ কাঁচ দু'খানা সংযুক্ত করিয়া চোখে পরাইবার মত করিলাম। প্রথম আমি নিজে পরিয়া দেখিলাম যে, বেশ ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে, তখন আমি উহা ইউওয়ারকিকে পরাইয়া দিলাম। সে হাসিতে লাগিল এবং বাহিরে আসিয়া নীল কাঁচের ভিতর দিয়া চারিদিক্ নীল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এবং সেদিন হইতে সে প্রত্যেকটি কাজে আমার নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। মাঝে মাঝে তাহাকে উন্মনা দেখিতাম। তাহার দেশের নাম সে বলিয়াছিল,—সোয়ান্ গিন্‌তি। সেই উড়িবার দেশে যাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িত।

একদিন রাত্রিতে হঠাৎ আবার একটা স্বর শুনিতে পাইলাম। সে কি করুণ সুর—কাহারা যেন বেদনায় ব্যথিত চিত্তে কাঁদিতেছে। ইউওয়ারকিও শুনিতে পাইয়া বলিল,—ঐ শোন আমার ভাই কাঁদিতেছে, ওই শোন আমার বোন কাঁদিতেছে। তাহারা জানে না যে আমি বাঁচিয়া আছি। যাই দেশে যাই, উহাদের সঙ্গে মিলিত হই; না না, যাইব না। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

ষোল

ইউওয়ারকিকে আমি আমার জাহাজ কি ভাবে আসিয়া পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়াছিল, সে কথা বলিয়াছিলাম। আমার মাঝে মাঝে মনে হইত, যদি একবার আমার সেই পুরাণো জাহাজের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুঁজিয়া আনিতে পারিতাম। কতদিন রাত্রিতে আগুনের পাশে বসিয়া সেই সব গল্প করিতাম। আমার কথা শুনিতে শুনিতে সে বিস্মিত ও চমকিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

একদিন জল আনিতে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ইউওয়ারকি ঘরে নাই। আমি ইউওয়ারকি, ইউওয়ারকি বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলাম ইউওয়াকি! ইউওয়ারকি! বুঝিলাম সেদিন সে তার প্রিয়জনের করুণ ক্রন্দন শুনিয়াই বিচলিত হইয়াছে, এবং পলায়ন করিয়াছে। বড়ই দুঃখ হইল। এই নির্জ্জন কারাবাসে যদিও বা দৈবানুগ্রহে একজন সঙ্গী মিলিয়াছিল, এতদিনে সে কোথায় পলাইল! আমি আজ যেন কোন কাজেই উৎসাহ পাইতেছিলাম না। এমন সময় খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, এবং কে যেন আস্তে আস্তে দরজায় আঘাত করিতেছিল। দরজা খুলিয়া দিলাম, ইউওয়ারকি প্রসন্নমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। 'কোথায় গিয়েছিলে ইউওয়ারকি?'

ইউওয়ারকি হাসিতে হাসিতে বলিল,—তোমার জাহাজে গিয়াছিলাম।

'কেন গিয়েছিলে বল ত?'

ইউওয়ারকি কহিল,—আমি প্রতিদিন তোমার কাছে তোমার জাহাজের কথা শুনিতে পাই, শুনিতে শুনিতে একবার জাহাজ কেমন তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই জাহাজ দেখিতে গিয়াছিলাম।

'কেমন দেখিলে ?'

আমি ত কোনদিন দেখি নাই, তাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এই দেখ, তোমার জন্য জাহাজ হইতে কি কি জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

এই বলিয়া সে তাহার পোষাকের ভিতর হইতে একটি বেশ বড় থলি বাহির করিল। থলির ভিতর করিয়া সে কয়েকটি পেয়ালা, একটি পিতলের হাতুড়ী, কাপড় চোপড়, কয়েকখানা ছুরি, আরও অনেক ছোটখাট প্রয়োজনীয় সব জিনিষ সে লইয়া আসিয়াছিল।

ইউওয়ারকির মুখে শুনিলাম, জাহাজ ঠিক আমার বর্ণনানুযায়ী পাহাড়ের গায়ে আট্‌কাইয়া আছে। সমুদ্রের ঢেউ তাহার গায়ে আসিয়া জোরে আঘাত করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। তাহার মুখে সব কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, যদি নিজে একবার সেই জাহাজে যাইতে পারিতাম। এই জাহাজের সহিত আমার কত স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে। একে একে সব কথা মনে পড়িল।

আমার মনে হইল, ইউওয়ারকি আর আমাকে ফেলিয়া পলাইবে না, তাই তাহাকে আর একবার জাহাজে পাঠাইবার জন্য উদ্যোগী হইলাম। মানুষ এমন করিয়া পাখীর মত উড়িতে পারে, এমন কল্পনাও যে আমি কোনদিন করিতে পারি নাই।

ইউওয়ারকিকে বলিলাম, ভাই, তুমি এইবার জাহাজের সর্ব্বত্র

তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করিবে, সেখানে যাহা আমাদের প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে তাহাই লইয়া আসিবে।

এইবার উড়িবার সময় সে কেমন করিয়া হাওয়ার গায়ে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম, এবং আমি তাহার নিকট হইতে অল্পদূরে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

'গ্রোন্‌দি' সে এক অদ্ভুত রকমের পোষাক। গলা হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বা। হাতের সহিত উহা এমন ভাবে লাগানো যে, উড়িবার সময় পাখীর মত হস্ত সঞ্চালন করিতে কোন কষ্ট হয় না। ছাতার মালা যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ছাতাটি খুলিয়া রাখে এও তেমনি ধরণের। ইউওয়ারকি উড়িবার আগে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে একটু ফিরিয়া আসিল, তারপর সম্মুখের দিকে দৌড়াইয়া গেল, প্রথমটায় উড়িবার সময় একটু ক্লেশ হইয়াছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে গ্রোন্‌দি খুলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে হ্রদ, পাহাড় সমুদয় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এই অজানা দেশের লোকেরা দেখিতে কি দৈর্ঘ্যে, কি প্রস্থে, কি শরীরের গঠনে অনেকটা ইউরোপীয়দের মত। পৃথিবীর কোন ইতিহাসের বইতে ত ইহাদের কথা পড়ি নাই। আশ্চর্য্য ইহারা।

ইউওয়ারকি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। এইবার সে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল। এবার জাহাজের নীচের খোল হইতে কিছু পশ্‌মী কাপড়, বিছানার চাদর ও অন্যান্য অনেক কিছু আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সে

আসিয়াছিল, কাজেই এখন আমি কি যন্ত্রপাতি, কি পোষাক পরিচ্ছদ সব দিক্ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম।

এখন এই দ্বীপের সঙ্গে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। দুইজনে নানা কাজ করি। একদিন দু'জনে বনের খুব গভীর প্রদেশে চলিয়া গেলাম, সেখানে এক স্থানে কতকগুলি ডিম দেখিতে পাইলাম, ডিমগুলি আমাদের হাঁস বা মুরগীর ডিমের মত দেখিতে। ইহা দেখিয়া ভাবিলাম, যদি এই পক্ষীদের দেখিতে পাই এবং ধরিয়া লইয়া যাইয়া পোষ মানাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর খাওয়ার জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না। একদিন তাহাদের কয়েকটিকে আমার জালের ফাঁদে ফেলিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। প্রথম কয়েকটা দিন তাহাদিগকে ঘরের কোণে আট্কাইয়া রাখিলাম। এক সপ্তাহ পরে ঐ পাখীগুলির পাখা কাটিয়া বাহিরে থাকিবার জন্য বাসা করিয়া দিলাম। ক্রমে ক্রমে পাখীগুলি আমাদের এমন পোষ মানিল যে, উহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত। ক্রমে ইহাদের দল বাড়িতে লাগিল, আমাদের এখন আর দুর্দ্দিনে খাওয়ার ভাবনা রহিল না। ডিম, মাংস, মাছ ও অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে পর, আমার মনে আর কোন কষ্ট রহিল না। আমি ভাবিতাম, যদি কয়েকটি বলদ কিংবা গাই এই দুর্গম প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতাম তাহা হইলে এইখানেও কৃষিকার্য্যের দ্বারা শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতাম। কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার এই প্রদেশটি গৃহপালিত পশুপক্ষীর দলে পূর্ণ হইয়া গেল। আমাদের আর কোনও অভাব অভিযোগ রহিল না।

সতেরো

মানুষের স্বভাবই এই যে, কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সে যতই পায় ততই সে তাহার অভাব সৃষ্টি করিয়া বসে, এবং আরও লোভী হইয়া বসে। ইউওয়ারকি ধীরে ধীরে জাহাজের দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় আমার এই গুহা-গৃহে লইয়া আসিল। কে জানিত যে, আমি এইরূপ ভাবে এখানে সমুদয় দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাইব। এখন ভাবিতেছিলাম, যদি গোটা জাহাজটাকেই এখানে পাইতাম, তাহা হইলে উহার এক এক টুক্‌রা কাঠও নানা কাজে লাগাইতাম।

কিন্তু ইউওয়ারকি প্রতিদিন যে ভাবে একটি একটি করিয়া ছোট-খাট জিনিষপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল, এই ভাবে চলিলে সারাজীবনেও সে তাহা শেষ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। আমি ভাবিতাম, যদি কোন প্রকারে জাহাজের ভিতরকার বড় বড় কাঠের সিন্দুকগুলি সুড়ঙ্গের সেই জলস্রোতের মধ্য দিয়া ভাসাইয়া হ্রদে আনিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সমুদয় জিনিষই বা হয়ত পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। আমি এইরূপ ভাবে নানা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেখানে ইউওয়ারকি আসিয়া উপস্থিত হইল, সে আমার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখাইতেছে কেন? আমি বলিলাম, দেখ ইউওয়ারকি, তুমি জাহাজে যাতায়াত করার পর হইতেই আমার মনে হইতেছে, যদি আমি একবার জাহাজে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে জাহাজের সমুদয় জিনিষপত্রগুলি আনিবার

সুব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ জলস্রোতের উজান বাহিয়া আমি কিরূপে সেখানে যাইতে পারি বল? নৌকাখানা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া হয়ত একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আমারও প্রাণ হারাইতে হইবে।

ইউওয়ারকি কহিল, তুমি সেজন্য চিন্তিত হইও না। আমি আবার জাহাজে যাইব এবং এইবার তোমার কথা অনুসারে জাহাজের প্রত্যেকটি অংশ তন্ন তন্ন করিয়া তালাস করিয়া যাহা কিছু ওখানে আছে তাহা লইয়া আসিব।

এইবার ইউওয়ারকি জাহাজের গায়ে যে আর একখানি ছোট নৌকা লাগান ছিল, সেই নৌকাখানার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিষপত্র, বাক্স পেটরা যাহা পারিল সে সমুদয় ভরিয়া দিয়া সেই নৌকাখানা সুড়ঙ্গের সেই স্রোতধারার মধ্যে আনিয়া ভাসাইয়া দিল, আমার সৌভাগ্যবশতঃ নৌকাখানা সম্পূর্ণ নিরাপদে বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

এইবার আমি অনেক যন্ত্রপাতি ও গৃহসজ্জার সাজসরঞ্জাম পাইয়াছিলাম। সেই সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমি আমার ঘরের আয়তন অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। ইউওয়ারকির সাহায্যে নানাদিক্ দিয়া নানারূপ সহায়তা হইয়াছিল, কাজেই আমাদের দিনগুলি এই বিজন দ্বীপেও বেশ আরামের সহিতই কাটিয়া যাইতেছিল।

একদিন ইউওয়ারকি বিষণ্ণভাবে কহিল, পিটার, অনেক বৎসর কাটিয়া গেল, আমি এই নির্জ্জন দ্বীপে তোমার সহিত বাস করিতেছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে একবার দেশে যাই।

আমি বলিলাম, তুমি একথা বলিতে পার এবং আমারও উচিত নয় যে, তোমাকে বাধা দেই, কিন্তু ভাই, তুমি কি আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসিতে পারিবে? আমার মনে হয় না যে, তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমাকে কখনও ছাড়িয়া দিবেন।

ইউওয়ারকি কহিল, আমার বাবা এ কয় বৎসর আমাকে হারাইয়া না জানি কি মনের কষ্টে আছেন। তাঁহার ন্যায় স্নেহ-পরায়ণ পিতা জানি না তোমাদের দেশে কয়জন আছেন। আমার ভাই-বোনদের কতকাল দেখি না, না জানি তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে। না জানি আমার মা কেমন আছেন। জান আমার বাবা একদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। রাজার অধীনে কাজ করেন।

আমি কি বলিব? ইউওয়ারকি যে এতদিন আমার কাছে ছিল ইহাই যে তাহার কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক, নতুবা আমি তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। কোন্ পৃথিবীর সে মানুষ, কোথায় তাহার বাড়ী, সে কেমন দেশ, তাহা ত আমি জানি না, সেও সব কথা বেশ ভাল করিয়া বলিতে পারে নাই।

আমি কি করিব। আমি তাহাকে বলিলাম, ইউওয়ারকি, আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। সে হাসিয়া বলিল, তুমি আমায় বিশ্বাস কর, আমি আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিব।

সেদিন আমি আমার সাধ্যানুযায়ী এক ভোজের আয়োজন করিলাম। দু'জনে খাইতে খাইতে অনেক গল্প করিলাম। ইউ-ওয়ারকি তাহার দেশ এখান হইতে কতদূর তাহা বলিতে পারিত না, তবে সে বলিত পাহাড়ের পর সাগর—সে সাগর পার হইলে মস্ত বড় একটা দেশ, তারপরে আবার সাগর তারপরে তাদের দেশ।

আঠারো

মানুষ একা থাকিতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব। ইউওয়ারকি চলিয়া যাইবার পর আজ আমাকে সম্পূর্ণ একা বলিয়া মনে করিতেছি। আমি ত এখানে একাই আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গী ত কেহ ছিল না, ইউওয়ারকি সেও ত সম্পূর্ণ অজানা দেশের লোক, আজ তাহার অনুপস্থিতিতে আমার মন এত কাঁদিতেছে কেন? ইহাই কি মায়া? মানুষের মনের এখানেই দুর্ব্বলতা।

আমি মন হইতে সমুদয় দুর্ব্বলতা দূর করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আর কতদিন এখানে বন্দী অবস্থায় থাকিব। আমারও মুক্তির পথ খুঁজিতে হয়। আর যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে আমি একা এদেশের রাজা হইয়া থাকিব। আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিক লক্ষ্য করিয়া জরিফ করিয়া দেখিলাম, প্রায় কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত এই দ্বীপের ভূখণ্ড তরুলতা ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত। ইহার বাহিরে আমি যাই নাই এবং খোঁজও করিতে পারি নাই। যদি লোক থাকিত তাহা হইলে এখানেও একটি সুন্দর শ্রীসম্পন্ন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে পারিত।

আবার আলোর দিন আসিয়াছে, এখন কাজ করিতে হইবে। কি ভাবে কি কাজ করিব, সেই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিব, এইরূপ নানা জল্পনা করিতেছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কে যেন অতি মিষ্ট স্বরে আমাকে ডাকিতেছে—

“পিটার! পিটার!”

এ ত ইউওয়ারকির স্বর নয়, তবে কে আমাকে ডাকিতেছে ?

আবার সেই স্বর—"পিটার ! পিটার !"

কে যেন অনেকটা দূর হইতে আমাকে ডাকিতেছে।

আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

আমি স্বর লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আমি আমার বন্দুকটি হাতে করিয়া হ্রদের ধারে আসিলাম। এমন সময় শুনিতে পাইলাম পুনরায় সেই সুমিষ্ট স্বর—"পিটার ! পিটার !"

'এই যে আমি !'

এ কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউওয়ারকির ন্যায় পোষাক পরা, তবে ইহাদের মাথায় এক প্রকার আবরণ ছিল, আমার কাছে নামিয়া আসিয়া কহিল,—পিটার, আমরা ইউওয়ারকির দেশ আন্‌ক্রুতকি হইতে আসিয়াছি। সে দেশের শাসনকর্ত্তা গ্লুম্ কোলাম্ব-এবং ইউওয়ারকির বাবা পেন্‌দেল হাম্‌বি তোমার নিকট আমাদের পাঠাইয়াছেন। এই বলিয়া তাহারা দুইজন আমার দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—আপনারা কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তবে আমার গুহা-গৃহে আসুন, সেখানে বসিয়াই শুনিব।

আমরা গুহাঘরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলাম। এখন আমার ঘরে বসিবার আসনের অভাব ছিল না। তাহারা বসিলে পর, আমি তাহাদের জন্য খাবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, এই দুইজন অতিথির মধ্যে একজন অন্যজনের প্রতি অধিকতর সম্মান দেখাইতেছে, এ জন্য আমিও

তাহার প্রতি একটু বেশী সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট আমি আমার সংগৃহীত ফরাসীদেশীয় উৎকৃস্ট পানীয় উপস্থিত করিলাম। তারপর তাহার সঙ্গীকে প্রদান করিলাম এবং আমিও তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া পানীয় গ্রহণ করিলাম। তাহারা দুইজনে আমার প্রদত্ত পানীয়, মাংস, রুটি এবং মৎস্য খাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, তাহারা দুইজনে খুব হাসিতেছিল, তাহাদের হাস্যকৌতুক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা আমার এই আদর আপ্যায়নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে।

আহারের সময় অবসর মত তাহারা এখানে আসিবার সময়, কোথায় কোন্ কোন্ স্থানে নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, সে সব নিজেদের মধ্যে বলিয়া যাইতেছিল। এইবার পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের মধ্যে একজন ইউওয়ারকিব ভ্রাতা। তাহার নাম কোয়ান্ গোলার। কোয়ান্ গোলার বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন শেষ করিয়া বলিতে লাগিল,—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইউওয়ারকির মুখে তোমার বদান্যতার কথা শুনিয়াছি, তুমি যদি তাহাকে সাহায্য না করিতে তাহা হইলে সে কখনও বাঁচিতে পারিত না। আমরা এই কয় বৎসর তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে দেশে যাইবার সময় ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছিল, একদিন একরাত্রি সমুদ্রের উপর ঝড় বাতাসের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল, অবশেষে ইউওয়ারকি বাতিন্ দ্রিগ্ নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করে। তারপর ধবলগিরি পার হইয়া অবশেষে আন্‌দ্রুমস্তকিতে যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

ইউওয়ারকিকে রাজধানীর প্রহরীরা নগরে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিল। আমার বাবার কাছে একজন প্রহরী যাইয়া সংবাদ দিল

যে, একজন অপরিচিত লোক নগরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। বাবা আমাকে সন্ধান লইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, আমি প্রথমটায় ইউওয়ারকিকে চিনিতে পারি নাই। সে কতদিন আগেকার কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিসের জন্য আমার বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছ?

ইউওয়ারকি বলিল, আমি কোন রাজকার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি শুধু নিজ প্রয়োজনে। তুমি কি তাঁহার ছেলে?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ!

ইউওয়ারকি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, তুমি তাঁহার ছেলে? আমিও যে তাঁহার ছেলে।

তুমি তাঁহার ছেলে?

হাঁ, আমি তাঁহার ছেলে। তুমি কি কোনদিন পিতার মুখে ইউওয়ারকি এই নাম শোন নাই?

শুনিয়াছি, কিন্তু সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে।

না ভাই, আমি মরি নাই, বলিয়া ইউওয়ারকি কাঁদিতে লাগিল।

ইউওয়ারকি বলিল, তোমার নাম কি কোয়ান্ গোলার?

হাঁ।

দিদি—হেলিকার্ণি কি বাঁচিয়া আছেন?

হাঁ।

ভাই, কোয়ান্ গোলার, তুমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন।

আমি ইউওয়ারকিকে লইয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার ঘরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া দিদি হেলিকার্ণিকে ইউওয়ারকির কথা বলিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, ইউওয়ারকির কথা খুবই মনে আছে। বাবা সর্ব্বদা তাহার কথা বলিয়া কাঁদাকাটি করেন। সে আমার বড় অনুগত ছিল—হায়! আর কি তাহাকে কখনও দেখিতে পাইব?

দেখিতে পাইবে বৈকি দিদি! এই কথা বলিতে বলিতে ইউ-ওয়ারকি আসিয়া আমাদের দুইজনের মধ্যে বসিয়া পড়িল। দিদি তাহাকে সযত্নে বুকে টানিয়া লইলেন, এমনি করিয়া আমাদের ভাইবোনের মিলন হইল।

বাবার বয়স হইয়াছিল, বাবা যদি বৃদ্ধ বয়সে সহসা এই সংবাদ শুনিতে পান, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার একটা বিপদ ঘটিতে পারে, এইজন্য আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে ইউওয়ারকির আসার কথা বলিলাম। তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন,—তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন, আমি তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছি। সে কতদিন আগেকার কথা। আমরা ইউওয়ারকিকে পিতার নিকট লইয়া আসিলাম। বাবা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ইউওয়ারকিও কাঁদিতে লাগিল। বাবা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, বৎস, আমি তোমাকে আবার ফিরে পাব, এমন কথা কোনোদিন মনেও আসে নাই। আর তোমাকে ছেড়ে যেতে দিব না।

তারপর ইউওয়ারকির মুখে একে একে সব কথা শুনিলেন।

তোমার প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত হইল। ইউওয়ারকি বলিল, তুমি যে দেশের লোক, সে দেশের লোকেরা এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, সে ভাষার নাম ইংরাজী। তোমার সেবা শুশ্রূষা ও যত্নের জন্যই ইউওয়ারকির জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

বাবার আদেশে রাজ্যমধ্যে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। বন্দীরা কারামুক্ত হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দভোজ চলিতে লাগিল। পিতা ইউওয়ারকিকে পাইয়া আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে ও ইউওয়ারকির অনুরোধে আমরা তোমার নিকট নিরাপদ পৌঁছানর সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

ইউওয়ারকির ভ্রাতার এইরূপ সুখ্যাতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, আমি আমার অতিথিদ্বয়ের আহার ইত্যাদির জন্য আরও মনোযোগী হইলাম।

উনিশ

পরের দিন আমি আমার এই নূতন অতিথিদের আদর অভ্যর্থনার জন্য অধিকতর মনোযোগী হইলাম। আমি আমার বন্দুকটি ঘাড়ে করিয়া শিকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। তিনটি বুনো মোরগ, চারিটি বুনো হাঁস শিকার করিলাম এবং জাল ফেলিয়া হ্রদের ভিতর হইতে গুটিকয়েক মাছ ধরিলাম। আমার গুহা-গৃহে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না, শুকনো মৎস্যও ছিল প্রচুর, তারপর আমার সঞ্চিত ডিম, এ সকলেরও ত কোন অভাব ছিল না। কাজেই অতিথিদিগকে আমার এই দেশে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমুদয় ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে আমি এতটুকুও ইতস্ততঃ করি নাই।

এদিকের সব ব্যবস্থা করিয়া আমি কোয়ান্ গোলার ও তাহার সঙ্গীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। সেদিন আলো বেশ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু কোয়ান্ গোলারের সেজন্য কোনরূপ ক্লেশ হইতেছে মনে হইল না। সে বেশ প্রফুল্ল মনে হ্রদের তীরে তীরে বনে বনে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই তুমি তো আলোক বেশ সহ্য করিতে পারিতেছ। ইউওয়ারকি কিন্তু এই ক্ষীণ আলোর উত্তাপও সহ্য করিতে পারিত না। আমি তাহাকে এজন্য চশমা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম।

কোয়ান্ গোলার কহিল, চশমা কাহাকে বলে?

আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমাদের দেশে চশমা ব্যবহার করিয়া মানুষ তাহার দৃষ্টিশক্তি যেমন বাড়াইতে পারে, আবার তেমনি রঙিন্ চশমা চোখে দিলে সেই রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়া রৌদ্রের প্রখরতা অনুভব করে না।

কোয়ান্ গোলার কহিল—আমাদের দেশে কেহ কখনও চশমা ব্যবহার করে না। আর আমার কথা বল, আমি আলো বেশ সহ্য করিতে পারি। কেন জান? আমি ক্রাস্ দুর্পতি নামক স্থানে কাজ করি। ঐ স্থানের আলো এখানকার আলো হইতেও বেশী প্রখর যে সকল ম্লুমেরা নিজের দেশের বাহিরে যাতায়াত করিয়া থাকে তাহারা আলোর দীপ্ত তেজ সহ্য করিতে পারে। আমি দেশের বাহিরে থাকি বলিয়া প্রখর আলো সহ্য করিতে পারি। আন্দুর্মন, সে আমাদের দেশের চেয়ে ক্রাস্ দুর্পতের আলো অনেক বেশী প্রখর।

আমি বলিলাম—ক্রাস্ দুর্পতে তোমাকে কি কাজ করিতে হয়?

তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে কিছুতেই দস্যুদের হাতে জাহাজ ছাড়িয়া দিবে না

সে কহিল—সে দেশে আমাদের দেশে যারা অপরাধ করে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হয়। আমাদের দেশে একমাত্র সাজা কি জান? তার নাম হইতেছে শিলিচ্। কেহ অপরাধ করিলে তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া দুইদিক্ হইতে দুইজন গ্লুম শূন্যপথে টানিয়া লইয়া এখানে ফেলিয়া দিয়া যায়। এখানে আসিলে আর কেহ দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে না, তাহাকে চিরজীবনের জন্য এখানেই বন্দী অবস্থায় থাকিতে হয়। ঐখানকার আলো এত উজ্জ্বল, যদি কোন গ্লুম অল্প বয়সে এখানে নির্ব্বাসিত না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমি ও আমার এই বন্ধু রোসিগ্ ওখানে থাকি। আমার বাবার অনুরোধে রাজা আমাকে নয় বৎসরের সময়ই এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন, এজন্য আমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না।

আমরা তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমার গৃহে আগুন জ্বালিলাম, রান্না হইতে লাগিল, অগ্নির দীপ্তিতে ইহারা আশ্চর্য্য হইল। আমরা কি ভাবে রান্না করিয়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি সে কথা আমি বলিলাম, তাহারা বিস্মিত হইয়া সব কথা শুনিল। আমরা যখন খাইতে বসিলাম, তখন টেবিলের উপর মাংস দেখিয়া তাহারা কি খাইতেছে বুঝিতে পারিল না, তাহারা মনে করিয়াছিল কোনও ফল খাইতেছে! রোসিগ্ কহিল, পিটার, তুমি কি অদ্ভুত ধরণের তরমুজ খাইতেছ? আমি তাহাকে আমরা যে মাংস খাইতেছি, সে কথা কহিলাম। তাহারা আশ্চর্য্য হইল।

তারপর কোয়ান্ গোলার বলিল—ভাই, পিটার, আমার বাবা, ইউওয়ারকির প্রতি তোমার সদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জানাইতে

আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তুমি আমার প্রতি এবং বন্ধু রোসিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিলে, সেজন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিবে। কাল ভোরে আমরা তোমার এখান হইতে বিদায় হইব।

আমি বলিলাম—ইউওয়ারকি আব আমার এখানে আসিবে না?

কোয়ান্ গোলার বলিল—বাবা দীর্ঘকাল পরে তাহাকে পাইয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছেন যে, মনে হয় না যে শীঘ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

আমি কোন কথা বলিলাম না। কোয়ান্ গোলার কহিল, আমাদের দেশের লোকের সকলের কাছেই তোমার সুখ্যাতি শুনিতে পাইতেছি। মনে হয় একদিন বাবাও হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারেন। তোমার যদি আমাদের মত উড়িবার ক্ষমতা থাকিত, গ্রোন্‌দি থাকিত, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতাম।

কুড়ি

তাহারা চলিয়া গেল—আমি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম দেখিতে দেখিতে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার আমি সেই একাই রহিয়া গেলাম। ইউওয়ারকির কথা মনে পড়িতেছিল, কিন্তু আমার মনে হইল বুঝি আর সে আসিবে না। কেনই বা আসিবে সে তাহার আত্মীয়স্বজনের সহিত এতদিন পরে মিলিত হইয়াছে তাহারাই বা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? আমার মত এমন হত ভাগ্য আর কে আছে?

আবার আমার গুহা-গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই একঘেয়ে জীবন। আবার অন্ধকারের দিন আসিয়াছে। এবার যেন শীতও বেশী পড়িয়াছিল। আমি ইউওয়ারকির সাহায্যে জাহাজ হইতে যে সকল বাক্স পেটরা আনিয়াছিলাম একে একে তাহা খুলিতে লাগিলাম। একটি তোরঙ্গের মধ্য হইতে অতি সুন্দর নীলরঙ্গের একটি কোট পাইলাম। সেই কোটের বোতামগুলি ছিল সোণার। মকমলের জামাও কয়েকটি পাইলাম। সোণালি কাজ করা একটা টুপিও পাইলাম। বুটজুতা, মোজা, এই ভাবে একজন কাপ্তেনের পোষাক মিলিল। কোটের পকেটে একখানা চিঠি পাইলাম, চিঠি পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে, এই সব কাপড় জামা সেই ইংরাজ কাপ্তেনের ছিল, পর্ত্তুগীজরা জাহাজখানা দখল করিবার পর এই পোষাকগুলিও তাহাদের হাতে পড়িয়াছিল। আমি এই সব জামা, জুতা, কোট, টুপি পরিয়া দেখিলাম, আমায় বেশ মানাইয়াছে। আমি এই সবগুলি খুলিয়া লইয়া পরে একটি বাক্সের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম।

আবার আর একটি বাক্স খুলিলাম, সেই বাক্সের ভিতরও অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইলাম। ক্ষুর, কাঁচি, পরচুলা এই সব। আমি ভাবিলাম, এই সব সাজ পোষাক ও পরচুলা দিয়া কি করিব ?

আমি দেখিলাম যে, ইউওয়ারকির যেমন দাড়ি-গোঁফ কিছুই নাই, তাহার ভাই কোয়ান্ গোলার ও তাহার সঙ্গীর তেমনি দাড়ি-গোঁফ কিছুই নাই। আমিও নিজেকে তাহাদের অনুরূপ করিবার জন্য আমার দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম। প্রথমটায় মনে

হইয়াছিল যে, আমার সহিত যখন ঐ দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন আমি কেনই বা দাড়ি-গোঁফ ফেলিয়া তাহাদের মত হইতে যাই, কিন্তু আমার পোষাক পরিচ্ছদের সহিত সেগুলি এমন বেমানান-সই হইয়াছিল যে, শেষটায় আমি দাড়ি-গোঁফ আর কামাইলাম না।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল, শীত আসিল। একদিন বন্দুকটি ঘাড়ে করিয়া বাহিরে শিকার করিতে চলিয়াছি, এইরূপ সময় বজ্রের গম্ভীর নিনাদের মত ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি কাহারা যেন অতি বেগে আকাশ দিয়া উড়িয়া আসিতেছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনজন গ্রৌন্দিপরা লোক হ্রদের পারে আসিয়া নামিল। তাহারা আমার নিকট আসিয়া কহিল, তুমিই কি পিটার?

আমি বলিলাম, হাঁ।

তাহারা কহিল, তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে। আমরা আমাদের দেশের রাজার নিকট হইতে তোমার নিকট আসিয়াছি।

আমি তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া আমার গৃহে লইয় গেলাম।

আমার সারা পথে শুধু এই চিন্তাই প্রবল হইয়াছিল, আমার সহিত ইহাদের কি এমন প্রয়োজন থাকিতে পারে?

একুশ

আমরা আমার গুহা-গৃহে পৌঁছিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আমাদের দেশের রাজা জিয়োরেগ্‌তির নিকট হইতে আসিয়াছি। রাজা তোমার সাহায্যের জন্যই আমাদিগকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমার সহিত যে কথা বলিতেছিল তাহার নাম নাসিগ্‌। নাসিগ্‌ বলিল, আমি রাজদূত, দেশে দেশে রাজ্যের প্রয়োজনে ঘুরিয়া বেড়াই। বন্ধু পিটার, তোমার যশঃ ও খ্যাতি আমাদের রাজদরবারেও যাইয়া পৌঁছিয়াছে। ইউওয়ারকির প্রতি তুমি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছ, সেই কথা তাঁহার বাবা আমাদের দেশের রাজার নিকট বলিয়াছেন। যদিও আমাদের দেশ বেশ বড় এবং এক সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালীও ছিল কিন্তু রাজ্যের পশ্চিমাংশের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের একজন নূতন রাজা করায়, দিন দিন আমাদের দেশের লোকের সহিত অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে এবং তাহারা দিন দিনই আমাদের রাজ্যের নানা স্থান দখল করিয়া লইতেছে। যদি এইভাবে আরও কিছুকাল তাহারা আমাদিগকে হটাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা উহাদের পদানত হইয়া পড়িব। আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশার কথা আমরা অনেক দিন আগেই জানিতে পারিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম—কি ভাবে জানিতে পারিয়াছিলে ?

নাসিগ্‌ কহিল, অমাদের দেশের একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা প্রাচীন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা একথা সকলেই বলিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সে সময়ে

একজন ভিন্ন দেশী লোক এদেশে আসিয়া বাস করিবে, তাহার সহায়তা বলে বিপম্মুক্ত হইতে পারিবে। আজ আমাদের দেশের ঐরূপ দুর্দ্দিনে তুমিই তাহার উদ্ধারকর্ত্তা। একমাত্র তুমিই আমাদের দেশে শান্তি আনিতে পারিবে। আমাদের রাজা জিওরেগ্‌তি এবং রাজ্যের সমুদয় প্রধানগণ তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য এখানে আসিতেছেন। আমি তোমাকে আমাদের দেশে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। তুমি হয়ত বলিবে যে আমি কেমন করিয়া তোমাদের দেশে উড়িয়া যাইব, আমার ত গ্রৌন্‌দি নাই।

আমি বলিলাম, সে কথা ত সত্যই।

নাসিগ্‌ বলিতে লাগিল,—যদিও তোমার কোন গ্রৌন্‌দি নাই, তবু তোমার এমন বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে যে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে তুমি এমন হয়ত কোন একটা কৌশল করিতে পারিবে, যাহার সাহায্যে হয়ত আমাদের দেশে যাইবার একটা উপায় করিতে পারিবে। বন্ধু, তুমি আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা, আশা করি আমাদের দেশে যাইতে কোন আপত্তি করিবে না।

আমি বলিলাম,—নাসিগ্‌, আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি কিন্তু আমি ত ভাই উড়িতে জানি না, আমার ত ভাই গ্রৌন্‌দি নাই। আমি কি করিতে পারি বল।

নাসিগ্‌ গম্ভীর ভাবে কহিল,—ভাই পিটার, তুমি আমার এই অনুরোধটা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতেছ না, কিন্তু জান না সে কতদিন আগে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধুপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, তুমিই আমাদের দেশের উদ্ধারকর্ত্তা। তোমাকে আমাদের দেশে যে যাইতেই হইবে ভাই!

আমি বলিলাম, ভাই নাসিগ্, আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমাকে সত্য সত্যই তোমাদের দেশে নিতে চাহিতেছ, আমি সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি কি, তাহা শুনিতে চাই।

তুমি যদি আমাদের দেশে না যাও, তাহা হইলে তোমার নিকট বলিয়া কি লাভ বলত?

আমি বলিলাম, আমি তোমাদের দেশে যাব না, এমন কোন কথা বলি নাই, কিন্তু আমাকেই যে তোমরা তোমাদের দেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছ ইহার কারণ কি?

নাসিগ্ বলিল—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই!

আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমাকে সবিস্তারে সব কথা বল, আমি এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিব।

তখন সে বলিতে লাগিল,—সে প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বের কথা, তখন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন বেগ্মারবেক্। বেগ্মারবেক্ মহাপুরুষ রাগমের খুব ভক্ত ও অনুগত ছিলেন। একদিন রাগম্ রাজা ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ, তোমরা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়াছ এবং নূতন ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিতেছ। এজন্য বিধাতা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমি একথা তোমাদিগকে অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা তাহা উপেক্ষা করিয়াছ, শুধু রাজা বেগ্মারবেক্ প্রাচীন মতেই চলিয়াছিলেন। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, রাজা বেগ্মারবেক্ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবেন, কিন্তু তাহার পর তোমাদের দেশে নানা কলহ ও অশান্তির সৃষ্টি হইবে। দেশের পশ্চিম দিক্ নানা ভাগে বিভক্ত হইবে, বহু-লোক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি করিয়া মারা যাইবে। কিন্তু সেই

দুঃসময়ে একজন ম্লুমের আবির্ভাব হইবে, তাহার মাথায় থাকিবে ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি, গোঁফ, সে গ্রোনদি ব্যতীত জলে ও আকাশে বেড়াইতে পারিবে এবং এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র দিয়া তোমাদের দেশের শত্রুদের নিহত করিবে। তারপর এই দেশের রাজ্যবিভাগ, নূতন বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন করিবে, দেশের অনেক উন্নতি করিবে। সেই নূতন দেশের লোকের সাহায্যে এ দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। তারপর তোমাদের এই ত্রাণকর্ত্তা তাহার দেশে ফিরিয়া যাইবেন। সাবধান, তোমরা কখনও এই সুযোগ উপেক্ষা করিও না। এই কথা বলিয়াই রাগম্ দেহত্যাগ করিলেন।

রাজা বেগ্মারবেকের এই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন না একদিন সত্য হইবেই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তিনি ভবিষ্যদ্দর্শী রাগমের এই সতর্ক-বাণী রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত রাজ্যের সকলেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ জানে। আজ আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে, দেশের অশান্তির মধ্যে ইউওয়ারকির মুখে যখন তোমার কথা প্রথমতঃ প্রচারিত হইল, সেদিন হইতে মহারাজার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যান। আমি ভাই রাজার আদেশ পালন করিতেই আসিয়াছি।

আমি ভাবিলাম—মানুষের জীবন কি বিচিত্র, কোথা হইতে কি ভাবে কেমন করিয়া তাহা ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। জানি না কোথায় কোন্ দেশে আবার কোন্ বিভিন্ন পথে বিধাতা আমাকে লইয়া যাইতেছেন।

আমি নাসিগ্‌কে বলিলাম, আমি তোমাদের দেশে যাইতে সম্মত আছি, কিন্তু কি ভাবে আমাকে নিতে পারিবে সে ব্যবস্থা কর।

নাসিগ্ বলিল,—আমাদের কয়েকজন ম্লুম অনায়াসেই তোমাকে পিঠে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

আমি হাসিয়া কহিলাম; তাহা হইলেই তাহারা আমাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

এই ভাবে বহুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলিল—কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে কেহ পোঁছিতে পারিল না।

আমি বলিলাম,—চল এখন বিশ্রাম করিতে যাই, আজ রাত্রি আমাকে চিন্তা করিতে দাও, কি ভাবে আমি তোমাদের দেশে যাইতে পারি।

নাসিগ্‌কে লইয়া আমার গুহা-গৃহে আসিলাম, সে রাত্রি আমি শুইয়া শুইয়া অনেক চিন্তা করিতে লাগিলাম।

বাইশ

আমি পরের দিন ভোরের বেলা আমার যন্ত্রপাতি লইয়া কাজে লাগিয়া গেলাম। একটা কাঠের পাটাতন প্রস্তুত করিলাম। পাটাতনটি লম্বায় করিলাম আট হাত এবং প্রস্থে করিলাম পাঁচ হাত। তাহার মধ্যস্থলে একখানা টেবিল এবং একখানা চেয়ার গজাল দিয়া খুব শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিলাম। তার নীচে আটটি খুব ছোট পায়া তৈয়ারী করিলাম। আমি উহার চারিদিকে এইরূপ ভাবে রেলিং তৈয়ারী করিলাম যে, যেন আমি কোনরূপে গড়াইয়া পড়িতে না পারি। আমি নিজেকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিব স্থির করিলাম, তাহা হইলে আর পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

সারাদিন আমার এই যন্ত্রটি প্রস্তুত করিতে কাটিয়া গেল। তারপর নাসিগের সমুদয় সঙ্গীদিগকে লইয়া হ্রদের তীরে বেশ খোলা জায়গায় পৌঁছিলাম এবং আমি নিজে চেয়ারের উপর বসিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমরা এইবার আমার এই আসনখানি তুলিবার ব্যবস্থা কর।" নাসিগের আদেশে কয়েকজন শক্তিশালী প্লুম আসনখানি তুলিয়া লইল, তাহারা এইরূপ ভাবে তুলিল যে, আমি বিন্দুমাত্রও অসুবিধা বোধ করিলাম না। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের ওপারে চলিয়া গেল। আমি নির্ভীক ভাবে বসিয়া রহিলাম, ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। আমার কাছে যেন নূতন জগতের স্বপ্নপুরী খুলিয়া গেল! কি সুন্দর এই পৃথিবী! নীচে নীল

সাগর নাচিতেছে, উপরে আকাশ হাসিতেছে! আর পৃথিবীর বুকে হ্রদবেষ্টিত কি সুন্দর এই শ্যামল কানন ভূমি!

আমি আবার উহাদের পিঠে চড়িয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম। নাসিগ্ হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া আমার এই উড়িবার আসনখানির গতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ফিরিয়া আসিলে পর আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, ভাই, রাগমের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য; তুমিই সেই মহান্ ব্যক্তি, তুমিই আমাদের দেশের উদ্ধারকর্ত্তা।

দুইদিন পরেই আমাদের সোয়াঙ্গনিতিতে যাইবার প্রস্তাব স্থির হইল। আমি প্রয়োজনীয় হাল্কা দ্রব্যাদি সব সংগ্রহ করিলাম। স্থির হইল যে একটি আসনে আমি যাইব, আর একটি ঐরূপ পাটাতনে ঐ সব জিনিষপত্র যাইবে। একদল ল্লুম আমাকে বহন করিবে এবং আর একদল ল্লুম জিনিষপত্র বহন করিয়া লইবে। আমি বন্দুক, পিস্তল এবং গোলাগুলি অনেক লইলাম। আমার প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি লইতেও ভুলিলাম না। নাসিগ্ বলিল—তুমি এখানকার সব জিনিষই যাহাতে লইতে পার আমি সেই ব্যবস্থা করিতেছি। এইরূপ বলিয়া সে সমুদয় জিনিষপত্র প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছোট বড় ভাগে ভাগ করিয়া দিল এবং প্রায় দুইশত ল্লুমের উপর সে সমুদয় দ্রব্যাদি বহন করিবার আদেশ দিল। নাসিগের সহিত পরের দিন হ্রদের তীরের বিস্তৃত সবুজ মাঠে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ল্লুমেরা দলে দলে গোলাকার হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সকলের আগে আমাকে লইয়া উড়িয়া চলিল—তারপর জিনিষপত্রাদি লইয়া দলে দলে ল্লুমেরা উড়িতে লাগিল।

প্রিয় হ্রদ, প্রিয় বনভূমি, প্রিয়তম গুহা ও বন অদৃশ্য হইয়া গেল।

তেইশ

আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে পাহাড় পার হইয়া আসিলাম। আমি প্রথমবার একটু ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আর প্রাণে বিন্দুমাত্রও ভয় বা শঙ্কা ছিল না। আমি আফ্রিকার উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায়ও আরোহণ করিয়াছি কিন্তু কোন দিন এত উঁচুতে আরোহণ করি নাই, এ যেন মেঘের দেশে চলিয়াছি। আজ পৃথিবীকে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিলাম। চারিদিকে যেন পাতলা কুয়াসা ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমাকে যে সকল স্লুমেরা বহন করিয়া নিতেছিল, তাহারা কখনও উপরে উঠিতেছিল আবার কখনও নীচে নামিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা এইরূপ করিতেছে কেন?

স্লুমেরা বলিল, ইহাতে তাহাদের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়।

আমরা প্রায় ষোল ঘণ্টাকাল আকাশ পথে ভ্রমণ করিয়া বাতিন্‌দ্রিগ্‌ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কতকটা আমার হ্রদের দেশের মত। আমার মনে হইল, বুঝি আবার আমি আমার হ্রদের দেশেই ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আমরা একদিন বিশ্রাম করিলাম। পাহাড়ের চারিদিকে জলাভূমি, তাহাতে নানাজাতীয় পাখী দেখিলাম।

আবার পরের দিন আকাশ-পথের যাত্রা আরম্ভ হইল। সম্মুখে বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের কোথাও জল, কোথাও বরফ এই ভাবে ছয় ঘণ্টাকাল শূন্যে ভ্রমণ করিয়া আমরা শ্বেত পাহাড়ের দেশে আসিলাম। এই পাহাড়ের গায়ের রং সাদা মর্ম্মর প্রস্তরের মত।

এই পাহাড়ের উপর হইতে দেখিতে পাইলাম যে, অনেক দূরে আগুন জ্বলিতেছে। সে কি আগুন! সে আগুনের শিখা আকাশ স্পর্শ করিতেছে। নাসিগ্ বলিল, ঐ পাহাড়ের নাম আলুকো। এইটি একটি জ্বলন্ত পাহাড়। ঐ পাহাড়ের পরেই নৃপতি জিওরিগেতির রাজ্য। আমরা আজই সন্ধ্যার সময় সেখানে পৌঁছিতে পারিব।

ক্রমে আমাদের যাত্রা শেষ হইল। নাসিগ্ বলিল, ঐ দেখ আমাদের রাজধানী দেখা যাইতেছে। তুমি কোথায় নামিতে চাও? আজ আমার কেবলি ইউওয়ারকির কথা মনে হইতেছিল। আমি বলিলাম, আমি ইউওয়ারকিদের অতিথি হইব।

নাসিগ্ বলিল, রাজা কি মনে করিবেন। আমি বলিলাম, তুমি রাজাকে আমার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইও। আমি একটু বিশ্রাম করিয়া তাঁহার আদেশে পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

নাসিগ্ আমাকে লইয়া ইউওয়ারকিদের বাড়ীতে আসিল। ইউওয়ারকি আসিয়া আমার কাছে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—ভাই, আজ তোমারই অনুগ্রহে আমি শূন্যপথে ভ্রমণ করিতে পারিলাম। তাহার বাবা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

নানা ফুল, ফল ও পানীয় দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিলাম।

এ দেশের রৌদ্র তেমন প্রখর নহে। চারিদিকের শোভা অপূর্ব্ব সুন্দর। গাছের শোভা বিচিত্র রকমের, কত ফল, কত ফুল! এদেশের নরনারী সকলের মুখেই হাসি লাগিয়া আছে।

বিকেল বেলা রাজার আহ্বানে রাজ-দরবারে গেলাম। রাজা

আমাকে সমাদরের সহিত হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। আমি হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। দুই দিকে সারবন্দী ল্লুমেরা আমাকে লইয়া চলিল। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রাসাদের দুইদিকে বারান্দা। গোলাকার মণি-মুক্তাখচিত আলোকাধার হইতে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সিংহাসনের পাশে ছোট একটি আসনে আমি বসিলাম। রাজা বলিলেন,—বন্ধু পিটার, তুমি নিরাপদে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছ, সেজন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তোমার আগমনে আমরা রাজ্যের সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজ আমি তোমাকে কোনও কষ্ট দিব না। আমি তোমার থাকিবার জন্য বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়াছি—সেখানে যাও।

আমি একজন ল্লুমের সহিত আমার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে চলিলাম। প্রকাণ্ড খিলান। খিলানের ভিতর সিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সিঁড়িগুলি প্রশস্ত এবং প্রস্তর নির্ম্মিত। ক্রমে আমি একটি অতি সুন্দর সুপ্রশস্ত কক্ষের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলাম। এখানে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল। ঘরের চারিদিকে মণি-মুক্তার কাজ, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কতক্ষণে বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। দেখিলাম, এই ঘরের পাশে একটি ছোট দরজা রহিয়াছে। এই দরজাটি খুলিবামাত্র আর একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই ঘরটিও প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রাচীর, ছাদ সমুদয়ই নানারূপ সোণালি কারুকার্য্য খচিত; মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভের উপর আলো জ্বলিতেছিল। গোলাকার আলোকাধারটি স্তম্ভের অতি উচ্চে স্থাপিত। সেখান হইতে মৃদু মৃদু আলোক-রশ্মি

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি সেই দেশের সম্বন্ধে নানাকথা ভাবিতেছি, এইরূপ সময়ে শুনিতে পাইলাম একদল লোক আমার এই ঘরের দিকে আসিতেছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, এবং প্রস্তর নির্ম্মিত একটি টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া দিল। এত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য তাহারা আনিয়াছিল যে, আমার ন্যায় একশতজন লোকও তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। প্রত্যেকটী খাদ্যদ্রব্য এত সুখাদ্য ছিল যে, আমি প্রত্যেকটী খাদ্যদ্রব্যের কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছি। এইভাবে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে পর, একজন ভৃত্য আমাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। শোবার ঘরটিও অতি সুন্দর এবং নানারূপ ভাবে সুসজ্জিত। আমি এতদূর ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, তাড়াতাড়ি আমার গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরের দিন অতি প্রত্যূষে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া দেখিলাম যে, আমার ছোট ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি প্রায় আঠারো ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া সেই যে ইংরেজ কাপ্তেনের সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা পরিধান করিলাম। মাথায় পরচুলা দিলাম। টুপি পরিলাম। এবং প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য বন্দুকটি ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম; এইরূপ সময়ে দুইজন ল্লুম আসিয়া আমাকে বলিল, মহারাজ আপনার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বলিলাম চল। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুইজনে দুইদিকে আমার দেহরক্ষীরূপে রাজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, রাজা একা বসিয়া আছেন।

তাহার পাশে একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রহিয়াছেন। আমি সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা এবং সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, ল্লুম পিটার এই বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের দেশের পরম পূজ্য একজন ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষ। আমাদের দেশে ইহারা রাগম্ নামে পরিচিত। ইনি তোমাকে একটু পরীক্ষা করিবেন। এই বলিয়া রাজা নীরব হইলেন। তখন রাগম্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথার এই চুল, তাহা কি স্বাভাবিক? আমি বলিলাম, না। এই পরচুলা। এই পরচুলার নীচে আমার স্বাভাবিক চুল আছে। আমি তাড়াতাড়ি পরচুলা খুলিয়া দেখাইলাম। তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর আমার দাড়ি দেখিয়া বলিলেন, ইহা কি তোমার স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক? আমি বলিলাম, ইহা আমার স্বাভাবিক। ল্লুমদের যে গোঁফ, দাড়ি হয় না, সে-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখন রাগম্ আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই সে,—এই সে। এবং রাগম্ বলিলেন, তুমি সেই মহান কলোয়ার।

আমি বলিলাম—কলোয়ার কে?

তিনি উত্তর করিলেন, যিনি এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাঁহারই প্রতিরূপ।

আমি কোন প্রতিবাদ করিলাম না। তখন রাজা বলিলেন, পিটার, নাসিগের নিকট তুমি নিশ্চয়ই আমাদের দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়াছ, আমি জানি তুমিই দেশের দুর্দ্দিনে আমাদের দেশকে শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। রাগম্ যাহা বলিলেন, তাহার প্রত্যেকটী উক্তি সত্য। রাগম্ রাজাকে বলিলেন,

তোমার আসার বিষয়েও তুমি আমাকে পূর্ব্বে কোন কথা লিখিয়া
জানাও নাই। হাঁ, ইনি কে?

মহারাজ কলোয়ারের সাথে পরামর্শ করিয়া দেশের উদ্ধারের জন্য মনোযোগী হও। আমি জানি এবং চোখের সম্মুখে দেখিতেছি যে, আমাদের দেশের সমুদয় বিবাদ এইবার দূর হইয়া যাইবে। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, আমি আপনাদের দেশের জন্য যদি কিছু কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই করিব। তবে প্রথম কথা এই যে আমি যেভাবে আপনাদের সৈন্য ইত্যাদির পরিচালনার ব্যবস্থা করিব, সে সব বিষয়ে আপনি কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না। রাজা বলিলেন, আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করিব, এবং কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করিব না।

আমি রাজার এইরূপ সরল বিশ্বাসে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম! এবং সে-দিন হইতে ভাবিতে লাগিলাম, কি ভাবে কেমন করিয়া আমি কার্য্য করিতে পারি।

চব্বিশ

আমি এইবার আমার সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ভাবিলাম জীবনে যে-সুযোগ লাভ করিয়াছি, তাহা কখনও উপেক্ষা করিব না। কিন্তু কথা হইতেছে যে, যেখানে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে, সেখানে যাইতে হইলে আমার উড়িবার আসনেরই আশ্রয় লইতে হইবে।

আমার মনে হইল নাসিগের সহিত আমার পরামর্শ করা প্রয়োজন। আমি নাসিগ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলাম। নাসিগ্‌ আসিলে তাহাকে কহিলাম, তোমার নিকট হইতে আমি জানিতে চাই, তোমরা আমাকে কি কাজের ভার দিতে চাও।

আমার এই কথা বলিবার অর্থ এই ছিল যে, তাহার নিকট হইতে রাজার মনের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিয়া লইতে পারিব। নাসিগ্‌ কহিল, বন্ধু পিটার, আমাদের দেশে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। তাহারা হয়ত তোমার বিরুদ্ধে নানারূপ কথা বলিতে পারে, আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি রাজা তোমাকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, সে কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিলাম। এবং নাসিগ্‌কে বলিলাম যে, তুমি রাজ্যের সমুদয় অবস্থা যাহাতে আমি প্রত্যহ জানিতে পারি সেই ব্যবস্থা কর এবং শত্রুদের গতিবিধির সংবাদ দেও, তাহা হইলেই আমি বুঝিতে পারিব যে, কি ভাবে তাহাদিগকে

আক্রমণ করিতে পারিব। আমি দেখিলাম যে, এই দেশের লোকদের যুদ্ধ করিবার মত সাজ সরঞ্জাম সেইরূপ কিছুই নাই। শুধু বল্লম, তরোয়াল মাত্র, বোধ হয় এই জন্যই এদেশের লোকেরা শত্রুদের হাতে এই ভাবে পরাজিত হইতেছে। কিন্তু আমার একার পক্ষে ত আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্ভব নহে। সৈন্য চাই, অস্ত্র চাই, তাহাদের শিক্ষা চাই এবং তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। রাজ্যের সকলের একমত না হইলে ত আর কাজ করিবার পথ নাই, এ সব কারণে রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলাম যে, রাজা যদি এক বিশেষ দরবার আহ্বান করিয়া সকলের সম্মতি লইয়া কাজ করেন, তাহা হইলে সব দিকেই সুবিধা হয়।

রাজা একদিন এক দরবার আহ্বান করিলেন। সেই দরবারে সব কোলাম্ব অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম এবং রাজার পাশে উপবেশন করিলাম। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে এইরূপ ভাবে মিলিত হইলে পর রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই দেশের কথা জানেন। আমাদের শত্রুগণ দিন দিন আমাদের রাজ্য অধিকার করিতেছে, তাহারা যদি এই ভাবে দিন দিন দেশের পর দেশ এবং রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের রাজধানীও ইহাদের অধিকারে যাইবে, অতএব আমাদের শীঘ্রই এই ব্যবস্থার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

সকলে এক সঙ্গে বলিলেন—নিশ্চয়ই।

হাঁ, নিশ্চয়ই, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ত্রিকালদর্শী রাগম্ যাহা

বলিয়াছিলেন এবং যে কথা আমার বংশপরম্পরাক্রমে জানিয়া আসিতেছি সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতদূর সত্য তাহা আমার পাশে উপবিষ্ট বন্ধু পিটারকে দেখিয়াই বুঝিতেছেন। কিন্তু আপনারা কি ভাবিতেছেন, একা পিটার যাইয়া যুদ্ধ করিবেন ? সে কি সম্ভব ? হাঁ, এইরূপ হইতে পারে যে, পিটার আপনাদের সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিতে পারেন। এ বিষয়ে আপনাদের কি অভিপ্রায় বলুন।

সকলেই রাজার এই মত সমর্থন করিলেন। এবং সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, আমরা সকলে পিটারের নেতৃত্ব মানিয়া লইব।

রাগম্ বলিলেন—দেশের সকলেই আমার পরম পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষ রাগমের কথা জানেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। পিটার, তুমিই এদেশের ত্রাণকর্ত্তা, আমি রাজা ও দেশের সকলের পক্ষে বলিতেছি, তুমি আমাদের দেশের উদ্ধারের জন্য ব্রতী হও, সৈন্যদলের পরিচালনায় ব্রতী হও।

রাগমের কথায় সকলে বলিলেন, আমরা পিটারের কথা মানিয়া চলিব।

এইবার আমি বলিলাম, পূজনীয় রাগম্, মহারাজ ও সভাস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা আমার প্রতি যে ভার দিলেন, আমি তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। আমি পশ্চিম দিকে আপনাদের দেশের শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দেশের পূর্ব্ব সীমা ঠিক করিয়া দিব। আমি শুধু এই চাই, যেন রাজ্যের সৈন্যদলের ও অন্যান্য সমুদয় বিভাগের নেতৃত্ব আমাদের হাতে থাকে।

রাজা, রাগম্ এবং রাজ্যের সকলেই সম্মত হইলেন। আমারও মনে হইল যে, এদেশের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি সত্যই আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে। আমার অধীনে সেদিনই সাত হাজার সৈনিকের নেতৃত্ব পড়িল। আমি নাসিগ্‌কে আমার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম এবং বলিলাম যে আমি শীঘ্রই আমার কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। সকলে জয়ধ্বনির সহিত আমাকে বিদায় দিলেন।

আমি নাসিগ্‌কে সঙ্গে করিয়া আমার বাসভবনে আসিলাম।

নাসিগ্ কহিল, বন্ধু, রাজ্যের লোকেরা এত সহজে তোমার উপর সমুদয় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে, আমি ইহা কল্পনাও করিতে পারি নাই।

আমি নাসিগ্‌কে বলিলাম, তুমি কি আমাকে পঞ্চাশজন খুব বিশ্বস্ত ল্লুম দিতে পার ?

নাসিগ্ বলিল—কেন ?

আমি বলিলাম, তুমি পরে তাহা জানিতে পারিবে।

নাসিগ্ পরের দিন আমার নিকট পঞ্চাশজন লোক পাঠাইয়া দিল।

আমি বলিলাম, নাসিগ্ এই পঞ্চাশজন লোকের সহিত ছয়শত ল্লুম লইয়া গ্রৌন্‌দিভোলে যাও, এই সঙ্গে ইউওয়ারকিকেও নিবে। আমি যেই জাহাজে চড়িয়া গ্রৌন্‌দিভোলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সেই জাহাজ হইতে আমি যে জিনিস আনিতে বলিব, তাহা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তোমরা এখানে লইয়া আসিবে।

নাসিগ্ ইউওয়ারকিকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

আমি ইউওয়ারকিকে বলিলাম, তুমি এই পঞ্চশজন ল্লুমের অধীনে ছয়শত ল্লুম লইয়া গ্রৌন্দিভোলে যাও এবং জাহাজের উপর হইতে কামান তিনটি লইয়া আসিবে।

এখন আমি এই দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ, রাজার আদেশের ন্যায় আমার আদেশও সকলে মানিয়া নিতে বাধ্য, কাজেই ইউওয়ারকি এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জাহাজ হইতে কামান আনিবার জন্য চলিয়া গেল। আমি এই ভাবে যুদ্ধের জন্য একটি একটি করিয়া নানাদ্রব্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
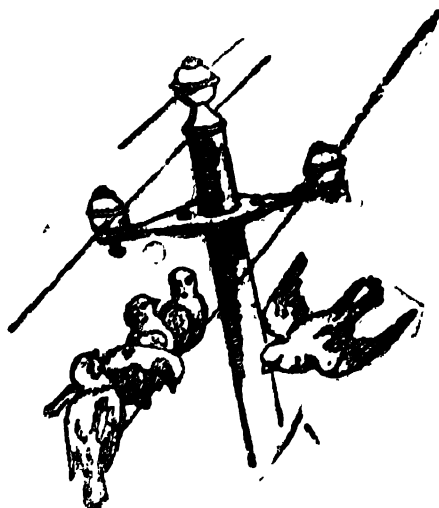
পঁচিশ

দশদিন পরে নাসিগ্ কামান লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমি তখন রাজার বাগানে বেড়াইতেছিলাম। ইউওয়ারকিকে সঙ্গে করিয়া নাসিগ্ আসিল এবং আমার নির্দ্দেশমত রাজার বাগানের ধারে কামান কয়টি রাখিল। এইবার নাসিগের সহিত আমি নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। নাসিগ্ বলিল, ভাই পিটার, তোমার কত সৈন্যের প্রয়োজন ?

আমি বলিলাম, শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা কত···

আনুমানিক ত্রিশ হাজার।

আমি বলিলাম—আমি মাত্র লইব ছয় হাজার সৈন্য এবং তোমাদের ন্যায় কয়েকজন ল্লুম, আর চাই আমার বন্দুক বহন করিয়া লইবার জন্য এবং আমাকে বহিয়া লইবার মত লোক, সর্ব্বশুদ্ধ ছয়শত হইলেই যথেষ্ট হইবে। তুমি আরও চারিজন সাহসী ল্লুম লইয়া এস।

নাসিগ্ সেই মুহূর্ত্তেই আমার আদেশ পালন করিল এবং বাছা বাছা ছয়জন সাহসী ল্লুমসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিলে পর আমি তাহাদিগকে বন্দুক ও পিস্তলের ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিলাম। তাহাদিগকে লইয়া বাগানে আসিয়া বন্দুক ছাড়িবার কৌশল শিক্ষা দিলাম। আমি বলিলাম, তোমরা যখন দূর হইতে শত্রুদিগকে বল্লম ছাড়িবার সুযোগ পাইবে না, তখন বন্দুক ছুড়িবে।

পরের দিন আমরা একশতজন লুমকে লইয়া দশটি সৈন্যদল গঠন করিলাম। তাহাদের হাতে বল্লম দিলাম।

দ্বিতীয় দলে কামান বহিয়া লইবার জন্য চারিশত লুম দিলাম।

তৃতীয় দল গঠিত হইল দুইশত লুম লইয়া, তাহাদের উপর দিলাম, গুলিগোলা, খাদ্য ও রসদ, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করিবার ভার।

চতুর্থ দল গঠন করিলাম, পঞ্চাশজন সাহসী লুমদের লইয়া, ইহারা আমার দেহরক্ষী হইল।

পঞ্চম দল গঠন করিলাম, আমাকে বহন করিবার জন্য পঞ্চাশজন লুমকে লইয়া।

ষষ্ঠ দল গঠন হইল—দুই হাজার লুম লইয়া। ইহাদের দুই দিকে কামান লইলাম।

সপ্তম দলে লইলাম এক হাজার সৈন্য। ইহারা রহিল সকলের পশ্চাতে।

শত্রু দলের রাজা হার্লোকিন কোথায় থাকেন, আমি প্রথমে তাহার সন্ধান লইলাম। কারণ আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, সকলের আগে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেই আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনা। আমি নাসিগ্‌কে আমার এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছিলাম। নাসিগ্‌কে দিয়া সৈন্যদলের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া আমরা শত্রু দলের সম্মুখীন হইতে চলিলাম।

একটি পাহাড়ের নীচে বিস্তৃত সমতল ভূমি, সেই বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর আমি তাঁবু ফেলিলাম, কামান সাজাইলাম এবং সৈন্য দলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। আমাদের এই পাহাড় সমুদ্রের

বুক হইতে সারি সারি উঠিয়াছে। পাহাড়ের অন্য দিকে হার্লোকিন তাহার সৈন্য দল লইয়া অবস্থান করিত। তাহার রাজধানী দিন দিনই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আমি কামান তিনটি সাজাইয়া তাহার অল্পদূরে আমার আসনের উপর চেয়ারখানা পাতিয়া বন্দুক হাতে বসিয়াছিলাম।

হার্লোকিন ছিল অত্যন্ত কৌশলী এবং নিপুণ যোদ্ধা। সে সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। আমরা যে এখানে তাহাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় রহিয়াছি একথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে তাহার সৈন্যদিগকে আমাদের রাজধানী অধিকার করিবার জন্য চুপি চুপি সেইদিকে পাঠাইতেছিল। আমাদিগকে এইখানে সুসজ্জিত ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল।

আমি দেখিলাম, ইহাদের সৈন্যেরা বেশ শ্রেণীবদ্ধ এবং অস্ত্রশস্ত্রও বেশ আছে। বলিতে ভুলিয়াছি যে, এ সময়ে অন্ধকারের দিন চলিতেছিল। চারিদিকে অন্ধকারের রাজত্ব। হার্লোকিনের সৈন্যদের হাতে ছিল মশাল, সেই মশালের আলোতে চারিদিক আলোকিত করিয়া তাহারা সেই অন্ধকার দেশে আলোর বন্যা প্রবাহিত করিয়া যাইতেছিল। সেই অন্ধকার দেশে শূন্য পথে আলোর বন্যা বহাইয়া এই শূন্যপথ বিহারী সৈনিকেরা যে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। রাজা সকলের পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

এইবার আমার আদেশে আমার পক্ষীয় সৈন্যেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শত্রু পক্ষের প্রায় দশ হাজার সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল।

আমি আমার সৈন্যদিগকে তাহাদের সম্মুখে যাইয়া যুদ্ধ করিতে বারণ করিলাম। আমার আদেশে নাসিগ্ গ্রৌন্দি পরিয়া পিস্তল হাতে করিয়া উড়িয়া চলিল, যাইবার সময় সে বলিল,—ভাই পিটার, এইবার তোমার কামান দাগ। আমি বলিলাম—তুমি তোমার পিস্তলের শক্তি পরীক্ষা কর, আমি সময় বুঝিয়া কামান দাগিব।

নাসিগ্ বলিল—পিটার, তুমি দেখ, আমি তোমার পিস্তলের সাহায্য ব্যতীতই যুদ্ধ করিতে পারি কিনা। সে উপরে উঠিয়া বিপক্ষ দলের সেনাপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, সেও বীরের ন্যায় সম্মত হইল। একবার নাসিগ্ তাহাকে আক্রমণ করে আবার সেনাপতি তাহাকে আক্রমণ করে, এই ভাবে বহুক্ষণ পর্য্যস্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

অবশেষে নাসিগের আক্রমণে ঐ দলের সেনাপতি পরাজিত ও নিহত হইল। নাসিগের এই জয়ে আমার সৈন্যেরা আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ জয়ধ্বনি করিবার অল্পক্ষণ পরেই রাজা হার্লোকিন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। হার্লোকিন যখন আমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম—বিশ্বাসঘাতক! যদি রাজাকে মান্য করিয়া তাহার শাসন মানিয়া চল, তাহা হইলে, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিব না, মার্জ্জনা করিব, নতুবা তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

হার্লোকিন বলিল—তুমি যদি আমার সঙ্গে কোন কথা বলিতে চাও, তাহা হইলে আমার নিকটে এস, মাটিতে কেন, শূন্যে এস, দেখিব কত বড় তোমার বীরত্ব। দেখিব কে কাহার নিকট করুণাপ্রার্থী।

এই কথা বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া একটি বল্লম ছুড়িয়া মারিল। আমি একটু সরিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম। বল্লম ছুড়িবার সময় সে অনেকটা নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, আমি সেই সুযোগে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম, বুকের ভিতর দিয়া গুলি চলিয়া গেল, তাহার প্রাণহীন দেহ আমার সম্মুখে শূন্য হইতে পড়িয়া গেল। রাজার মৃত্যুর পর হাজার হাজার অনুচরেরা নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল, দেখিলাম তাহাদের সকলের হাতেই তীক্ষ্ণ তরবারি ও বল্লম। নাসিগ্ ও আমার সৈন্যেরা প্রস্তুত হইয়া উড়িবার উপক্রম করিতেই, আমি তাহাদিগকে বারণ করিলাম এবং শত্রু দলকে লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে লাগিলাম। তাহারা কামানের লক্ষ্যের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, এক বৃহৎ সৈন্যদল সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। যাহারা দূরে ছিল, তাহারা সঙ্গিগণের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া পলায়ন করিল। আমি তিনদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম, কিন্তু শত্রুপক্ষীয় আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাহারা যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, বিদ্রোহী রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের প্রতিনিধি রাজধানীতে পাঠাইয়া সন্ধির ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

আমি যুদ্ধের পর ব্রব্দেলি গুয়ার্কে ফিরিয়া আসিলে পর রাজা, রাজপ্রতিনিধিগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং রাজ্যের সকলে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ পর্য্যন্ত আমার বিজয় গান গাহিয়া গাহিয়া আমাকে রাজধানীতে অভিনন্দিত করিয়া লইল।

রাজধানীতে এক সপ্তাহকাল আনন্দ উৎসব চলিল। পূর্ব্বে যে সকল ছোট বড় রাজ্যের রাজারা রাজা জিংরিগিতির অধীনতা মানিত

না, এখন তাহারা সকলে রাজার শাসন মানিয়া লইল। রাজা জিওরিগিতি এইরূপ ভাবে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়া আমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ইউওয়ারকি, নাসিগ্ এবং রাগমের আমার এই বিজয়ে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

ছাব্বিশ

রাজা এইবার আমার পরামর্শ লইয়া রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি ও আইন-কানুন প্রণয়ন করিলেন। আমি দশ বৎসর কাল সেখানে থাকিয়া নানাদিক্ দিয়া সুব্যবস্থা করিলাম। সে দেশের লোক-দিগকে লিখিতে শিখাইলাম, বই পড়াইতে শিখাইলাম, বিবিধ কারুশিল্প, যন্ত্রশিল্প, নূতন ভাবে বাড়ি-ঘর তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দিলাম।

প্রথম অবস্থায় দেশের লোকেরা আমার এই সকল নূতন নূতন শাসন-পদ্ধতি ভাল চোখে দেখে নাই। কিন্তু রাজ্যের রাজা ও প্রধান ব্যক্তিগণ আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে সমর্থন করায়, কেহ আর কোন কথা বলিতে পারে নাই। কিন্তু সকলেই যখন ক্রমশঃ দেখিতে পাইল যে, আমি যে-ভাবে রাজ্যের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার অত্যন্ত সুফল ফলিতেছে। তখন আর কেহ কোন বিষয়ে আপত্তি করিল না। দিন দিনই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রাজা আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নাসিগ্ ও ইউওয়ারকি বড় ভাইয়ের মতো আমাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। আমি পথ দিয়া চলিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইত। আমার নিকট হইতে দেশ বিদেশের গল্প শুনিত, যুদ্ধের কাহিনী শুনিত। এবং আমার নিকট হইতে ফলমূল উপহার পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইত।

এমনি ভাবে দিন যাইতেছিল। আমার মনে কেবলি জাগিতে-ছিল, প্রবাসী তুই দেশে চল। কিন্তু কেমন করিয়াই বা দেশে যাই! কিন্তু আমি এই সময়ে দেশে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। আমার মনে হইল, যদি কোনরূপে বাহিরে সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে হয়ত কোনদিন কোন একখানা আমাদের ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন নিরাপদে দেশে পৌঁছিতে পারিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল।

তারপর মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। একদিন রাজা ও রাণী সকলের নিকট বিদায় চাহিলাম এবং আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমি চলিয়া যাইব শুনিয়া রাজ্যের সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া আর কেহ কোন কথা বলিল না। সকলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে আমাকে বিদায় দিল। আমি পূর্ব্বের ন্যায় সেই কাঠের আসনে বসিয়া লুমদের সাহায্যে শূন্যে উড়িয়া চলিলাম। কয়েকদিন ক্রমাগত উড়িতে উড়িতে এক বিশাল সমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িলাম। আমি সমুদ্রের ঐ দিকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, যদি কোথাও কোন জাহাজ দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন দূরে একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলাম।

আমি লুমদিগকে জাহাজের দিকে নামিয়া যাইতে বলায় তাহারা তাহাই করিতে লাগিল।

আমি ঠিক জাহাজের উপর আসিয়া পড়িয়াছি এমন সময় দ্রুম্ দ্রুম্ করিয়া কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং

সঙ্গে সঙ্গে আমি আসনসহ জাহাজের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম, জাহাজের একটি কামরায় আমি শুইয়া আছি। আমাকে ঘিরিয়া জাহাজের লোকজন ও কাপ্তেন রহিয়াছেন। আমাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে এবং কোথা হইতে আসিলাম এবং আমাকে কাহারা ঐ ভাবে শূন্যপথে উড়াইয়া লইয়া আসিতেছিল। আমি বলিলাম, একদিন সে কথা বলব।

জাহাজখানা ইংরাজের জাহাজ। দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে। আবার দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব বলিয়া আনন্দিত হইলাম। কাপ্তেন ও জাহাজের নাবিকগণের নিকট আমি আমার ভ্রমণকাহিনী বলিয়াছিলাম। এই সেই অজানা দেশের কথা তোমরা তাঁহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিতেছ।

আমার মাতৃভূমি কর্ণওয়ালের সেই ক্ষুদ্র গ্রাম পেন্‌হেলে ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু আমাকে কেহ চিনিতে পারিল না। দুই একজন বৃদ্ধ বলিল—হ্যাঁ, দাদামশায়ের কাছে শুনিয়াছি বটে, পিটার উইলকিনস্ বলিয়া একজন ছিলেন, সে অনেকদিনের কথা।

বৃদ্ধ পিটারের জীবন-কাহিনী এখানেই শেষ হইল। তোমরা কখনও এইরূপ বিপদের মধ্যে পড়িয়া সারাজীবন ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াও, তাহা হইলেই তাহার জীবনের এই বিচিত্র কাহিনী অজানা দেশের কথা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে।

—শেষ—